CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 26 March, 2021 ■ আগরতলা, ২৬ মার্চ ২০২১ ইং ■ ১২ চৈত্র ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বনমন্ত্রীর বিরুদ্ধে জমি কেলেঙ্কারির অভিযোগ প্রমান হলে পদত্যাগের ঘোষণা মেবারের

বিধানসভায় হট্টগোল, ত্রাতার ভূমিকায় সুদীপ, কোনঠাসা বিরোধীরা

আগরতলা, ২৫ মার্চ (হি. স.) : ত্রিপুরায় বনমন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া-র বিরুদ্ধে বনভূমি হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এই ইস্যুতে আজ বিধানসভায় তুমুল হট্টগোল হয়েছে। বিরোধী-রা একাধিকবার ওয়েলে নেমে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। তবে, দিনের শেষে সুদীপ রায় বর্মণ ত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ন হতেই বিরোধীরা কার্যত কোনঠাসা হন। বিরোধীদের উদ্দেশ্যে সুদীপ-র প্রশ্ন, কেলেঙ্কারী কিভাবে হয়েছে ব্যাখ্যা দিন। জবাবে তারা সুস্পষ্টভাবে কিছুই বলতে পারেননি।

আজ ত্রিপুরায় একটি প্রভাতি দৈনিক-এ বনমন্ত্রী জমি কেলেঙ্কারী-তে জড়িত শীর্ষক খবর প্রকাশিত হয়েছে। বিধানসভায় শূন্যকালে এই বিষয়টি উত্থাপন করে বিরোধী-রা মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতি দাবি করেন। মুখ্যমন্ত্রী-র স্থানে রাজস্ব মন্ত্রী এন সি দেববর্মা বিধানসভা-কে অবগত করেন, এমন কোন জমি কাউকেই বরাদ্দ করা হয়নি। ত্রিপুরা সরকার অনিয়ম হবে এমন কোন কাজে সম্মতি দেয় না। তাতে, অসন্তুষ্ট হয়ে বিরোধী-রা ওয়েলে নেমে বিক্ষোভ দেখান। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠায় উপাধ্যক্ষ ১০ মিনিটের অধিবেশন মুলতবি ঘোষণা করেন। এরই মধ্যে বনমন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া তার বিরুদ্ধে জমি কেলেঙ্কারির অভিযোগ প্রমাণ হলে মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করবেন বলে ঘোষণা দেন। তবে এখানেই থেমে যাননি বিরোধী-রা। বিধানসভার বাইরে সাংবাদিক সম্মেলন-এ দাবি করেন বনমন্ত্রী প্রভাব খাটিয়ে বনভূমি দখল নেওয়ার চেষ্টা করছেন। সাথে তিনি যোগ করেন, বনমন্ত্রী জমি বন্দোবস্তের আবেদন করেছেন তার প্রমান রয়েছে, অথচ তিনি বেমালুম অস্বীকার করছেন। তাকে অবিলম্বে পদত্যাগ করতে হবে, দাবি জানান বিরোধী উপনেতা বাদল চৌধুরী।

একইভাবে, বিধানসভার বাইরে বনমন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া সাংবাদিক-দের মুখোমুখি হয়ে তার বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগ পত্রপাঠ খারিজ করে দেন। তার সাফ কথা, জমি কেলেঙ্কারী-তে জড়িত অভিযোগ প্রমাণিত হলে মন্ত্রিত্ব থেকে পদত্যাগ করেন। তার দাবি, এডিসি নির্বাচনে তাকে কালিমালিপ্ত করার জন্যই ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র হচ্ছে।

এদিকে, দ্বিতীয়ার্ধে অধিবেশন শুরু হওয়ার পর বিরোধী-রা পুনরায় বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। তবে, তখন মুখ্যমন্ত্রী বাজেট নিয়ে বক্তব্য রাখছিলেন, তাই তারা থেমে যান। শেষে ত্রাতার ভূমিকায় নামেন বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ। তিনি বলেন, পৈত্রিক ভিটে দখল পাওয়ার জন্য বনমন্ত্রী সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন। প্রভাব খাটিয়ে হাতিয়ে নেননি। তাতে, কেলেঙ্কারী কোথায় হয়েছে তার কোন প্রমাণ নেই। তিনি বিরোধীদের কাছে কেলেঙ্কারির ব্যাখ্যা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিধানসভায় বিক্ষোভ দেখান বিরোধী বেঞ্চের সদস্যরা (বাঁয়ে), সভায় বক্তব্য রাখেন বনমন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া (ডানে)। ছবি নিজস্ব।

রাজ্যের জনগণের স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখতে রাজ্য সরকার ধারাবাহিকভাবে কাজ করছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ মার্চ।। রাজ্যের জনগণের স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখতে রাজ্য সরকার ধারাবাহিকভাবে কাজ করে চলেছে। সরকারের আন্তরিকতায় কোনও ঘাটতি নেই। প্রত্যন্ত এলাকার মানুষের কাছে যতটা সম্ভব স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছানো যায়, সেই লক্ষ্যে রাজ্যের সর্বত্র কর্মযজ্ঞ চালু রয়েছে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের মাধ্যমে রাজ্যের দুর্গম অঞ্চলে

বসবাসকারী মানুষকে স্বাস্থ্য পরিষেবার সুফল পৌঁছে দিতে অভিনব প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে। আজ বিধানসভায় বিধায়ক রতন ভৌমিক, বিধায়ক মবস্বর আলী ও বিধায়ক নারায়ণ চৌধুরী আনীত এক দৃষ্টিআকর্ষণী নোটিসের জবাবে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একথা বলেন। দৃষ্টিআকর্ষণী নোটিসটি ছিল 'রাজ্যে স্বাস্থ্য পরিষেবায় ডাক্তার, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মীর অপ্রতুলতার কারণে স্বাস্থ্য পরিষেবায় সমস্যা সৃষ্টি হওয়া সম্পর্কে'।

এই দৃষ্টিআকর্ষণী নোটিসের জবাবে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, সকল অংশের মানুষের জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০২২ সালের মধ্যে সকল প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিকে স্বাস্থ্য ও সুস্থতা কেন্দ্রে উন্নীত করা হবে। ২০১৯-২০ তে মোট ৩০৫টি এবং ২০২০-২১ বছরের বর্তমান সময় পর্যন্ত ২৮০টি স্বাস্থ্য ও সুস্থতা কেন্দ্র চালু আছে। রাজ্যে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। চিকিৎসকরা তাদের হারানো মনোবল ফিরে পেয়েছেন। এখন জটিল অস্ত্রোপচার রাজ্যেই সম্ভবপর হচ্ছে। জনগণকে স্বাস্থ্য পরিষেবা দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে স্বাস্থ্যকর্মী ও আশাকর্মীরা নিরন্তর প্রয়াস জারি রেখেছেন। রাজ্যের বর্তমানে ২টি মেডিকেল কলেজ, ৬টি রাজ্যভিত্তিক হাসপাতাল, ৬টি জেলাভিত্তিক হাসপাতাল, ১২টি মহকুমাভিত্তিক হাসপাতাল, ২৩টি গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ১১৭টি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং ১০০১টি উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র রয়েছে। রাজ্যের কিছু কিছু হাসপাতালে স্বাস্থ্যকর্মীর স্বল্পতা থাকা সত্ত্বেও স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের স্বাস্থ্যকর্মীরা তাদের নিরলস পরিশ্রমের মাধ্যমে রোগীদের পরিষেবা দিয়ে যাচ্ছেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে বর্তমানে অ্যালোপেথি চিকিৎসক রয়েছেন ৯৭৮ জন, হোমিও ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

তিন কৃষি আইন ইস্যুতে ফের আজ ভারত বনধ

নয়াদিল্লি, ২৫ মার্চ (হি.স.) : রাত পোহালেই আগামীকাল শুক্রবার ভারত বনধ। তিন কৃষি আইন ইস্যুতে আন্দোলনের ঝাঁঝ আরও বাড়াতে ফের ভারত বনধ ডেকেছেন কৃষকরা। সকাল ৬টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত দেশজুড়ে বনধ পালন করা হবে। বনধের সময় রেল, যান চলাচল বন্ধ থাকতে পারে। কৃষকদের ডাকা বনধের জেরে দোকানরাট বন্ধ থাকতে পারে। পাঁচ রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের মুখে আগামী ২৬ মার্চ ভারত বনধের ডাক দিয়েছে কৃষক ইউনিয়ন। তিন কৃষি আইন বাতিলের দাবিতে দিল্লি সীমানা লাগোয়া এলাকায় কৃষকদের বিক্ষোভ ইতিমধ্যেই ১০০ দিন পার করেছে। এই প্রেক্ষিতে ফের ভারত বনধের ডাক দিলেন কৃষকরা। এর আগে গত বছরের ডিসেম্বরে ভারত বনধ ডেকেছিলেন তারা। কৃষি আইনের প্রতিবাদে কয়েকদিন আগে রেল রোকো কর্মসূচিও করেন কৃষকরা।

জানা গিয়েছে, শুক্রবার সকাল ৬টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত দেশজুড়ে বনধ পালন করা হবে। বনধের সময় রেল, যান চলাচল বন্ধ থাকতে পারে। কৃষকদের ডাকা বনধের জেরে দোকানরাট বন্ধ থাকতে পারে। কৃষকনেতা দর্শন পাল বলেন, "আমরা ভারতবাসীর কাছে আবেদন করব, যাতে কৃষকদের গৌরবের স্বার্থে এই ভারত বনধকে তাঁরা সফল করেন।" ভারত বনধকে সমর্থন জানিয়েছে অন্ধ্র প্রদেশের ওয়াইএসআর কংগ্রেস পার্টি।

প্রসঙ্গত, ইতিমধ্যে ১১ বার মোদী সরকারের সঙ্গে আলোচনার টেবিলে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কাশ্মীরে জঙ্গি হামলায় শহিদ ত্রিপুরার বীর জওয়ান

শ্রীনগর/ আগরতলা, ২৫ মার্চ : ফের জঙ্গি হামলা উপত্যকায়। বৃহস্পতিবার জম্মু-কাশ্মীরের শ্রীনগরের লওয়াইপোরা এলাকায় জঙ্গিরা আধা সেনা জওয়ানদের উপর আচমকাই হামলা চালালেয় সিআরপিএফের এক জওয়ানের মৃত্যু হয়। সেই সঙ্গে জখম হন আরও দুই জওয়ান। নিহত জওয়ানের নাম মঙ্গ রাম দেববর্মা (৫৫)। তাঁর বাড়ি ত্রিপুরার গোমতী জেলায় তৈদু।

বৃহস্পতিবার বিকেলে শ্রীনগরের লওয়াইপোরায় সিআরপিএফ জওয়ানদের একটি টহলদার দলকে হঠাৎ আক্রমণ করে জঙ্গিরা। তাদের বাধা দেওয়ার আগেই গুলিতে গুরুতর জখম হন জওয়ানরা। জঙ্গিদের গুলিতে ঝাঁজরা হয়ে যান তিন জওয়ান। স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে এক জওয়ানের মৃত্যু হয়। বাকি দুইজন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বামীকে পুড়িয়ে হত্যা, স্ত্রী ও প্রেমিককে মৃত্যু দন্ডাদেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ মার্চ।। খুনের মামলায় দোষি সাব্যস্ত দুজনকে মৃত্যুদন্ডের আদেশ দিল আদালত। ধর্মনগর জেলা আদালতের বিচারক গৌতম সরকার এই রায় দেন।

সংবাদে প্রকাশ স্বামীকে খুনের দায়ে স্ত্রী ও তার প্রেমিককে এই মৃত্যুদন্ডের আদেশ দেয়া হয়েছে। জানা গিয়েছে নাছরিমা বেগম (৩৫) এবং তার প্রেমিক ফয়জুল জালাল (৩০) কে এই দন্ডাদেশ দেয়া হয়েছে। ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, কদমতলা থানার অধীন কুর্তি গ্রামের মধ্যরাজনগরের সুরজ আলির ছেলে ২০১৬ সালের ১৮ জুলাই ভোরে আজিরউদ্দিনকে পেট্রোল ঢেলে ঘুমন্ত অবস্থায় আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল স্ত্রী নাছরিমা এবং তার প্রেমিক ফয়জুল। গুরুতর আহত অবস্থায় আজিরুদ্দিনকে কদমতলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানেই তার মৃত্যু হয়। মৃতের বাবা সুরজ আলি জানায় মৃত্যুর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চাকমা ভাষাকে রাজ্যভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার বিষয়টি সরকার বিচার বিবেচনা করছে ঃ শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ মার্চ।। বাংলা ও ককবরক ভাষার পাশাপাশি চাকমা ভাষাকে রাজ্যভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার বিষয়টি রাজ্য সরকার বিচার বিবেচনা করছে। এই বিষয়ে গত ৩১ জানুয়ারি, ২০২০ তারিখে চাকমা বুদ্ধিষ্ট ওয়েলফেয়ার সোসাইটি এবং গত ২৯ জানুয়ারি, ২০২০ তারিখে ত্রিপুরা চাকমা স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন মুখ্যমন্ত্রীর নিকট চাকমা ভাষাকে রাজ্যভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য দাবী সনদ পেশ করেছে। আজ বিধানসভায় বিধায়ক শম্ভুলাল চাকমা আনীত একটি দৃষ্টিআকর্ষণী নোটিসের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ একথা বলেন। বিধায়ক শম্ভুলাল চাকমা আনীত দৃষ্টিআকর্ষণী নোটিসটি ছিল 'বাংলা ও ককবরক ভাষার পাশাপাশি চাকমা ভাষাকে রাজ্যভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া সম্বন্ধে'।

বিধানসভায় এই দৃষ্টিআকর্ষণী নোটিসের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেন, ভারতীয় সংবিধানের ৩৪৫ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাজ্য আইন সভায় আইন প্রণয়নের মাধ্যমে রাজ্যে ব্যবহৃত/প্রচলিত যেকোন ভাষাকে সরকারি কাজে ব্যবহার যোগ্য ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা যেতে পারে। এই সাংবিধানিক বিধান অনুযায়ী আমাদের রাজ্যে ত্রিপুরা অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাক্ট, ১৯৬৪ প্রনীত হয়েছে। এই আইনের ধারা ২(১) এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ধারার সংশোধন করে চাকমা ভাষাকেও ত্রিপুরায় সরকারি কাজে ব্যবহার্য ভাষা হিসেবে সংযুক্ত করা যাবে। এই আইন সংশোধন হলে পরে সরকারি বি'প্তিমুলে এই ভাষাকে সরকারি কাজে ব্যবহার করার জন্যে নির্দিষ্ট তারিখ নির্ধারিত করা যাবে এবং তখন থেকেই চাকমা ভাষাকে সরকারি ভাষা বলে পরিগণিত করা যাবে।

শিক্ষামন্ত্রী শ্রীনাথ বলেন, ২০১২ সালের ৭ই আগস্ট কেবিনেট সিদ্ধান্ত অনুসারে বাংলা হরফের পরিবর্তে চাকমা হরফ ব্যবহার করার জন্য একটি মেমোরেণ্ডাম বের হয় এবং ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে চাকমা হরফে শিক্ষাদানের কার্য শুরু হয়। তিনি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

২০২১-২২ আর্থিক বছরের ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব গৃহীত বিধানসভায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ মার্চ।। আগামী অর্থবছরের বাজেটে প্রাইমারি সেক্টরকে শক্তিশালী করা হয়েছে। রাজ্যবাসীর উপর অতিরিক্ত কর আরোপ করা হয়নি। রাজ্যের অর্থনীতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে ক'ষিক্ষেত্রে বরাদ্দ প্রায় ৪০ শতাংশ বাড়ানো হয়েছে। যেমন ২০১৭-১৮ সালে ক'ষিক্ষেত্রে বরাদ্দ ছিলো ৮৮৭.৯৩ কোটি টাকা। আগামী অর্থবছরের জন্য বরাদ্দ ধরা হয়েছে ১,২৫০.৪৭ কোটি টাকা। ২০১৭-১৮-এর তুলনায় বরাদ্দ বেড়েছে ৩৬২ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকা। আজ বিধানসভা অধিবেশনের দ্বিতীয়ার্ধে ২০২১-২২ আর্থিক বছরের ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাবের উপর আলোচনায় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একথা বলেন। উল্লেখ্য, গত ১৯ মার্চ অর্থ দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা বিধানসভায় ২০২১-২২ আর্থিক বছরের জন্য ২২,৭২৪ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব পেশ করেন। আজ বিধানসভায় ২০২১-২২ আর্থিক বছরের ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে।

আজ বিধানসভা অধিবেশনের দ্বিতীয়ার্ধে বাজেটের উপর আলোচনায় অংশ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, বাজেটের উপর আলোচনায় বিরোধী দলনেতা বলেছিলেন এখানে রোজগার বাড়ানোর কোনও দিশা নেই। তথ্য দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে রোজগার বাড়ানোর জন্য প্রাইমারি সেক্টরকে শক্তিশালী করা হয়েছে। ২০১৭-১৮ আর্থিক বছরে বেতন ভাতার জন্য বরাদ্দ ছিলো ৫,৬০০ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ক্রমশ জটিল পরিস্থিতি হচ্ছে মহারাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি শাসনের দাবিতে সরব বিরোধীরা

মুম্বই, ২৫ মার্চ (হি.স.) : ক্রমশ জটিল পরিস্থিতি হচ্ছে মহারাষ্ট্রে। একদিকে করোনা সংক্রমণ যেভাবে বেড়ে চলেছে তাতে রাজ্যের পরিস্থিতি আরও জটিল হচ্ছে। আর অন্যদিকে এন্টিলিয়া কাণ্ডে এবং প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার পরম বীর সিং এর লাগাতার অভিযোগে মহারাষ্ট্রের রাজ্য রাজনীতির উত্তাপ আরও বাড়িয়েছে। পরিস্থিতি এমন জায়গায় চলে যাচ্ছে যে মহারাষ্ট্র সরকার এ বিষয়ে কোন মন্তব্য করতে পারছে না। এমত পরিস্থিতিতে বিরোধীরা রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসনের দাবিতে সরব হয়ে উঠেছে।

এন্টিলিয়া কাণ্ডের পর মুম্বই পুলিশ কমিশনারে পথ থেকে পরম বীর সিংকে অপসারিত করে অন্য বিভাগে বদলি করার পর থেকে পরিস্থিতি জটিল হতে শুরু করে। তিনি গোটা বিষয়টি রাজ্যের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অনিল দেশমুখের বিরুদ্ধে বিষোদগার করেন। তিনি অভিযোগ করেন, প্রত্যেক মাসে একশো কোটি টাকা তোলা তুলে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন রাজ্যের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অনিল দেশমুখ। এ বিষয়ে অভিযোগ করে তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকুরের কাছে অভিযোগ করেন। আট পাতার এই অভিযোগপত্রে তিনি গোটা বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রী সামনে তুলে ধরেন। মুখ্যমন্ত্রী এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য বা পদক্ষেপ না নেওয়ায় বিরুদ্ধে তিনি সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন। বুধবার তিনি সুপ্রিমকোর্টে বাস স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অনিল দেশমুখ এর বিরুদ্ধে সিবিআই তদন্তের দাবি জানিয়ে আবেদন জানান। একইসঙ্গে আবেদনে তিনি মুম্বই পুলিশের পুলিশ কমিশনার পদে ফিরিয়ে আনার জন্য আদালতের কাছে আবেদন জানান। আদালত শুনানির বিষয়টি সংশ্লিষ্ট রাজ্যের হাইকোর্টে আবেদন করার নির্দেশ দিয়ে ওই দিনের শুনানি কার্যত বাতিল করে। বৃহস্পতিবার মুম্বাই হাইকোর্ট ফের আবেদন জানায় পরম বীর সিং।

এদিকে দুর্নীতির অভিযোগে মহারাষ্ট্র সরকারকে বরখাস্ত করার দাবি তুলল মহারাষ্ট্র বিজেপি। আম্বানি কাণ্ড ও পরমবীরের 'পত্রবোমা' অস্ত্রে মহারাষ্ট্র সরকারকে বড়সড় ধাক্কা দিতে তোড়জোড় শুরু করেছে বিজেপি। এদিকে মহারাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অনিল দেশমুখের বিরুদ্ধে সিবিআই তদন্তের দাবি জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে গেলেন অপসারিত পুলিশ প্রধান পরমবীর সিং। পাশাপাশি হোমগার্ডে তাঁর বদলির সিদ্ধান্তকেও চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন তিনি। অনিল দেশমুখের বিরুদ্ধে 'স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ তদন্তের' জন্য সিবিআই প্রয়োজন বলেই মনে করেন তিনি। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

হোলি উৎসব উপলক্ষে বাহারী রঙ নিয়ে ক্রেতার অপেক্ষায় বিক্রেতা। বৃহস্পতিবার আগরতলায় তোলা নিজস্ব ছবি।

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ১৬৫ ▫ ২৬ মার্চ ২০২১ ইং ▫ ১২ চৈত্র ▫ শুক্রবার ▫ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

আর্থিক অবস্থার ক্রমাবনতি

দেশের অর্থনৈতিক গতি নিয়ে অর্থনীতিবিদরা রীতিমতো দুশ্চিন্তায় প্রহর গুনিতেছেন। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়িয়াছে। অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উন্নয়নে সরকারকে সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে। একথা অনস্বীকার্য যে, তীর সম্মুখ গতি যাইবার নিমিত্তে পিছু হটে, সর্পও দংশন করিবার পূর্বে আপনাকে পিছন পানে টানিয়া লয়। সুনামি আসিবার আগে সমুদ্র কূল হইতে দূরে সরিয়া যায়, তাহাও মানুষ জানিয়াছে। কিন্তু অর্থনীতির গতিপ্রকৃতিও যে অনুরূপ হইতে পারে, সেই সত্য তুলনায় কম পরিচিত। সম্প্রতি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রকাশিত পরিসংখ্যান এমন বিপরীত গতির একটি নিদর্শন হাজির করিয়াছে, ভারতীয় অর্থনীতির পক্ষে যাহা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কোভিড অতিমারির আক্রমণের পরে চলতি অর্থবর্ষের প্রথম তিন মাসে জিডিপি বা জাতীয় আয়ের অনুপাতে ব্যক্তিগত তথা পারিবারিক (হাউসহোল্ড) সঞ্চয়ের হার প্রচুর বাড়িয়া গিয়াছিল। এক বৎসর আগে দেশে মোট ব্যক্তিগত সঞ্চয় ছিল জিডিপির প্রায় ১০ শতাংশ, ২০২০'র এপ্রিল হইতে জুন মাসের হিসাবে তাহা ২১ শতাংশে পৌঁছয়। কিন্তু সঞ্চয়ের এই 'উন্নতি' ছিল একটি দুর্লক্ষণ। এই বাড়তি সঞ্চয়ের কারণ ইহাই যে, প্রথমত, লকডাউনের ফলে বাজারে ঝাঁপ পড়িয়া যাইবার ফলে বহু খরচ করা সম্ভবই ছিল না এবং দ্বিতীয়ত, বহু মানুষ দুর্দিনের আশঙ্কায় স্বাভাবিক খরচ বন্ধ রাখিয়াছিলেন। অতিমারির ফলে আয় কমিয়াছিল, কিন্তু যাঁহারা সঞ্চয় করিতে পারেন সেই বর্গের মানুষের আয় অপেক্ষা ব্যয় কমিয়াছিল অনেক বেশি। সঞ্চয়ের অনুপাতে অস্বাভাবিক উন্নতি তাহারই পরিণাম।

এই বৃদ্ধি স্থায়ী হইবার কথা ছিল না, স্থায়ী হয়ও নাই। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাম্প্রতিক রিপোর্ট বলিতেছে, গত জুলাই-সেপ্টেম্বর পর্বে অর্থাৎ অর্থবর্ষের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকেই ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের অনুপাত নামিয়াছে ১০.৪ শতাংশে।

পরবর্তী তিন মাসে এই হার যে আরও কমিয়াছে, তাহা প্রায় নিশ্চিত। এক দিকে দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক হইতেই বাজারহাট খুলিয়া গিয়াছে, অন্য দিকে অধিকাংশ পরিবারেরই নূতন করিয়া সঞ্চয় বাড়াইবার সংস্থান হয় নাই, বরং বহু মানুষের আয়ের অঙ্কে টান পড়িয়াছে। অনেকেই কাজ হারাইয়াছেন, অনেকের মজুরি ও বেতন কমিয়াছে, ছোট ও মাঝারি ব্যবসায়ীদের আয়ও মন্দাক্রান্ত। এই সমস্যা বাড়িতেছে। প্রত্যাশিত ভাবেই সঞ্চয়ের অনুপাত নামিতেছে। তাহার পাশাপাশি, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাব বলিতেছে, বাড়িতেছে পারিবারিক ঋণের অনুপাত প্রথম ত্রৈমাসিকে জিডিপির ৩৫ শতাংশ হইতে দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকেই তাহা ৩৭ শতাংশ দাঁড়াইয়াছে। গড়পড়তা ভারতীয় পরিবারগুলির আর্থিক কাঠামো স্বাভাবিক অবস্থাতেই দুর্বল, মন্দার কবলে পড়িয়া দুর্বলতা দ্রুত বাড়িতেছে।

ভারতে আর্থিক সঙ্কটের চিত্রটি যে গভীর উদ্বেগের কারণ, তাহা লইয়া নূতন করিয়া বলিবার কিছু নাই। অতিমারিজনিত সঙ্কটের মোকাবিলায় নিষ্ক্রিয় থাকিবার বিষয়ে গোটা দুনিয়ায় নরেন্দ্র মোদীর সরকারের তুলনা বিরল, সে কথাও ইতিমধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত। সেই প্রসঙ্গের পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রিপোর্ট এই অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক বাস্তবের একটি দিকের উপর নূতন আলো ফেলিতেছে। সঞ্চয়ের হ্রাস এবং ঋণের বৃদ্ধি দুইয়ের সম্মিলিত ফল নাগরিকের ভবিষ্যৎকে উত্তরোত্তর অনিশ্চিত ও সমস্যাসঙ্কুল করিয়া তুলিবে। মনে রাখা দরকার, দারিদ্রের সমস্যাটি নিছক দরিদ্রের সংখ্যা বা অনুপাতের বিষয় নহে, সেই সংখ্যার পিছনে থাকে অর্থনীতির প্রক্রিয়া। এক একটি আর্থিক মন্দার প্রকোপে বহু নাগরিকের আর্থিক অবস্থার দ্রুত যে অবনতি ঘটে, তাহার ক্ষতিপূরণ করিতে দীর্ঘ সময় কাটিয়া যায়, অনেকের ক্ষেত্রে তাহার আর কোনও দিনই পূরণ হয় না। বিশেষত, ঋণের ফাঁদে পড়িয়া বহু মানুষের জীবন সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হইয়া পড়ে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পরিসংখ্যানে এই বিপদের লক্ষণ সুস্পষ্ট। ভাইরাসের বিপদ এক দিন বিদায় লইবে। অর্থনীতির বিপদ উত্তরোত্তর বাড়িতে পারে। এই আশঙ্কা দীর্ঘদিন ধরে আয় দেশের অর্থনীতিবিদদের গলদঘর্ম করিতেছে। সঠিক সময়ে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে না পারিলে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা আরও ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করিতে পারে। এই জটিল পরিস্থিতি হইতে দেশ ও দেশবাসীকে মুক্ত করিতে পারেন দেশের অর্থনীতিবিদরাই। দেশ ও দেশবাসীর কল্যাণে তাদেরকেকে এগিয়ে আসা জরুরি।

বহিরাগত লোক আনছে তৃণমূল, ভোটের সময় হত্যা করতে পারে : জিতেন্দ্র তেওয়ারী

জয়দেব লাহা, দুর্গাপুর, ২৫ মার্চ (হি.স.) : ফের বোমা বিস্ফোরণে মৃত্যু হল এক যুবকের। বুধবার গভীর রাত্রে ঘটনাটি ঘটেছে অন্ডাল থানার অন্তর্গত জামবাদ বেনেডি এলাকায়। মৃত ব্যক্তির নাম সরবন চৌধুরী (৪০)। মৃত যুবক তৃণমূল আশ্রিত বলে দাবী বিজেপির। নির্বাচনের সময় বীরভুম, দুবরাজপুর থেকে লোক নিয়ে আসছে তৃণমূল। ভেটের সময় আক্রমন করবে, হত্যা করা হবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করলেন বিজেপির পান্ডবেশ্বরের প্রার্থী জিতেন্দ্র তেওয়ারী। অন্যদিকে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বুধবার রাতে জামবাদ বেনেডি এলাকায় মালতি কোয়ার বাড়ীতে বোমা বিস্ফোরন হয়। তাতে সর্বন চৌধুরী নামের এক যুবক জখম হয়। স্থানীয় সুত্রে জানা গেছে, ঘটনায় আরও দুজন আহত হয়। রাতেই সর্বনকে রানীগঞ্জের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বৃহঃস্পতিবার সকালে মৃত্যু হয় তার। এদিকে ঘটনার জেরে আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় অন্ডাল থানার পুলিশ। তবে কিভাবে কোথা থেকে বোমা এল, প্রশ্ন উঠেছে। ঘটনায় সর্বনের স্ত্রী রীতা চৌধুরী পুলিশে অভিযোগও দায়ের করেছে। স্থানীয় সুত্রে জানা গেছে, ওই বাড়ীতে সর্বনের নিয়মিত যাতায়াত ছিল। এদিন আরও দুজনকে সঙ্গে নিয়ে ওই বাড়ীর উঠনো মদের আসর বসিয়েছিল সর্বন। আচমকা বিস্ফোরনে জখম হন তিনি। ঘটনার পর তার সহযোগীদের কোন পরিচয় বা খোঁজ পাওয়া যায়নি। আরও কয়েকজন জখম অথবা মারা যেতে পারে বলে সন্দেহ এলাকাবাসীদের। ঘটনার পর শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। বিজেপির অভিযোগ, মৃত যুবক তৃণমূল আশ্রিত। রাতে ওই বাড়ীতে বোমা বাঁধছিল। বোমা বাঁধার সময় বিস্ফোরন হয়। বিজেপির পান্ডবেশ্বরের প্রার্থী জিতেন্দ্র তেওয়ারী বিস্ফোরক অভিযোগ তুলে বলেন,' যেকোন মৃত্যু দুর্ভাগ্যজনক। তৃণমূল নির্বাচনের সময় বীরভুম, দুবরাজপুর থেকে লোক নিয়ে আসছে। গত কয়েক দিন ধরে আমার পা ভেঙে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিচ্ছিল। আমাকে হত্যার উদ্দেশ্যে কিছু লোক লাগানো হয়েছে। ভোটের সময় আমাকে হত্যা করা হতে পারে। সেই উদ্দেশ্যে সমাজবিরোধীরা জড়ো হয়ে বোমা বাঁধছিল। বোমা তৈরী করছিল।' তিনি আরও বলেন,' গত পাঁচ বছরে এসব সংস্কৃতি বন্ধ হয়েছিল। এখন আবারও শুরু হয়েছে। রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন, এই রাজনীতি বন্ধ হোক। নাকা চেকিং করা হোক। এর সঙ্গে তৃণমূলের সমাজবিরোধীরা যুক্ত, তাদের বিরুদ্ধে ব্যাবস্থা নেওয়া হোক' তিনি আরও বলেন,' পান্ডবেশ্বরের মানুষের ওপর তৃণমূলের ভরসা নেই। ওদের ভরসা বোমাগুলি, সমাজ বিরোধী। পান্ডবেশ্বরের মানুষের ওপর আমাদের ভরসা আছে। এটাই ওদের সঙ্গে আমাদের পার্থক্য।' স্থানীয় তৃণমূল নেতা বিরবাহাদুর সিং বলেন,' মিথ্যা অভিযোগ। তৃণমূল কখনই এসব নিয়ে রাজনীতি করে না। এটা নব্য ও পুরোনো বিজেপির দ্বন্দ্ব। জিতেন্দ্র তেওয়ারী গত পাঁচ বছরে পান্ডবেশ্বরের ফসল কেটে নিয়ে চলে গেছে। পান্ডবেশ্বরের মানুষের আবেগে সে আর নেই। এখানের মানুষ এবার জবাব দেবে।' ঘটনায় আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনার সুকেশ জৈন বলেন,' ঘটনার তদন্ত চলছে। মামলা দায়ের হয়েছে। এফআইআর এ থাকা দুজনের খোঁজ চলছে।'

দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে লোহিয়াকে স্মরণ করা অত্যন্ত জরুরি

আনন্দ মুখোপাধ্যায়

মৃত্যুর পর নিজের মূর্তি বসানোর তীব্র বিরোধী ছিলেন তিনি। ছিলেন পরিবারতন্ত্রেও কট্টর সমালোচক। জাতিগ্রথা ও সকল ধরনের সামাজিক বৈষম্য দুরীকরণে সর্বদা সোচ্চার থেকেছেন। তিনটি "সি"র বিরুদ্ধে কংগ্রেস, ক্যাপিটালিস্ট ও কমিউনিস্ট) নিরন্তর লড়াইয়ের ডাক দিয়েছেন। কখনও পাবলিক প্লেস থেকে বিদেশে মূর্তি অপসারণ করে তা আর্কাইভে রাখার দাবিতে দেশজুড়ে চালিয়েছে, আবার সংখ্যাগরিষ্ঠ নেপবাসীন ওপর সংখ্যালঘুর শাসনের অবসান ঘটাতে সর্বস্তরের বিদ্যাচর্চা ও নিত্যপ্রয়োজনীয় কাজকর্মে মাতৃভাষা ব্যবহারের দাবিতে দেশজুড়ে "আংরেজি হঠাও" আন্দোলনের কান্ডারী। তার স্লোগান ছিল, "হিন্দি গোল্লায় যাক, আগে ইংরেজি হঠাও।"

১৯৩৪ সালে কংগ্রেসের অন্দরেই কৃষক- করতে গড়ে ওঠা "কংগ্রস সোশ্যালিস্ট পার্টি'র ছাড়ো আন্দোলনে উপ মেহেতার সঙ্গে যৌথভাবে ত্তস্বাধীন বেতার কেন্দ্র রাজনীতিতে হিংসার পরিবর্তে 'সবিনয় অবজ্ঞা'র মধ্যে দিয়ে গণ আন্দোলনকে বৃহত্তর রূপ দেওয়ার পক্ষ পাতি, অকংগ্রেসীবাদের জনক, স্বপ্নসন্ধানী, এক বর্ণময় বৈপ্লবিক চরিত্রের অধিকারী, সমাজতন্ত্রী রামমনোহর লোহিয়ার জন্ম - ২৩ মার্চ, ১৯১০) সমকালীন আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত জরুরি হয়ে উঠেছে।

দেশজুড়ে যখন জাতিবৈষম্য, মহিলাদের ওপর নির্যাতন, ধর্মীয় উন্মাদনা, বৃহৎ পুঁজির দাপট, নাগরিক ও ব্যক্তিস্বাধীনতার ওপর আক্রমণ, কালা কানুন জারি, অর্থনৈতিক অসাম্য ক্রমাগত, বেড়েই চলেছে, এমন সংকটজনক মুহুর্তে লোহিয়ার বিভিন্ন মতবাদ ও তা প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে নিরন্তর লড়াইয়ের ইতিহাস স্মরণ করা যেতেই পারে। নাগরিক স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কখনও সেচ আন্দোলনে গ্রেফতার হয়ে নিজেই আদালতে সুপ্রিম কোর্টেও নিজে দাঁড়িয়ে সওয়াল করে দু-দু'বার জয়ী হয়েছেন। কখনও চিনের আক্রমণের তীব্র প্রতিবাদ করে "হিমালয় বাঁচাও" আন্দোলনের ডাক দেন। আদালতের কাজকর্মে টিপ ছাপ দেওয়ার বিরোধিতা করেন, আবার কখনও সংসদে তিন আনা বনাম পনেরো আনার বিতর্ক তুলে নাগরিক ও চালিয়েছেন। তিনি দাবি করেছিলেন, দেশের ২৭ কোটি মানুষ (তৎকালীন সময়ে) দৈনিক তিন আনা আয়ে যেখানে জীবনধারণ করে, সেখানে প্রধানমন্ত্রীর কুকুরের পেছনে প্রতিদিন তিন টাকা খরচ হয়।

অন্যদিকে ইংরেজি জানা পঞ্চাশ লক্ষ মানুষের দৈনিক আয় ৩৩ টাকা, যার বিপুল পরিমাণ অর্থ বিলাসিতা ও পাশ্চাত্য পণ্যদ্রব্যের ক্রয়ের পিছনেই অপব্যয় করে, যার পরিমাণ বছরে ১৫০০-২৫০০ কোটি টাকার মতো। শুধুমাত্র ধনীদের কাছ থেকে এই অর্থ কেড়ে নিয়ে অন্যদের মধ্যে পন্টন করলেই দেশের আর্থ-সামাজিক সমস্যা মিটবে না। এই বিপুল অর্থের অপচয় রোধ করে এই টাকা উৎপাদন ব্যবস্থার আধুনিকীকরণে লাগাতে হবে। এর সাহায্যে নতুন নতুন কলকারকানা চালু করতে হবে। অন্যদিকে পুরনো ক্ষেতখামারের সংস্কারও করতে হবে। তবেই দেশে ধনসম্পদের প্রাচুর্য আসবে এবং তিন আনা আয়ের জনগণেরও সম্পদ বাড়বে। দেশের নব্বই শতাংশ জনগণের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে দৈনন্দিন সকল সার্বজনিক স্তর থেকে ইংরেজি ভাষাকে সরিয়ে বাধ্যতামূলক রূপে মাতৃভাষার ব্যবহাছরর পক্ষে সওয়াল করেন রামমনোহর লোহিয়া। ১৯৫৮ সালের ২০ মে কলকাতায় প্রদত্ত এক ভাষণে তিনি বলেন, "ভারতবর্ষের ৪০ কোটি (তৎকালীন জনসংখ্যা) জনগণের মধ্যে মাত্র ৪০ লক্ষ মানুষের ভাষা হল ইংরেজি। তাই সরকারের দৃষ্টি এই ৪০ লক্ষের বিশেষ সুবিধাপাপ্ত শ্রেণির দিকেই। অবশিষ্ট ৩৯ কোটি ৬০ লক্ষের চাহিদার প্রতি সরকারের কোনও দৃষ্টিই নেই।... যতদিন ততদিন খাদ্যদ্রব্যের দামের সমস্যা ও ক্ষুধার সমস্যার কোনও সমাধানই হবে না এবং আমলাতন্ত্র এই ৪০ লক্ষ মানুষের হুকুমই তামিল করবে। এই সমস্যার নিরসনে তার দাওয়াই ছিল, বাংলায় বাঙালি ছেলেমেয়েদের শিক্ষার মাধ্যম রূপে বাংলা ভাষাকে গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু, অবাঙালি ছেলেমেয়েদেরও একইভাবে নিজ নিজ মাতৃভাষাতে শিক্ষা গ্রহণের অধিকার থাকবে। বিহার বিশেষত মানভূম ও পূর্ণিয়া অঞ্চলে বাঙালি ছাত্রদের ওপর জোর করে হিন্দি চাপানোর নীতি পরিত্যাগ করতেই হবে। যেখানে ভাষশিক্ষার প্রসঙ্গ আসবে, সেখানে মাতৃভাষা, রাষ্ট্রভাষা ও একটি ঐচ্ছিক ভাষা (তো দেশি বা বিদেশিও হতে পারে) তিন রকমের বাষা শেখানো হবে।

খাদ্যগ্রব্যের দাম নিয়ন্ত্রণ ও ক্ষুধার সমস্যা থেকে মুক্তির উপায় হিসেবে কৃষিজাত দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন। তাঁর বক্তব্য ছিল, দু'টি ফসলের মধ্যবর্তী সময়ে শতকরা ১৬ ভাগের বেশি দাম ওঠানামা করবে না। অন্যদিকে কলকারখানায় উৎপাদিত হওয়া দ্রব্যসামগ্রীর বিক্রয়মূল্য ও যেন উৎপাদন ব্যয়ের জেড়গুণের বেশি না হয়। পাশাপাশি, কৃষিপণ্য ও শিল্পসামগ্রীর দামের মধ্যেও সামঞ্জস্য আনা জরুরি। গরিব ও অসহায় মানুষগুলির ওপর ফোজদারি কার্যবিধির ১০৭, ১০৮, ১০৯ ধারাগুলি 'মিসা' আইনের মতো অপব্যবহৃত হয় বলে তিনি এই ধারাগুলি বাতিলের পক্ষে পূর্বসূরী রূপে গ্রহণ করতে হিন্দুদের আহান জানিয়েছেন। তার জনপ্রিয় পুস্তক "ভারত ভাগের অপরাধী যারা*য় লোহিয়া লিখেছেন, "আমি সম্প্রতি মহিলা কবি তাজুর কথা জানতে পেরেছি, যিনি জন্মসূত্রে মুসলমান ছিলেন এবং একজন রঙের কারবারী। ১৮৫৭ ছিলেন। গণতন্ত্রের অন্যতম প্রধান মৌলিক উপাদান হল নাগরিক স্বাধীনতা। সেখানে অস্ত্র বা গোলাগুলির কোনও স্থান নেই। সে কারণেই ১৯৫৪ সালে নিজেরই দল প্রজা থানু পিল্লাইয়ের সরকার নিরস মিছিলকারীদের ওপর গুলি চালালে (যারা কয়েকটি তামিলভাষী অঞ্চলকে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে অন্তরভূক্তির দাবি জানাচ্ছিল) উত্তরপ্রদেশের জেলে গ্রেফতার থাকা অবস্থাতেই লোহিয়া এই সরকারের নৈতিক অধঃপতন স্বীকার করে ইস্তফা দেওয়ার জন্য সেখানকার মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি লেখেন। শেষ পর্যন্ত দল এ বিষয়ে রাজি না হওয়ায় লোহিয়া দল থেকে বেরিয়ে নতুন দল সোশ্যালিস্ট পার্টি গঠন করেন। দিল্লি হাইকোর্টের প্রাক্তান প্রধান বিচারপতি রাজন্দর সাচার এ প্রসঙ্গে বলেন, সেদিন লোহিয়ার কথা মেনে নিয়ে একটা নৈতিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করা পিএসপি সরকারের উচিত ছিস।

হিন্দু মুসলমান সম্পর্কের উন্নতিসাধনে লোহিয়া ছিলেন আন্তরিক। হিন্দুদের টিকিঔ মুসলিমদের টুপির মধ্যেই সমস্ত অসাম্য বীজ লুকিয়ে আছে বলে মনে করতেন তিনি । সে কারণে এই উভয় সম্প্রদাযের কাছেই তিনি টিকি ও টুরি পরিত্যাগ করার আহ্বান জানান। গজনি, ঘোরি, বাবরদের বিদেশি লুঠেরা হিসেবে দেখার জন্য তিনি মুসলিমদের পরামর্শ দিয়েছেন। অপরদিকে, রাজিয়া, শেরশাহ, রহিমন, জইসিদের নিজেদের পূর্বসূরী রূপে গ্রহণ করতে হিন্দুদের আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁর জনপ্রিয় পুস্তক 'ভারত বাগের অপরাধী যারা'য় লোহিয়া লিখেছেন, 'আমি সম্প্রতি মহিলা কবি তাজুর কথা জানতে পেরেছি, যিনি জন্সূত্রে মুসলমান ছিলেন এবং একজন রঙের কারবারী। ১৮৫৭ সালের কাছাকাছি সময় তাঁর জন্ম। কৃষ্ণের ওপর তার কবিতাগুলি মীরার ভজনকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। একটা লক্ষ্যণীয় বিষয় হল, প্রায় নিয়মিতভাবে সমাজে ধর্মীয় সামঞ্জস্য রক্ষার চেষ্টা করে গেছেন তাঁরাই, যাঁরা সমাজের নিম্নস্তর থেকে উঠে এসেছেন অথবা যাঁরা বেশি শিক্ষালয়ের বিচ্ছিন্নতার মনোভাবই প্রকাশ করে গিয়েছেন। প্রসঙ্গক্রমে একথাও বলতে হয়, যাঁরা সামঞ্জস্য রক্ষার চেষ্টা করে গিয়েছেন, তাঁরাই ক্রমশ ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে গিয়েছেন। আর বিচ্ছিন্নতাবাদীরা নিজেদের পরিচয় অক্ষুণ্ণ রেখে যেতে পেরেছেন। তাঁর এই মূল্যায়ন যে কতখানি দূরদর্শীসম্পন্ন ছিল, তা দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে আমরা উপলব্ধি করতে পারি।

তামিলনাড়ুতে রামস্বামী নাইকারের নেতৃত্বে ব্রাহ্মণবিরোধী আন্দোলনের নীতি সহানুভূতি ছিল তার। কিন্তু ব্যক্তি ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে চলা এই আন্দোলনকে তিনি কখনওই সমর্থন করেননি। মার্কসের শ্রেণি সংগ্রামকে ভারতবর্ষের প্রেক্ষিতে তিনি "জাতিপ্রথার অবসানের লক্ষ্যে সংগ্রাম বলে বর্ণনা করেছেন। তার কথায়, "শ্রেণি হচ্ছে সচল বর্ণ, আর বর্ণ হল নিশ্চল শ্রেণি। যতদিন না যাবে, ততদিন পর্যন্ত "সমতা" ও "সামাজিক ন্যায়" প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন বাস্তবায়িত করা সম্ভব নয়। এভাবে মার্কসের শ্রেণিসংগ্রাম ও অন্যদিকে গান্ধিজির সত্যাগ্রহের মেলবন্ধন ঘটেছে লোহিয়ার দর্শনে। খোদ তার কথায়, "আমি মার্কসবাদী নই, আবার মার্কস বরোধীও নই।" এদিকে গানিবাদীদের লোহিয়া আবার তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করেছিলেন। আশ্রমিক গান্ধি, সরকারি গান্ধি ও সবশেষে কুজাত বা মেঠো গান্ধি। আশ্রমে বসে ভজনকীর্তন করা বা সরকারে যাওয়ার জন্য লালায়িত গান্ধিবাদীদের প্রতি তার কোনও শ্রদ্ধা ছিল না। নিজেকে "কুজাত গান্ধি" বলে পরিচয় দিতে ভালবাসতেন। "স্পেড* ভোড ও জেল" অর্থাৎ গঠনমূলক কাজ, নির্বাচনে প্রতিদবন্দিতা ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে কারাবরণের মাধ্যমে গণতন্ত্রের অতন্দ্র প্রহরীর ভূমিকা পালন করেই কুজাত গান্ধিবাদীরা দেশের আর্থ-সামাজিক- রাজনৈতিক অবস্থার মৌলিক পরিবর্তন ঘটাতে পারে বলে মনে করতেন তিনি। দেশভাগের কট্টর বিরোধী এই রাজনীতিক "ভারত-পাক মহাসংঘ" গঠনের পক্ষেও ওকালতি করেছেন তার স্বল্পদৈর্ঘর জীবনকালে।

মহিলাদের সমস্যা নিয়েও তিনি অত্যন্ত ভাবিত থাকতেন। এক জায়গায় বলেছেন, "নারীদের চরিত্র সম্পর্কে ভারতবর্ষের চিন্তাধারা নোংরা ও অশুদ্ধ বলে আমি মনে করি। আমাদের দেশ যেভাবে নারীদের সতীত্ব ও পবিত্রতা রক্ষার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠেছে, তা অত্যন্ত কদর্য। তার কথায়, "যদি কোনও নারী অবিবাহিতা অবস্থায় কোনও সন্তানের জন্ম দেয়, সেক্ষেত্রে কোনও অন্যায় করে না। কোনও বিবাহিতা মহিলার আধডজন রুগ্ন সন্তানের চেয়ে রাষ্ট্রহিতার্থে অবিবহাহিতা নারীর গর্তে স্বাস্থ্যবান শিশুর জন্মলাভ অনেক বেশি শ্রেয়।"

জোরের সঙ্গে বলতেন, 'জনগণ আমার কথা শুনবে, সম্ভবত আমার মৃত্যুর পর। কিন্তু যা প্রয়োজন তা হল, এক নতুন ধরনের নেতৃত্ব ও জনগণের মধ্যে এক নতুন চারিত্রিক গুণমান। সেই দাবি যে একেবারে অমূলক নয়, মৃত্যুর ৫১ বছর পরে তা মর্মে মর্মে অনুভূত হচ্ছে। স্বভাবগত নাস্তিক হয়েও তিনি কামনা করেছেন---'হে ভারতমাতা, আমাদের শিবের মতো মন দাও, কৃষ্ণের মতো হৃদয় এবং কর্ম ও বাক্য দাও রামের মতো। আমাদের অসীম মন ও প্রাণবন্ত হৃদয় কিন্তু সীমিত জীবনের অধিকারী করে সৃষ্টি করে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

জঙ্গল সাফ করার আনন্দ

অম্লানকুসুম চক্রবর্তী

আঙুলটাকে বৈঠার মতো করে মোবাইলের পর্দায় যখন নৌকা চালাই, স্ক্রিন জুড়ে কয়েকটা লাইন এখন প্রায়ই ফুটে ওঠে। আজ জঙ্গলের অনেক আগাছা কেটে সাফ করলাম। ৬২ জনকে ব্যানিশ করে দিয়েছি। কিংবা আমার বন্ধুতালিকায় নট নড়নচড়ন পাথরের কোনও স্থান নেই। বহু ইতর পাথার গুঁড়িয়ে দিলাম। পড়েছি, বন্ধু হওয়ার যোগ্যতা নেই কিন্তু আহ্লাদ আছে। ৩২ জনকে এইমাত্র ছেঁটে দিলাম। সবে তো শুরু। দেখেছি, কয়েকজন অবাচীনের জন্য বলি, বিদায়। রিলিভড লাগছে।

এমন পোস্টের তলায় কমেন্টের বন্যা বয়ে যায়। তথাকথিত বন্ধুরা লিখে চলেন, 'যার বাবা বেঁচে গেলাম। আমি তো আছি।' অথবা, 'আমাকে বাদ দিও না প্লিজ'। এমনও চোখে পড়েছে, 'বন্ধুবৃত্তে রাখার জন্য আপনাকে অফুরান কৃতজ্ঞতা, অমলিন শুভেচ্ছা। এরপর থেকে আপনার সব পোস্ট পড়ব আর লাইক, কমেন্ট করব-কথা দিলাম।'। যে বাড়িওয়ালার কাছে ভাড়াটের এমন আবদার, তিনি এর উত্তরে লিখেছিলেন, 'তথাস্ত। এ যাত্রায় আপনার উপরে আর কাঁচি চালালাম না। তবে যা বললেন, তা মাথায় রাখবেন। না হলে পরের জঞ্জাল সাফাই অভিযানে কিন্তু....।' এর উত্তরে স্ক্রিন কালো করে, না না, আলো করে ছিল করবন্ধ হাত। কয়েকটা ক্ষেত্রে অবশ্য এর ঠিত উল্টো উদাহরণও পেয়েছি। একবারে তুই-তোকারি। 'কে তোর বন্ধু হতে চায়? তুই আনফ্রেন্ড করার আগেই আমি তোকে ব্লক করে দিলাম। ভাগ।' মনের মধ্যে হিংটিংছট প্রশ্ন জাগে, কাউকে আনফ্রেন্ড, অর্থাৎ অ-বন্ধু করাটা সামাজিক মাধ্যম প্ল্যাটফর্মের অ্যালগোরিদমের কাছে এক চুপি-চুপি কাণ্ড বলেই কি তা জাহির করার জন্য আমাদের এই ঢক্কানিনাদ? বন্ধুত্বের উদযাপন করে সামাজিক মাধ্যমের যে সফটওয়্যার তাকে শেখানো আছে, সম্পর্ক ভেঙে দেওয়ার কথা জোরে জোরে বলতে নেই। ও জানে, ঠোঁটের সামনে আঙুল রেখে চুপচাপ সেরে ফেলতে হয় অ-বন্ধু করার কাজ। যাকে নন্ধু তালিকা থেকে সরিয়ে দেওয়া হল, সে জানতেও পারে না কোনও দিন। পারে ,যদি নিজে থেকে খোঁজ নেয় ফের। ব্লক করে দিলে খুঁজলেও পাওয়া যাবে না আর। সম্পর্ককে সোহাগ করে বলেই হয়তো কারও সঙ্গে বন্ধুতের বছরপূর্তির কথা মনে করিয়ে দেয় ফেসবুক। কিন্তু কাউকে অ-বন্ধু কিংবা ব্লক করার দিনের কোনও বার্ষিক নোটিফিকেশন হয় না। যাঁরা তা করেন, সম্ভবত তাঁদের অসুবিধা জায়গা এটাই। অবন্ধু করা অথবা ব্লক করার কাজটা করার সময় জামার কলারটা যেমন উপরে উঠে আসে, তাকে ঠিকঠাক ফুটেজ না দিতে পারলে সেই দর্প বৃথা যায়। তাই কি এমন খুল্লমখুল্লা প্রচার?

আমাদের মনের অলিগলি নিয়ে কাজ করেন যাঁরা তাঁরা এই অ-বন্ধু করা কিংবা ব্লক করার ইচ্ছাকে একটা [illegible] এই ছাতার সারা গায়ে কাঁটার অস্বস্তি। বলছেন, এ আর কিছুই না। 'ইগোম্যানিয়া' এর সঙ্গে জুড়ে রয়েছে সেলফ-সেন্টার্ডনেস। মানে। নিজেক অতিমাত্রায় ভালবেস অন্যের থেকে আরও শক্তিমান, আরও প্রতাপশালী প্রমাণ করার প্রয়াস। এবং অবশ্যই ব্যর্থ প্রয়াস। সামনাসামনি বলার ক্ষমতা সীমিত। তাই বাইনারি ঘর এক ক্লিকে ভেঙে তা জাহির করা মধ্যে এক স্যাডিস্টিক আনন্দ প্রকাশ পায়। তাঁরা বলছেন, যে হতভাগ্যরা বন্ধু-তালিকা থেকে

বাদ পড়ছেন।, দোষটা তাঁদের নয়। বরং, যাঁরা বাদ দিচ্ছেন, মনের ময়নাতদন্ত করা হলে তাঁদের অন্তরমহল থেকেই বেরিয়ে আসবে আলকাতারা রং। ফুটে উঠবে আত্মবিশ্বাসের অভাব। আত্মমর্যাদর দৈন্যও। লো সেল্‌ফ এস্টিম। নিজের উপরে বিশ্বাসের অভাব হলে মানুষ খুঁজে চলে বিশ্বাস বাড়ানোর ঢাল। সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে এর সমার্থক শব্দ হল 'লাইক'। কিংবা প্রতিটা পোস্টের পর গালভরা কমেন্ট। এমন বৃষ্টি যত জোরে পড়ে বাইনারি জীবনে, নিজের উপরে অন্ধ ভালবাসাটাও সমানুপাতিক হারে বাড়তে থাকে। পরিসংখ্যান বলে, আমরা দিনে গড়ে ১৪৫ মিনিট খরচ করি শুধু সামাজিক মাধ্যমে। এই দৈনিক ২ ঘণ্টা ২৫ মিনিটকে বেঁচে থাকার বছর দিয়ে গুণ করলে সংখ্যাটা আকাশ ছোঁয়া। ২০২১ সালে সামাজিক মাধ্যমের জন্য যেখানে দৈনিক বরাদ্দ ছিল সাকুলো ৯০ মিনিট, তা দেড়গুণের বেশি, বেড়েছে গত ৮-৯ বছরে। টলার, স্ট্রঙ্গার, শার্পার হওয়ার দৌড়ে ক্যালেন্ডারের প্রতিটা মাসের পাতা, তার অগ্রজকে দুয়ো দেয়, গো -হারা হারায়। আজকের, ১৪৫ মিনিট হয়তো গলা ফুলিয়ে বলে, আভি তো পার্টি শুরু হুয়ি হ্যায়'। প্রতিদিনের এই আড়াই ঘণ্টার বিশ্বজুড়ে কত মানুষ যে বন্ধুত্বের পাই আর কলাম চার্ট বানান, গ্রাফ আঁকেন তা জানতে বড় সাধ হয়। ম্যানেজমেন্টের ভাষায় বলা যায়, ভরপুর ডেটা অ্যানালাইসিস ও ইন্টারপ্রিটেশন। অশ্বমের যজ্ঞের ফর্দের মতো অন্তহীন বন্ধুতালিকায় চুলচেরা বিশ্লেষণ চলে প্রতিটা উপাদানের। মানে, বন্ধুরা। মানে, ফ্রেড লিস্টে পড়ে থাকা অবজেক্টগুলোর। মনের মধ্যে কালাশিনিকভ পুরে স্ক্রিন স্ক্রল হয়। কে হে তুমি অমুককুমার তমুক? কেনও দিনও লাইক করেছ আমার পোস্ট? ফুটে যা ভাই। নাহারিকা? রূপের বড্ড দেমক বেনেছে না? কবে যেন বলেছিল ফ্রেন্ড রিকোয়েস্টের বন্যা বয়ে যায় তোর প্রোফাইলে? তুই ওদিকে বাড়িয়ে যা, কিন্তু নোট ইট, আমি তোকে ছেঁটে দিলাম। হাঃ হাঃ দেবমাল্য? ৭ দিনের ছুটিতে সিঙ্গাপুর না? মনে আছে, ৩৭টি ছবি পোস্ট করেছিলি। এটাও মনে আছে, লাইক করেছিলাম গুনে গুনে ১৪টায়। খাজা ছবি ছিল। ইচ্ছা করছিল না একদম। গোঁত্তা মেরে মেরে গলেও লাইক করেছিলাম তো। কিন্তু আমার দুবাইয়ের ছবিতে তোর লাইক কই? জাস্ট নিরানব্বইয়ে গিয়ে আটকে গেল। তোর লাইকটা পেলে সেঞ্চুরি হত। আব্বে ভাগ। ব্লক করলাম। তোকে নিয়ে ২১ হল আজ। এবারের আমার ওয়ালে ফলাও করে আমিই লিখব তোদের নিকেশ করে দেয়ার গল্প। বন্ধুত্বকে গুলি মারি। তুই তোরা আজ জাস্ট কয়েকটা কাউন্ট। আরকুট বলেছিল শৈশব-কৈশোরের ফেসবুকও হয়তো বলেছিল, বন্ধু বাড়াও। বাড়াতেই থাকো। নন্ধু-সংখ্যার এভারেস্টে না পৌঁছনো অবধি থেমো না। পাঁচ হাজার কমল্পিট। বলা যেত আমার জীবনপাত্র উচ্ছলিয়া ফ্রেন্ডস করেছ দান। পাঁচ হাজার স্ক্রিনশট নিয়ে নিজের ওয়ালে পোস্ট করতে পারলে তার চারদিকে থেকে এক দৈব দ্যুতি বেরত। হালে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সেই ট্রেন্ডে হয়তো ক্ষমরোগ ধরেছে আজ।

(সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিন)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

শিশু অধিকার সুরক্ষা নিয়ে আগরতলা রবীন্দ্রশতবার্ষিকী ভবনে পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছবি- নিজস্ব।

নরেন্দ্র মোদীর সফরের আগে বাংলাদেশে বিস্ফোরণের ঘটনায় চিন্তিত হাসিনা প্রশাসন

ঢাকা, ২৫ মার্চ (হি. স.) : : বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে বাংলাদেশের গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার কামারদহ ইউনিয়নের নয়াপাড়া গ্রামে। এই ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে তিনজনের। আহত হয় পাঁচজন। ২৬ মার্চ বাংলাদেশ সফরে আসছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তার আগেই বিস্ফোরণের ঘটনায় রীতিমতো চিন্তিত হাসিনা প্রশাসন।

পুলিশ সূত্রে খবর, মঙ্গলবার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার নয়াপাড়া গ্রামের বোরহানউদ্দিনের বাড়িতে হাজির হয় কয়েকজন অপরিচিত ব্যক্তি। তার কিছুক্ষণ পর বাড়ির মধ্যে বিকট শব্দে বিস্ফোরণ হয়। ধোঁয়ায় ঢেকে যায় চারিদিক। বিস্ফোরণের তীব্রতা এতটাই ছিল যে বোরহানউদ্দিনের ঘরের টিনের চাল উড়ে যায়।এ ঘটনায় নয়াপাড়া গ্রামের কাশেম আলির ছেলে তথা বাড়ির মালিক বোরহানউদ্দিন প্রধান (৩৬), একই গ্রামের কবীর মিয়াঁর ছেলে অহেদুল ইসলাম (৩৫) ও মহিমাগঞ্জ ইউনিয়নের কুমিড়াডাঙ্গা গ্রামের তৈয়ব আলির ছেলে রানা মিয়াঁ (২৯) নিহত হন। এই ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

গ্রেপ্তার করা হয়েছে বগুড়ার শিবগঞ্জের এক ব্যক্তিকে।

প্রসঙ্গত, ২৬ মার্চ বাংলাদেশ সফরে আসছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তার আগেই বিস্ফোরণের ঘটনায় রীতিমতো চিন্তিত হাসিনা প্রশাসন। ঘটনাস্থলে বম্ব স্কোয়াড ও ফরেনসিক দল তদন্ত চালাচ্ছে।

শর্তসাপেক্ষে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের অনুমতি দিল সুপ্রিম কোর্ট, স্বস্তিতে রাজ্য

নয়াদিল্লি, ২৫ মার্চ (হি.স.) : প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ মামলায় স্বস্তিতে রাজ্য। পরীক্ষার্থীদের একাংশের করা মামলা খারিজ করে দিল দেশের শীর্ষ আদালত। কলকাতা হাইকোর্টের রায় বহাল রেখে শর্তসাপেক্ষে ১৫,২৮৪ পদে নিয়োগে অনুমতি দিল সুপ্রিম কোর্ট। বৃহস্পতিবার এমনটাই জানান শীর্ষ আদালত। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মেনে ২ মাসের মধ্যেই প্রাথমিক টেটে শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য তড়িঘড়ি নথিপত্র সংগ্রহ করে ফলপ্রকাশ করে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। গত ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৬,৫০০ শূন্যপদের মধ্যে প্রথম ধাপে ফল প্রকাশ করা হয় ১৫,২৮৪ জনের। সেইমতো শুরু হয় নিয়োগ। বেশ কয়েকজনের হাতে নিয়োগপত্র পেয়ে স্কুলের চাকরিতেও যোগ দেন। কিন্তু নিয়োগে অস্বচ্ছতা রয়েছে, এই অভিযোগ তুলে চাকরিপ্রার্থীদের একাংশ কলকাতা হাই কোর্টে মামলা দায়ের করে। তার জেরে গোটা প্রক্রিয়ায় স্থগিতাদেশ জারি করেন হাই কোর্টের বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজ। যার জেরে চাকরিতে যোগ দিয়েও অনিশ্চয়তায় পড়ে বহু শিক্ষকের ভবিষ্যৎ। আদালতের স্থগিতাদেশের পর তাঁদের বেতন বন্ধ করা নিয়েও প্রাথমিকভাবে নির্দেশিকা জারি করা হয়। কিন্তু ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই সেই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারও করা হয়। গত ২২ ডিসেম্বর নবান্নে খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন, পরদিন প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি করা হবে। সেইমতো ২৩ ডিসেম্বর বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল পর্ষদ। তার ভিত্তিতে শুরু হয় চলতি বছরের শুরুর দিকে চলে ইন্টারভিউ। সেই ইন্টারভিউ-পর্ব শেষ হওয়ার কয়েকদিনের মধ্যে ফেব্রুয়ারিতে পর্ষদের তরফে মেধাতালিকা প্রকাশ করা হয়। কিন্তু মামলার জটে নিয়োগ প্রক্রিয়া থমকে যায়।

হাসপাতালে পুলিশ-দুষ্কৃতী গুলির লড়াই

নয়াদিল্লি, ২৫ মার্চ (হি.স.) : খোদ রাজধানী দিল্লির হাসপাতালে চলল গুলির লড়াই। বৃহস্পতিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটে গুরু তেগ বাহাদুর (জিটিবি) হাসপাতালে। পুলিশকে লক্ষ্য করে একদল দুষ্কৃতী গুলি চালাল। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে হাসপাতাল চত্বরে টেকনো উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। দুষ্কৃতীদের গুলির জবাবে পুলিশও পাল্টা দুষ্কৃতীদের লক্ষ্য করে গুলি চালায়। আর এই ঘটনায় সুযোগে কুলদীপ ওরফে ফজা নামে এক অপরাধী পালিয়ে যায়। এদিন পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, জিতেন্দ্র মান ওরফে গোগী গ্যাংয়ের সদস্য কুলদীপ ওরফে ফজাকে নিয়ে মেডিকেল পরীক্ষার জন্য দুপুরে পুলিশ হাসপাতালে নিয়ে আসে। ওই সময় গ্যাংয়ের কিছু সদস্য পুলিশকে ঘিরে গুলি চালাতে শুরু করে। জবাবে পুলিশও গুলি চালায়। আর সেই সুযোগে পালিয়ে যায় অভিযুক্ত কুলদীপ ওরফে ফজা। কুলদীপের বিরুদ্ধে খুনের মামলা সহ প্রায় ৫০ টি মামলা রয়েছে। এছাড়া তার বিরুদ্ধে গাড়ি ও বাইক চুরির মামলা রয়েছে।

”প্রার্থী আমি হব না”: মিঠুন

কলকাতা,২৫ মার্চ (হি স): লক্ষ্য একুশের নির্বাচনে।চলতি মাসের শেষ থেকেই শুরু হয়ে যাবে প্রথম দফার নির্বাচন। তারই মাঝে ভোট প্রচারে নেমে পরেছে রাজনৈতিক দলগুলি। সেই তালিকা থেকে বাদ যায়নি মিঠুন চক্রবর্তীও। এদিন বাঁকুড়ার শালতোড়ায় রোড শো করছেন মিঠুন চক্রবর্তী। আর তারপরেই ”প্রার্থী আমি হব না” এমনটাই দাবি তোলেন অভিনেতা। এই প্রসঙ্গে মিঠুন চক্রবর্তী আরও বলেন, ”তোমাদের ভালোবাসার কথা আমি সবসময়ই বলি। বাংলার মানুষের সঙ্গে আমার হিরো আর ফ্যানের সম্পর্ক নয় আত্মার সম্পর্ক হৃদয়ের সম্পর্ক।

তৃণমূলের হয়ে ভোটের প্রচারে ১ এপ্রিল রাজ্যে আসবেন শরদ পওয়ার

মুম্বই : বাড়ছে পশ্চিমবঙ্গের ভোটের উত্তাপ। এই অবস্থায় ভোটের প্রচারে রাজ্যে আসছেন এনসিপি প্রধান শরদ পওয়ার। তৃণমূলের হয়ে ভোটের প্রচারে ১ এপ্রিল রাজ্যে আসবেন শরদ পওয়ার। বৃহস্পতিবার এ কথা জানিয়েছেন, এনসিপি-র মুখপাত্র মহেশ তাপাসে। কংগ্রেসের আপত্তি উপেক্ষা করেই তৃণমূলের হয়ে প্রচার করতে আসতে পারেন এনসিপি প্রধান শরদ পওয়ার।

এনসিপির তরফে জানানো হয়েছে, আগামী মাসের শুরুতেই তিন দিনের সফরে পশ্চিমবঙ্গে আসবেন পওয়ার। এসে তৃণমূল নেত্রীর সঙ্গে বৈঠকও হওয়ার কথা তাঁর।

পাশাপাশি তৃণমূল ভবনে শাসকদলের কর্মীদের সঙ্গে দেখা করে দেবেন লড়াইয়ের মন্ত্র। পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন নিয়ে তাঁর দলের কৌশলের কথাও ঘোষণা করবেন সাংবাদিক বৈঠকে। এ ছাড়া তৃণমূলের হয়ে প্রচারের জন্য মিছিলেও অংশ নেওয়ার কথা তাঁর।

প্রসঙ্গত, এনসিপি যাতে মমতার হয়ে প্রচার না করে, তাঁর জন্য চেষ্টার কসুর করেননি কংগ্রেস। সম্প্রতি সাংসদ প্রদীপ ভট্টাচার্য ইমেল করে পওয়ারকে অনুরোধ করেছিলেন, তৃণমূলের হয়ে এ রাজ্যে প্রচারে না আসতে। কিন্তু সেই অনুরোধের থেকে তৃণমূলের অনুরোধকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন মহারাষ্ট্রের পোড়খাওয়া রাজনীতিক, তা বুঝিয়ে দিচ্ছে এই পদক্ষেপই।

গেরুয়া দেখলেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রেগে যান , নামখানার জনসভায় যোগী আদিত্যনাথ

নামখানা, ২৫ মার্চ (হি. স.) : “স্বামী বিবেকানন্দ, চৈতন্যদেব যে গেরুয়া পরে বিশ্বের কাছে বাংলার মাথা উঁচু করেছিলেন সেই গেরুয়া দেখলেই এখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রেগে যান।“ বৃহস্পতিবার দক্ষিণ ২৪ পরগণার নামখানার জনসভায় উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ একথা বলেন। বাংলার সংস্কৃতি তুলে ধরতে গিয়ে যোগী, বিবেকানন্দ, চৈতন্যদেব, নেতাজি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কেও টেনে আনেন।

যোগী বলেন, বাংলার মাটি সংস্কৃতির মাটি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাত ধরে দেশে প্রথম নোবেল আসে। বাংলার মাটি বিপ্লবের মাটি। এই মাটির সন্তান নেতাজি ডাক দিয়েছিলেন, তোমরা আমায় রক্ত দাও আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব। নেতাজি শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় স্বাধীনতার স্ফুলিঙ্গ জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন। এমনকী বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দেমাতরম শুনে হাজার হাজার যুবক স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপাতে উদ্বুদ্ধ হতেন। হাসতে হাসতে ফাঁসিতে ঝুলে যেতেন।

আর গেরুয়া প্রসঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করতে গিয়ে যোগী বলেন, “বাংলার সন্তান স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীচৈতন্যদেব বাংলার সংস্কৃতিকে বিশ্বের মাঝে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। তাঁরাও গেরুয়া পরেই বিশ্বের দরবারে বাংলার মাথা উঁচু করেছিলেন। আর মমতা দিদি এখন এই গেরুয়াকেই সহ্য করতে পারেন না।”

শেষবেলার প্রচারে রাজ্যজুড়ে ঝড় তুলছে বিজেপি। প্রথম দফার প্রচারের শেষ দিনে বিজেপির হিন্দুত্বের পোস্টার বয় যোগী আদিত্যনাথ একের পর এক সভা করে চলেছেন। আর গেরুয়া লাইনেই যে তিনি ‘খেলবেন’ তা প্রচারের প্রথম দিন থেকেই বুঝিয়ে দিয়েছেন। সেই পথেই তিনি নামখানা থেকে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তীব্র আক্রমণ শানিয়েছেন।

বাংলার শিল্প, কর্মসংস্থান, দুর্নীতি, তোলাবাজির মতো বিষয়গুলি যে বিজেপির নির্বাচনী প্রচারের মূল অ্যাজেন্ডা, তা প্রচারে এসে বারবার বুঝিয়ে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহরা। কিন্তু সেই সঙ্গে বিজেপির বহু পরীক্ষিত গেরুয়া লাইনও যে থাকছে তাও বারবার স্পষ্ট হয়েছে। নামখানা থেকে গেরুয়া প্রসঙ্গ-সহ সব ইস্যুকেই তৃণমূল তথা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে হাতিয়ার করলেন যোগী।

কর্মসংস্থান শিল্প দুর্নীতি প্রসঙ্গেও মমতা সরকারকে আক্রমণ করেন যোগী। তাঁর দাবি, বাংলা একসময় শিল্পে দেশের মধ্যে এগিয়ে থাকা রাজ্য ছিল। কিন্তু প্রথমে কংগ্রেস তার পর কমিউনিস্ট এবং শেষ ১০ বছর তৃণমূল সরকার সব কারখানা বন্ধ করে দিয়েছে। এর পরই যোগী দাবি করেন, আর কিছুদিন পরেই বিজেপির সরকার আসছে বাংলায়। তৃণমূলকে উলটো গোনা শুরু করে দিতে হবে।

তোলাবাজিতে যুক্ত তৃণমূলের লোকজনকে খুঁজে খুঁজে জেলে পোরা হবে। যারা কেন্দ্রের পাঠানো টাকা জনগণের হাতে পৌঁছতে দেয়নি, কোনও উন্নয়ন করেনি তাদের কাউকে ছাড়া হবে না।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

বাঘমুন্ডিতে নেপাল মাহাতোর ভাগ্য লুকিয়ে আছে ‘যদি’-র প্রশ্নে

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা, ২৫ মার্চ (হি. স.) : চারবারের বিধায়ক, পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি নেপাল মাহাতো এবারও পুরুলিয়ার বাঘমুন্ডী কেন্দ্র থেকে কংগ্রেসের প্রার্থী হয়েছেন। কিন্তু এবার জিতে ওই কেন্দ্রে উপর্যুপরি তিনবারের বিধায়ক হবেন কিনা, ‘যদি’-র প্রশ্ন লুকিয়ে আছে তার মাঝে। যদিটা হল, ভোটদাতারা যদি তাঁদে ঘরের দীর্ঘদিনের বিধায়কের ওপর আস্থা রাখেন, তবে হাতের নিচে চাপা পড়বে দুই ফুল, মানে তৃণমূল-বিজেপি।

নেপালবাবু ২০01 এবং ২০০৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছিলেন পুরুলিয়ার ঝালদা থেকে। ‘১১ ও ‘১৬-তে প্রার্থী হন বাঘমুন্ডি থেকে। পেশায় ছিলেন শিক্ষক। ইছাগ উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলের সম্পাদক। ফলিত গণিতে স্নাতকোত্তর, এবং গণিতে বিএড ছাড়াও এলএলবি পাশ করেন। সজ্জন রাজনীতিক হিসাবে এলাকায়, দলে এবং বিধানসভায় বিশেষ পরিচিতি রয়েছে।

এবার ভোটে জেতার ব্যাপারে নিজে অনেকটাই নিশ্চিত। ‘হিন্দুস্থান সমাচার’-কে বললেন, “পুরুলিয়ার চারটে আসনের মধ্যে তিনটেতে জিতব।“ যদিও মনের মধ্যে জোটে অনৈক্যের কাঁটা খোঁচা দিচ্ছে। কারণ, এমনিতেই কংগ্রেসের অবস্থা এই মুহূর্তে খুব একটা স্বস্তিকর নয়। তার ওপর, যে সব নেতা বাম এবং আইএসএফ-এর সঙ্গে জোটের ব্যাপারে প্রকাশ্যে আপত্তি জানিয়েছেন, নেপালবাবু তাঁদের অন্যতম। এবারেও বাঘমুন্ডিতে তাঁর বিরুদ্ধে প্রার্থী হয়েছেন ফরওয়ার্ড ব্লকের দেবরঞ্জন মাহাতো।

এবার আর অসুবিধে কোথায়? নেপালবাবু জানান, “গতবার বিজেপি একেবারেই লড়াইয়ে ছিল না। এবার তারা অবশ্যই মাথাব্যথার একটা কারণ। যদিও ওদের প্রার্থীতালিকা ঘোষণার পর ওদের একটু ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হয়েছে। তা সত্বেও এবার ভোট অনেকটাই মেরুকরণের দিকে যাবে। তাই খুব বেশি আশা করাটাও দুষ্কর।

২০১১-তে বাঘমুন্ডি কেন্দ্রে প্রদত্ত ভোটের ৪৯.৪৮ শতাংশ (৭৭,৪৫৮ ভোট) পেয়েছিলেন নেপালবাবু। তৃণমূল ছিল জোটসঙ্গী। প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ফরওয়ার্ড ব্লক প্রার্থী পান ৩৮.২১ শতাংশ (৫৯,৮১৪ ভোট)।

’১৬-তে নেপালবাবু ৮৮,৭০৭ ভোট পেয়ে প্রথম হন। তৃণমূল প্রার্থী পান ৮০,১২০ ভোট। অর্থাৎ, জয়ের ব্যবধান যথেষ্ট কমে যায়। অনেক ব্যবধানে থেকে তৃতীয় হয় বিজেপি ১১,২১৯ ভোট। এবার নেপালবাবুর প্রতিদ্বন্দ্বী তৃণমূল, বিজেপি, ফরওয়ার্ড ব্লক এরা তিনজনই। তাই ফল প্রকাশের আগে নিশ্চিন্ত হওয়ার উপায় কোথায়? বাঘমুন্ডিতে ভোট প্রথম পর্যায়ে, ২৭ মার্চ। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

২৪ ঘণ্টায় দেশে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়াল ৫৩ হাজারের গণ্ডি

নয়াদিল্লি, ২৫ মার্চ (হি. স.) : গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়াল ৫৩ হাজারের গণ্ডি। হোলির আগে লাগামছাড়া সংক্রমণ বৃদ্ধি পাওয়ায় চিন্তার স্বাস্থ মন্ত্রক। বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রকের দেওয়া পরিসংখ্যান বলছে, গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৫৩ হাজার ৪৭৬ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। যা আগের দিনের থেকে কয়েক হাজার বেশি। ফলে দেশে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১ কোটি ১৭ লক্ষ ৮৭ হাজার ৫৩৪ জন। উদ্বেগ বাড়াচ্ছে ঊর্ধ্বমুখী অ্যাকটিভ কেসও।

চলতি বছর এই প্রথমবার একদিনে মহারাষ্ট্রেই গত ২৪ ঘণ্টায় প্রায় ৩১ হাজারেরও বেশি মানুষ এই মারণ ভাইরাসের কবলে পড়েছেন। সেই সঙ্গে চিন্তা বাড়াচ্ছে কেরল, তামিলনাড়ু, পুদুচেরি, মধ্যপ্রদেশ, পাঞ্জাব, গুজরাটের মতো রাজ্যগুলিও। ইতিমধ্যেই ১৮টি রাজ্যে ছড়িয়েছে করোনার নয়া স্ট্রেন। ফলে চলতি বছর দেশজুড়ে ভাইরাসের দ্বিতীয় ঢেউ আছড়ে পড়ার আশঙ্কা বেড়েই চলেছে। যে কারণে হোলির আগেই নয়া নির্দেশিকা জারি করেছে কেন্দ্র। একইসঙ্গে রাজ্যগুলিকে টেস্টিংয়ে জোর দিতে বলা হয়েছে।

বিজেপিকে স্বীকার করবে না বাংলার জনগণ : জাভেদ খান

কলকাতা, ২৫ মার্চ (হি.স.) : রাজ্যে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে ঘিরে রাজ্য রাজনীতির উত্তাপ এখন তুঙ্গে। একদিকে যেমন শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস তৃতীয়বারের জন্য ক্ষমতায় ফেরার জন্য মরিয়া হয়ে ভোট যুদ্ধের ময়দানে নেমে পড়েছে, তেমনি অন্যদিকে প্রধান বিরোধী দল ভারতীয় জনতা পার্টি(বিজেপি) এবার ভোটযুদ্ধে তারা ২০০-র বেশি আসন নিয়ে নির্বাচনের ময়দানে নেমে পড়েছে। রাজ্যের ২৯৪টি আসনের মধ্যে কলকাতার অন্যতম কেন্দ্র কসবা। দক্ষিণ কলকাতার এই আসনটি হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায় অধ্যুষিত। আর এই কেন্দ্রে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের এবারের প্রার্থী তথা গত মন্ত্রিসভার অন্যতম মন্ত্রী জাভেদ খান। আগামী ১০ এপ্রিল এই কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ হবে।

সম্প্রতি এই কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী জাভেদ খান নিজের মনোনয়নপত্র পেশ করেছেন। একই সঙ্গে প্রত্যেকদিন এই কেন্দ্রের গলিতে গলিতে নিজেদের সমর্থনে ভোট প্রচার শুরু করে দিয়েছেন। এবারের বিধানসভা নির্বাচনে কসবা কেন্দ্রে মূলত ত্রিমুখী লড়াইয়ের সম্মুখীন হতে হবে প্রার্থীদের। একদিকে যেমন তৃণমূল কংগ্রেস অন্যদিকে বিজেপি এবং সিপিএম-কংগ্রেস জোট প্রার্থী। এই কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। নিজের জয়ের বিষয়ে ২০০ু নিশ্চিত হয়ে রয়েছেন বলে হিন্দুস্থান সমাচার প্রতিনিধিকে এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী জাভেদ খান। এই সাক্ষাৎকারের কিছু অংশ তুলে ধরা হল :

প্রশ্ন :এবারের নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থী কতটা আপনাকে টক্কর দিতে সক্ষম এবং নিজের জয়ের ব্যাপারে আপনি কতটা নিশ্চিত?

উত্তর :আমি আমার জয়ের বিষয়ে ২০০ু নিশ্চিত। আমার কেন্দ্রে ভারতীয় জনতা পার্টি বা অন্য কোনো দলের প্রার্থী আমাকে কোনরকমে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলতে পারবে না। গত ১০ বছরে মমতা ব্যানার্জির আশীর্বাদে এই কেন্দ্রে কাজ করেছি। করোনা আবহেও এই এলাকার মানুষদের পাশে দাঁড়িয়েছি এবং প্রয়োজনীয় জিনিস পৌঁছে দিয়েছি। এছাড়া সরকারের রাস্তাঘাট থেকে শুরু করে শিক্ষা, আলোসহ বিভিন্ন প্রকল্পের সফলতা আমাকে বা আমাদের দলের জয় কে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

প্রশ্ন :এবার কি রাজ্যে বিজেপিকে ক্ষমতায় আসবে ?

উত্তর : পশ্চিমবঙ্গে কোনদিনই বিজেপি সরকারের আসতে পারবে না বা সরকার গঠন করতে পারবে না। এর কারণ বিজেপি অশান্তির রাজনীতি করে। আর এই নীতিতে দল চলতে চায়। পশ্চিমবঙ্গের জনগণ গণতন্ত্রপ্রেমী। এখানকার বাসিন্দাদের মধ্যে একটি সুন্দর ভাতৃত্ববোধ রয়েছে। বিজেপি যেখানে সরকার গঠন করেছে, সেখানে দলিত সম্প্রদায় অত্যাচারিত হয়েছে আর উন্নয়নের পরিবর্তে আরো পিছিয়ে পড়েছে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট হয়েছে। যা পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দারা কখনও মেনে নিতে পারবেন না।

প্রশ্ন: আপনার কি মনে হয়, এবার মমতা ব্যানার্জির সরকার হ্যাটট্রিক করতে পারবে ?

উত্তর : অবশ্যই করতে পারবে। যেখানে মমতা ব্যানার্জি একা সর্বশক্তি দিয়ে প্রচারে এগিয়ে যাচ্ছেন আর সেখানে বিজেপির সর্বভারতীয় নেতা থেকে শুরু করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, রাজনাথ সিং বা দলের সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডার মত বিজেপির বড় বড় নেতারা ভোট যুদ্ধে নেমে পড়েছেন একা এক মহিলার বিরুদ্ধে। পশ্চিমবঙ্গের ভূমি দেব-দেবীদের ভূমি আর এই ভূমিতে মমতা ব্যানার্জির জয় নিশ্চিত হবে।

প্রশ্ন: এবারের নন্দীগ্রাম আসনটি মমতা ব্যানার্জির জন্য কতটা চ্যালেঞ্জিং ?

উত্তর : নন্দীগ্রাম কেন পশ্চিমবঙ্গের যেকোনো আসন থেকে মমতা ব্যানার্জি প্রতিদ্বন্দিতা করলে তা কোন ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জিং হবে না। মমতা ব্যানার্জি জনপ্রিয় নেত্রী। তিনি যে কোন আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করে জয় করার ক্ষমতা রাখেন।

প্রশ্ন : আপনার কেন এমন মনে হচ্ছে যে বিজেপি এবার এরাজ্যে সরকার গঠন করতে পারবেনা? যেখানে আপনার দলের মন্ত্রী, সাংসদ এবং বিধায়করা দল ত্যাগ করে বিজেপিতে যোগদান করেছেন ?

উত্তর: বিজেপিতে সেই সমস্ত নেতা যোগদান করেছেন, যাদের এবার বিধানসভা নির্বাচনে দল থেকে প্রার্থী করা হবে না বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। আর তারা আগে থেকেই বুঝতে পেরেছিলেন বলেই বিজেপিতে যোগদান করেছেন। এরা সকলে লোভী লোক। তারা যে দলেই যাবেন সেই দলেরই ক্ষতি হবে। বিজেপি জয় করতে পারবে না তার বড় কারণ হচ্ছে, যেভাবে প্রতিদিন নিত্য জিনিসের দাম বেড়ে চলেছে তার ফল এরাজ্যও পড়েছে। একদিকে পেট্রোল-ডিজেলের দামের পাশাপাশি অন্যদিকে মহিলাদের উপর অত্যাচার বেড়েছে। বিজেপি দলের বিভিন্ন সরকারের আমলে মহিলাদের উপর অত্যাচার বৃদ্ধি পেয়েছে। এ রাজ্যের বাসিন্দারা গণতন্ত্রপ্রেমী ও শান্তিপূর্ণ ভাবে থাকতে চান। তাই এবারও পশ্চিমবঙ্গে মমতা ব্যানার্জির সরকার গঠন হবে, বিজেপির কোনো সম্ভাবনা নেই।

অফিসার বদলে লাভ নেই, সবাই আমাদের লোক দাঁতনের সভায় নির্বাচন কমিশনকে তোপ মমতার

দাঁতন, ২৫ মার্চ (হি. স.) : “বিজেপি এখন জনগণের খেলায় হেরে গিয়েছে। তাই অফিসার বদলের খেলা খেলছে। তবে যাঁদের বদলি করছেন, তাঁরা সবাই আরও বেশি করে আমাদের লোক। আর যাঁরা নতুন আসছেন, তাঁদের নিয়েও আমি খুশি, তাঁরাও আমাদের লোক।’”

পশ্চিম মেদিনীপুরের দাঁতনে দলীয় সভা থেকে নির্বাচন কমিশনকে এদিন আক্রমণ শানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নির্বাচন কমিশন এদিন রাজ্যের পাঁচটি জেলার পুলিশ সুপার ও একটি জেলার জেলাশাসককে বদলে দিয়েছে। মনে করা হচ্ছে তার পরিপ্রেক্ষিতেই এদিন আক্রমণ শানিয়েছেন মমতা।

ভোট ময়দানে দলের প্রার্থীদের হয়ে প্রচারে বেড়িয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিজেপির বিরুদ্ধে এখন সব থেকে বেশি সরব হতে দেখা যাচ্ছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে বাদ যাচ্ছে না বাম-কংগ্রেস-আইএসএফরাও। এরই সঙ্গে এদিন মমতা তাঁর আক্রমণের তালিকায় জুড়ে নিলেন নির্বাচন কমিশনকেও।

নির্বাচন ঘোষণা হওয়ার পর থেকেই রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা বিষয়ে দেখভালের দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের। সেইমতো কমিশনের নির্দেশে রাজ্যের পুলিশ প্রশাসনে বেশ কিছু রদবদল হয়েছে। এ সব স্বাভাবিক ঘটনা হিসেবে মেনে নিলেও, সুরজিৎ কর পুরকায়স্থ-সহ সম্প্রতি কয়েকজন পুলিশ আধিকারিকের বদলি নিয়ে রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে একটা গুঞ্জন তৈরি হয়েছে। এর নেপথ্যে কোনও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য রয়েছে কি না, তা নিয়েও জোর চর্চা চলেছে।

দাঁতনের জনসভা থেকে তৃণমূল সুপ্রিমো সম্ভবত সেটাই স্পষ্ট করে দিলেন। এদিন ওই সভা থেকে নির্বাচন কমিশনকে লক্ষ্য করে মমতা বলেন, ”অফিসার বদল করছেন এখন। বিজেপির কথা শুনে আপনারা পদক্ষেপ করছেন। শ্রদ্ধা রেখেই বলছি, আপনারা বিমাতৃতসুলভ আচরণ করছেন। তবে জেনে রাখুন, যাঁদের বদলি করছেন, আর নতুন যাঁরা আসছেন, সবাই আমাদের লোক। এটা আপনারা জানেন না। নির্বাচন কমিশন এখন বিজেপি কমিশন হয়ে গিয়েছে। বিজেপির কথা শুনে পদক্ষেপ নিচ্ছে। এর জন্য আমাকে শোকজ করুন, ১০টা চিঠি পাঠান, আমার কিছু যায় আসে না। আমি লড়াই করবই।

এরপরই শ্লেষের সুরে কমিশনকে আক্রমণ শানিয়ে বলেছেন, ”অফিসার বদলি যতই করো, মাইনে তোমার ৪১২।”

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, ”অফিসার বদল করছেন এখন। বিজেপির কথা শুনে আপনারা পদক্ষেপ করছেন। শ্রদ্ধা রেখেই বলছি, আপনারা বিমাতৃতসুলভ আচরণ করছেন। তবে জেনে রাখুন, যাঁদের বদলি করছেন, আর নতুন যাঁরা আসছেন, সবাই আমাদের লোক। এটা আপনারা জানেন না।”

বললেন, ”নির্বাচন কমিশন এখন বিজেপি কমিশন হয়ে গিয়েছে। বিজেপির কথা শুনে পদক্ষেপ নিচ্ছে। এর জন্য আমাকে শোকজ করুন, ১০টা চিঠি পাঠান, আমার কিছু যায় আসে না। আমি লড়াই করবই। বিজেপি এখন জনগণের খেলায় হেরে গিয়েছে। তাই অফিসার বদলের খেলা খেলছে। তবে যাঁদের বদলি করছেন, তাঁরা সবাই আরও বেশি করে আমাদের লোক। আর যাঁরা নতুন আসছেন, তাঁদের নিয়েও আমি খুশি, তাঁরাও আমাদের লোক।’’ হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

অফিস হেয়ারস্টাইল: স্টাইলও হবে, সময়ও বাঁচবে কিনুন এটি

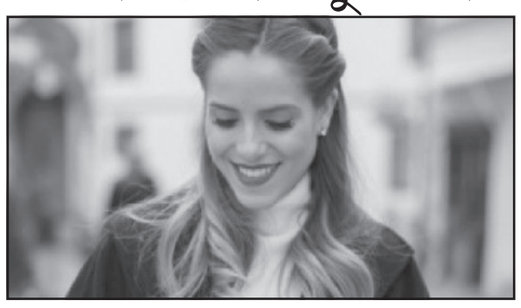

অফিসে যাওয়ার সময় আমাদের যা তাড়া থাকে তা আর বলে বোঝাতে হবে না। কোনোরকমে গোগ্রাসে খাবার গিলেই বেরিয়ে পড়তে হয়। কিন্তু যেদিন থাকে বিশেষ মিটিং বা কনফারেন্স বা অফিস পার্টি সেদিন তো আর যেমন তেমনভাবে সেজে গেলে হবেনা। অথবা অফিস গিয়ে জানতে পারলেন আছে মিটিং বা পার্টি তাহলেও আপনাকে সেই মুহূর্তেই হতে হবে পারফেক্টলি রেডি। বেশি সময়ও নিতে পারবেন না। কিন্তু সেদিনের লুক হতে হবে একেবারে টপ টু বটম পারফেক্ট ও ছিমছাম। সেখানে চুলের স্টাইল খুব জরুরি। অনেকেই পোশাক ঠিকঠাক পড়লেও চুল ঠিক করে স্টাইল না করতে পারলে সাজটাই মাটি হয়ে যায়। অথচ সময় খুব কম হাতে। সেক্ষেত্রে কাজে দেবে এই কয়েকটি স্টাইল।

১. পনিটেল: এটি মেয়েদের যুগ যুগ ধরে বাঁচিয়ে চলেছে যে কোনো পরিস্থিতিতে। তবে অফিসের জন্যে পনিটেল আনতে পারেন নতুনত্ব। চুল মাঝখানে সিঁথি করে নিয়ে দুদিকে ভাগ করুন। এবার সামনের কিছুটা চুল ছেড়ে দিয়ে বাকিওতা নিয়ে উঁচু করে পনিটেল করুন। পনিটেলের নিচের অংশে কার্লার দিয়ে একেবারে কার্ল করুন। এবার ওই কার্লার চুলের সামনের দিকের ছেড়ে রাখা অংশে দিয়ে সেটিকে ছেড়ে দিন কানের দুপাশে। সকলের নজর আপনার দিকেই থাকবে। আপনার জন্যে নিচে রইলো ভালো কিছু কোম্পানির কার্লার। দেখে বেছে নিন নিজের জন্যে।

২. আপনার চুলের যে কোনো একদিকে সিঁথি করুন। একেবারে সামনের মাঝের অংশ থেকে চুল নিন কিছুটা। এটাকে হাত দিয়ে পাক দিন কয়েকটা। এবার মাথার পেছনে সেটি নিয়ে গুঁজে দিন ক্লিপ দিয়ে। বাকি চুলে খোঁপা করতে পারেন আবার সেই চুল ছেড়েও রাখতে পারেন।

৩. মাথার সামনের মাঝের অংশ থেকে চুল নিয়ে একটু উঁচু উঁচু করে সেগুলো মাথার পেছন আটকাতে থাকুন ক্লিপ দিয়ে। এতে চুলটা বেশ ফোলা দেখতে লাগবে। বাকি অংশে বেনুনি করতে পারেন। এই স্টাইলটি যে কোনো পার্টি বা রোম্যান্টিক ডেটেও করতে পারেন। আবার এর সঙ্গে ফর্মাল সাজেও বেশ লাগবে আপনাকে।

গরমের দুপুরে মন ভরাতে ৩ উপাদানের 'অরেঞ্জ আইসক্রিম

গরম পড়তেই আমরা শুধুই ঠান্ডার দিকে ঝুকছি। ঠান্ডা আবহাওয়ায় থাকা বা বিকেল হলেই একটু ঠান্ডা খাওয়া এসব তো গরমকালের আসল মজা বা রোমাঞ্চ। ছোটবেলা থেকেই গরমকাল মানেই রোদে দেওয়া ঠাকুমার বানানো আচার চুরি করে খাওয়া বা আইসক্রিমওয়ালার খোঁজ করা। আস্তে আস্তে বড়ো হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেইসব আনন্দ কমতে শুরু করেছে। কিন্তু সেই স্বাদ আপনি নিজেই ফেরাতে পারেন। বাড়িতেই বানান স্বাস্থ্যকর

আইসক্রিম। আমরা জানি দাঁত বা শরীরের ফ্যাটের জন্যে এটি ভালো খাদ্য নয়।

তবে বাড়ির বানানো আর দোকানের বানানো আইসক্রিমের বিস্তর ফারাক। আপনি চাইলে নিজের প্রয়োজনমতো উপাদান দিতে পারেন আবার অপছন্দের উপাদানটি বাদ দিতেও পারেন। গরমের প্রিয় ম্যাংগো আইসক্রিমের সাথে সাথে অরেঞ্জ ফ্লেভারটিরও কম চাহিদা নেই। বানাতে যেমন বেশি সময় লাগবে না তেমন লাগবে না বেশি সরঞ্জাম। মাত্র ৩ টি উপাদান দিয়েই বানান আপনার হাতের অরেঞ্জ আইসক্রিম।

উপকরণ: ১. ১ টি গোটা কমলালেবু

২. কনডেন্সড মিল্ক আধ কাপ

৩. হুইপিং ক্রিম ১ কাপ

৪. একটু অরেঞ্জ ফুড কালার

আরো পোস্ট- সোশ্যাল মিডিয়ায় আকৃষ্ট মন! শরীরে হতে পারে বিশেষ সমস্যা

প্রণালী: কমলালেবুকে আগে ধুয়ে নিয়ে রস এবার করে রেখে দিন একটি পাত্রে। এবার অর্ধেক কাপ কনডেন্সড মিল্ক মিশিয়ে নিন রর মধ্যেই। যতক্ষণ না দুটো ভালো করে মিশছে ততক্ষণ দুটোকে ভালো করে ব্লেন্ড করতে হবে। কনডেন্সড মিল্ক যতক্ষণ না গলছে ততক্ষন নাড়তে থাকুন মিশ্রণটি। একটি হ্যান্ড বা ইলেট্রিক বিটার দিয়ে হুইপিং ক্রিমটিকে ভালো করে বিট করতে থাকুন। ৫-৭ মিনিট বিট করে যখন ফোমের মতো আকার নেবে তখন এর মধ্যে কমলার রস ও কনডেন্সড মিল্কের মিশ্রণটি ঢেলে দিন আস্তে আস্তে।

এবার আপনার ইচ্ছেমতো ফুড কালারটি মেশান। আবারো ভালো করে বিট করে নিন ২-৩ মিনিট। এবার আইসক্রিমের ছাঁচে বা একটি বক্সে আইসক্রিমের এই মিশ্রণটি ঢেলে মুখ লাগিয়ে ডিপ ফ্রিজে রাখতে হবে প্রায় ৮ ঘণ্টা। নির্দিষ্ট সময় পর একবার চেক করে নেবেন।এ আইসক্রিম জলমে গেলে পাত্রে সাজিয়ে উপরে আর একটু কমলালেবুর রস ঢেলে পরিবেশন করে ফেলুন।

ডায়েটে আছেনবানান ওট দিয়ে মুচমুচে কাটলেট

আজকাল ডায়েট মানতে একটি জিনিস না হলেই নয়, সেটা হলো ওট।এর স্বাস্থ্যগুণ এই উপাদানকে এত চাহিদা প্রবণ করে তুলেছে। সেই সঙ্গে আবার রয়েছে রসনা তৃপ্তির সুযোগ। একসঙ্গে অনেকগুলো ও অনেক স্বাদের পদ বানাতে পারেন এই একটি উপাদান দিয়ে। খাদ্যগুণ একই থাকবে। ওজন থাকবে নিয়ন্ত্রণে আর ওজন কমানোর জ্বালাও থাকবে না। তবে আজ যে রেসিপি শেয়ার করা হলো সেটা একেবারেই আলাদা। ওট দিয়ে কাটলেট বানালে সেটা খেতে কতটা গ্রহণযোগ্য হবে এটা নিয়ে প্রশ্ন করেন অনেকেই। তারা একবার ট্রাই করুন নিজেই। তাক লাগিয়ে দিন পরিবারের বাকি সদস্যদেরকেও। ওট-এ আছে যাবতীয় ভিটামিন, খনিজ, ফাইবার, এন্টি অক্সিডেন্টস যা আমাদের শরীরের সার্বিক পুষ্টির জন্যে দরকারি। শুধু ওজন কমানো নয়, রক্ত চাপ নিয়ন্ত্রণ, হৃদ রোগের সম্ভাবনা কম করতেও আপনি ভরসা করতে পারেন এই উপাদানটির উপর। সবথেকে বড়ো কথা যে কোনো বড়ো আইটেমের সঙ্গে সাইড ডিশ হিসেবে বেশ মানায় ওট।

আরো পোস্ট- বিজেপি নেতাকে গুলি করে খুনের চেষ্টার অভিযোগ, কাঠগড়ায় তৃণমূল

উপকরণ: ভাজা ওট এক কাপ, আধ কাপ পনির, ৪ টেবিল চামচ গাজর কুচি, এক কাপ সেদ্ধ আলু, এক চা চামচ আদা বাটা, প্রয়োজন অনুসারে তেল, স্বাদ মত নুন, গরম মশলা আধ চা চামচ, লংকা বাটা প্রয়োজন মত।

প্রণালি: আলুর টুকরোগুলোকে চটকে নিন। এবার ওতে ওট, আদা বাটা, লংকা বাটা, গাজর কুচি, নুন, গরম মশলা দিয়ে দিন। পনির টুকরো টুকরো করে দিন একদম ছোট করে। এবার সবটা মাখুন আটার মত। এবার সেখান থেকে লুচির লেচির মত নিন। তালুর সাহয্যে বল তৈরি করে চ্যাপ্টা করে নিন। সাইজটা যেনো কাটলেটের মতোই হয়। এবার প্যানে আপনার পছন্দের মত তেল দিন অল্প। তাতে কাটলেটগুলি এক এক করে দিয়ে ভাজতে থাকুন। ভাজতে ভাজতে বাদামি রঙ হয়ে গেলে নামিয়ে নিন। সঙ্গে রাখুন ধনেপাতার চাটনি। একেবারে জমে যাবে সন্ধের আড্ডা। গরমকালে রাখতে পারেন এর সঙ্গে লেবুর সরবত।

গরমে পাতে থাকুক আমের আচার, শরীর থাকবে চাঙ্গা

দিনে দিনে ক্রমেই বাড়ছে গরম। সূর্য রীতিমতো তেড়েফুঁড়ে মাঠে নেমে পড়েছে। এমন অবস্থায় কোনও খাবারেই যেন মন চায় না। তবে টক টক আমের আচার হলে তেমন মন্দ হয় না। আগে বাড়িতে দিদা-দিদিমারাই এই আচার বানাতেন, কিন্তু এখন সে সব অতীত। তাই আচারের জন্য বাজারই ভরসা। কিন্তু এখন আপনি হাতের কাছেই পেয়ে যাবেন আচার, আপনাকে কোথাও যেতে হবে না। নীচের ছবিতে ক্লিক করুন আর সরাসরি কিনে নিন আচার।

এই আচারের দাম রয়েছে ১৮৪ টাকা। কিন্তু অফারে এটি মিলছে ১৫৪ টাকা। অর্থাৎ ছাড় রয়েছে ৩১ টাকা। এই জারে রয়েছে ১ কেজি আচার। ৬ মাস রেখে এই আচার খেতে পারেন আপনি। আমের আচার খেলে শরীর বেশ চাঙ্গা হয়ে পড়ে।

কিনতে পারেন অসাধারণ একটি মোবাইল — ৪০০০ টাকা ছাড়ে মিলছে রেডমি নোট ৯

কোম্পানির তরফে বলা হয়েছে কোনও ঠাণ্ডা ও শুকনো জায়গায় এই আমের আচারের যার রাখা যেতে পারে। তবে কোনও ভাবেই ফ্রিজে না রাখতে বলা হয়েছে। অন্য দিকে এটি সম্পূর্ণ নিরামিষ। এছাড়া এই আচারের যে জারটি আছে, সেটি রয়েছে ৫০০ গ্রাম। এতে রয়েছে নানান ধরনের আমের টুকরো। এটা সম্পূর্ণ নিরামিষ। এটা খেতেও যেমন ভালো, তেমনই স্বাদও আলাদা। এর দাম রাখা হয়েছে ৪০০ টাকা। তবে অফারে এটি মিলবে ২৬৯ টাকায়। এর ফলে বাঁচবে ১৩১ টাকা। এই জারের মুখ খোলার পরে ১২ মাস অবধি এটি খাওয়া যাবে। আচার খাওয়ার নানান সুবিধা রয়েছে। এতে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, ক্যালসিয়াম, ইলেক্ট্রোলাইট, ভিটামিন সি রয়েছে। শুতে যাবার আগে যদি কেউ আচার খান, সেক্ষেত্রে পায়ে খিঁচ ধরা এবং আচমকা খিঁচ ধরার মতন সমস্যা হয় না। এছাড়া আচার ওজন কমাতে সাহায্য করে। পাকস্থলীর ঘরোয়া চিকিৎসা করতেও এর জুড়ি মেলা ভার।

রান্নাঘরে অত্যাবশ্যকীয় সস্তায় বাড়িতে মিলবে নুন

নুন আমাদের প্রত্যেকের রান্নাঘরে লাগবেই। আপনি পাতে নুন বা লবণ নাও খেতে পারে, কিন্তু রান্নায় নুন দেন না এটা খুব একটা দেখা যায় না। অতএব বাড়ির অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের তালিকায় নুন অন্যতম। রান্নায় নুন না দিলে তাতে স্বাদ আসে না। এছাড়া আচার জাতীয় যে কোনও কিছু তৈরি করতে বা কিছু ফল খেতেও নুনের ব্যবহার হয়।

বাজারে অনেক সময় সস্তায় নুন পাওয়া যায়। কিন্তু তা মূলত হয় মোটাদানার, এছাড়া তা ততটা স্বাস্থ্যকরও না। চিকিৎসকেরা এমনিতেই পাতে কাঁচা নুন না খেতে পরামর্শ দেন। তবে বহু মানুষ রয়েছেন, বলা যেতে পারে শতকরা ৯০ ভাগ মানুষ রয়েছেন যারা নুন ছাড়া খেতে পারেন না। তাঁদের উচিৎ অবশ্যই স্বাস্থ্যকর নুন খাওয়া।

অ্যামাজনে সস্তায় মিলছে খ্যাতনামা টাটা কোম্পানির নুন। ১ কেজির দাম মাত্র ১৮ টাকা। এই নুনে রয়েছে আয়োডিন। চিকিৎসকেরা বলেন, যে লবণ আয়োডিন রয়েছে তাই কেবলমাত্র খাওয়া উচিৎ। এই নুন পর্যাপ্ত পরিমাণে গ্রহণ বাচ্চাদের মানসিক সহায়তা করে এবং প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে আয়োডিনের ঘাটতিজনিত রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করে। তাহলে বেশি দেরি না করে অর্ডারটা করেই ফেলুন। বাড়ি বসেই নুন পেয়ে যাবেন।

বর্তমানে টাটা কোম্পানির নুনের জগতেও নানান বৈচিত্র নিয়ে হাজির হয়েছে। টাটার তরফে মিলছে টাটা সল্ট লাইট, টাটা সল্ট প্লাস, স্প্রিঙ্কলারস, টাটা ব্ল্যাক সল্ট, টাটা রক সল্ট ইত্যাদি। অনেকেই হয়তো জানেন না এ নুন আসলে তৈরি হয় ভারতেই।

রান্না ও খাবার ছাড়াও নুনের কিন্তু আরও নানান গুণ রয়েছে। অনেকেই হয়তো জানেন না, নুনের সঙ্গে লেবুর রস মিশিয়ে তামা বা পিতলের জিনিসপত্র মেজে নিলে তা রীতিমতো নতুনের মতো চকচক করে। এছাড়া, একটা দারুণ টেকনিক হল, আপনি যদি কোনও মোমবাতিকে নুন জলে ভিজিয়ে তারপর তা শুকিয়ে আগুন জ্বালান, সেক্ষেত্রে মোমবাতি জ্বালানোর পরেও আর মোম গড়িয়ে টেবিলে পড়বে না।

এছাড়া জুতোর দুর্গন্ধ দূর করতেও নুনের হাত রয়েছে। একটা কাগজে নুন ভরে অথবা নুন জুতোয় ছিটিয়ে দিলে আর জুতোর বদখৎ গন্ধ সহ্য করতে হবে না।

রেড ভেলভেট চেজবোর্ড কেক বানানো কিন্তু খুব একটা কঠিন নয়

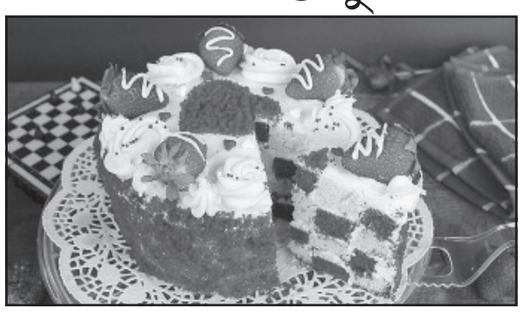

ভ্যানিলা লেয়ারের জন্য: ময়দা দেড় কাপ। চিনি ১ কাপ। বেকিং পাউডার- দেড় চা চামচ। বেকিং সোডা- আধ চা-চামচ। টকদই ১/৪ কাপ। তেল আধ কাপ। দুধ ১ কাপ। ভ্যানিলা এসেন্স ১ চা-চামচ।

পদ্ধতি: চিনি ও তেল মিশিয়ে তাতে দই দিন। ভালোমতো মিশিয়ে নিন যেন চিনি একদম গলে যায়।

এবার ময়দা, বেকিং পাউডার, বেকিং সোডা সব ছাঁকনি দিয়ে চেলে, ঢেলে দিন। সাথে ভ্যানিলা এসেন্স ও দুধ ভালো মতো মিশিয়ে কেকের মিশ্রণ তৈরি করে রাখুন। খেয়াল রাখতে হবে যেন বেশি মেশানো না হয়। বেশি অতিরিক্ত মেশানো হয় তাহলে দই ফেটে যাবে এবং কেক ভালো মতো ফুলবে না, শক্ত হয়ে যাবে।

এবার যে বাটি বা কেকের প্যানে কেক বসাবেন সেটায় তেল ব্রাশ করে অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল অথবা পার্চমেন্ট পেপার অথবা সাদা কাগজ বিছিয়ে কেকের মিশ্রণ ঢেলে দিন।কেক প্যানটা হালকা টেপ করে কেকের ভেতরের হাওয়া বের করে দিন। ইলেকট্রিক ওভেনে ১৮০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে দেড় ঘণ্টা বেক করুন। এক এক ওভেনে সময় কম বেশি লাগে। তাই ৩০ মিনিট হয়ে গেলে কেক মাঝে একবার পরখ করবেন।

কেক হয়েছে কিনা বোঝার জন্য টুথপিক ঢুকিয়ে দেখতে পারেন। টুথপিকের গায়ে কাঁচা মিশ্রণ লেগে না আসলে কেক তৈরি। এবার নামিয়ে প্যানটা হাত দিয়ে ধরা যাবে এমন তাপমাত্রায় আসলে কেকটা বের করে নিন এবং ফ্রিজের সাধারণ তাপমাত্রায় রেখে ঠাণ্ডা করুন। এতে কেক মাঝ বরাবর কেটে নিতে সুবিধা হবে।

রেড ভেলভেট কেক তৈরি

উপকরণ: ময়দা দেড় কাপ। ডিম ২টি। কোকো পাউডার ১ টেবিল-চামচ। চিনি ১ কাপ। বেকিং পাউডার ১ চা-চামচ। বেকিং সোডা আধা চা-চামচ। বাটার মিল্ক আধ কাপ, তেল আধ কাপ। ভ্যানিলা এসেন্স ১ চা-চামচ। লাল খাবার রং সামান্য। লবণ সামান্য।

পদ্ধতি: ডিম ও চিনি ভালো মতো বিট করুন যতক্ষণ না একটা ক্রিমের মতো ভাব আসছে। চিনি গলে গেলে তেল দিয়ে আবার বিট করুন। এরপর ময়দা, বেকিং সোডা, বেকিং পাউডার, কোকো পাউডার চালনি দিয়ে চেলে, দিয়ে দিন। সাথে বাটার মিল্ক, ভ্যানিলা এসেন্স, লবণ, লাল খাবার রং দিয়ে মিশিয়ে নিন।

সব ভালোমতো মিশে গেলে বেকিং প্যানে ঢেলে ঠিক ভ্যানিলা কেকের মতো একই পদ্ধতিতে ওভেনে বেক করুন সোয়া এক ঘণ্টার মতো। ৩০ থেকে ৪০ মিনিট পর পরখ করে দেখবেন। একই পদ্ধতিতে ভ্যানিলা কেকের মতো রেড ভেলভেট কেকও ঠাণ্ডা করে নিন।

ফ্রিজ থেকে কেক বের করে দুই কেকের উপর যে ফোলা একটা অংশ থাকে তা আগে কেটে নিন।

২ মিনিটে রেডি হবে ম্যাগি মিলছে অনেক সস্তায়

কুড়ি বছর আগের বাঙালি আর আজকের বাঙালির মধ্যে বিস্তর ফারাক আছে, তা আলাদা করে বলে দিতে হয় না। বিশেষ করে চপ প্রিয় বাঙালির আজ মন মজেছে পাস্তা, ম্যাগি-র মতো নুডলসে। বিশেষ করে বাড়ির বাচ্চা ও কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে দারুণ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে ম্যাগি নুডলস। বাড়ির রান্নাঘরে মাত্র ২ মিনিটে তৈরি হওয়া এই খাবার থাকেই। কোনও ছোট্ট অতিথি বাড়িতে এলে তাঁকে চটজলদি এই খাবার বানিয়ে দিলেই খুশি সে। এছাড়া প্রতিদিন সকালে বাড়ির বাচ্চাদের হাতেও একবাটি ম্যাগি তুলে দিলে তাঁর আর কী চাই! স্কুলে টিফিনে ম্যাগি নুডলস করে দিলেই বিকেলে বাচ্চারা বাড়ি আনবে খালি টিফিন বক্স। অন্যদিকে মায়েদেরও সুবিধা। কোনও ঝামেলা নেই। গরম জল করে তাতে ম্যাগি আর ছোট্ট মশলা দিয়ে দিলেই কাজ শেষ। ২ মিনিটে রেডি ম্যাগি নুডলস। এখন এই ম্যাগিই অ্যামাজনে মিলছে সস্তায়। তাই আর দেরি না করে চটজলদি অর্ডার করুন ম্যাগি। ম্যাগি নুডলস আসলে নেসলে ব্যান্ডের একটি দ্রব্য। কোম্পানির দাবি, উন্নত গুণমানের নানান দ্রব্য ও পুষ্টিকর দ্রব্য দিয়ে তৈরি হয় এই ম্যাগি। দ্রব্যটি তৈরি হয় ভারতেই।

ওজন নিয়ন্ত্রণের সুস্বাদু রেসিপি হাতেবানান শসার স্যুপ

গরম তো পড়েই গেলো। এবার শরীর ঠান্ডা রাখতে বাড়িতে মা-পিসিরা নানা টোটকা বলবেন। কিন্তু সবথেকে বেশি লাভ হবে এই বিশেষ রেসিপিতে। তবে এর আরেকটি বিশেষ উপকারও রয়েছে। তা হলো ওজনও কমবে তরতরিয়ে। স্বাদ-গন্ধহীন এই সব্জি শশা এমনিতেই ওজন কমানোর জাদুকাঠি হিসেবে কাজ করে। এই গরমে মনকেও শান্তিও দেবে শশার এই অজানা রেসিপি। খাটনিও কম আবার কাজও দেবে ষোলয়ানা। আবার অন্যদিকে, এটি বানাতে তেমন খুব বেশি উপকরণও লাগবে না। কাঁচা শশা অনেকেই ভালোবাসে না। তাই তাদের জন্যে বিশেষ করে রায়তা, স্যালাডের বাইরে এক অন্য চমক থাকলো এই রেসিপিতে। উপকরণ: চারটি শশার সঙ্গে নিন এক বাটি দই, দুই-তিন চামচ মৌরি, এক কাপ জল ও এক চামচ পাতিলেবুর রস। প্রণালী: শশার খোসা ছাড়িয়ে নিয়ে ব্লেন্ড করে পেস্ট বানান। এরপর তাতে মেশান দই, মৌরি, জল ও লেবুর রস। আবার একবার সবটা নিয়ে ব্লেন্ড করুন। মিশ্রণটি খুব ঘন হয়ে গেলে পাতলা করতে জল আবার নিতে পারেন প্রয়োজন মতো। ওজন কমাতে আজকাল ব্রাউন ব্রেড সবার বাড়ির ফ্রিজেই থাকে। সেই ব্রেড দুটো স্লাইস নিয়ে দুটোরই দুইপাশ কেটে রাখুন ছুরি দিয়ে।

আরো পোস্ট- কেমন কাটবে রবিবাসরীয় দিনজানুন রাশিফল আপডেট সামান্য অলিভ অয়েল ঢালুন প্যানে। এতে এবার ভেজে নিন পাউরুটির দুটি টুকরো। এটি ভাজা হয়ে গেলে নামিয়ে নিয়ে উপরে ঢেলে দিন শশার স্যুপটি। এর সঙ্গে আর অন্য কিছু লাগবে না। সঙ্গে পেঁয়াজ বা টম্যাটো রাখতে পারেন সাজানোর জন্যে বা খাওয়ার জন্যেও। এই স্যুপটি কোথাও থেকে ঘুরে এসে বা দুপুরে বা বিকেলে টিফিন হিসেবে খেতে পারেন। ওজন যেমন কমবে তেমন শরীর থাকবে তরতাজা। ক্লান্তিভাব কেটে যাবে। শশায় যে পরিমাণ ফাইবার আছে তাতে আমাদের ঘন ঘন খিদে পাওয়ার প্রবণতাকে কমিয়ে দিতে পারে এটি। ফলে ফাস্ট ফুড বা জাঙ্ক ফুড খাওয়ার পরিমাণ কমে যেতে বাধ্য। এই কারণেই ফ্যাট জমতে পারে না আমাদের শরীরে।

বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশন, কলকাতায় মর্যাদায় পালিত গণহত্যা দিবস

কলকাতা, ২৫ মার্চ (হি. স.) : বৃহস্পতিবার কলকাতাস্থ বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশন যথাযথ ভাবগম্ভীর পরিবেশে 'গণহত্যা দিবস ২০২১' পালন করে। দিবসটি পালন উপলক্ষে উপ-হাইকমিশন ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী কর্তৃক নারকীয় হত্যাযজ্ঞের ওপর নির্মিত প্রামাণ্যচিত্র ও উপ-হাইকমিশন কর্তৃক নির্মিত একটি তথ্যচিত্র প্রদর্শন ও আলোচনা সভার আয়োজন করে। দূতালয়ের প্রথম সচিব (প্রেস) ড় মোঃ মোফাকখারুল ইকবাল এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানান, ''আজ উপ-হাইকমিশনের সম্মেলন কক্ষে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতের বীভৎস হত্যাকা- শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়। 'গণহত্যা দিবস ২০২১' উপলক্ষে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত বাণী পাঠ করেন যথাক্রমে প্রথম সচিব (রাজনৈতিক) সানজিদা জেসমিন ও দ্বিতীয় সচিব (কন্স্যুলার) রাসেল জমাদার। এরপর উপ-হাইকমিশনার তৌফিক হাসানের সভাপতিত্বে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন সাংবাদিক অমল সরকার এবং মধুমিতা দত্ত। উপ-হাইকমিশনার তৌফিক হাসান শুভেচ্ছা বক্তব্যে বলেন, ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী পরিচালিত 'অপারেশন সার্চলাইট' সমগ্র বাঙালি জাতির ইতিহাসে একটি কলঙ্কজনক অধ্যায়। ২৫শে মার্চকে গণহত্যা দিবস হিসেবে পালনের সরকারি সিদ্ধান্ত বাংলাদেশের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন যা প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লক্ষ শহীদের প্রতি জাতির অপরিসীম শ্রদ্ধার স্মারক হিসেবে বিবেচিত হবে। এমন নৃশংস হত্যাকা- যেন আর কখনও না ঘটে, সে দাবীই সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়—ক এই গণহত্যা দিবস পালনের মাধ্যমে। মধুমিতা দত্ত তাঁর বক্তব্যে বলেন, ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের গণহত্যা থেকে স্বাধীনতা প্রাপ্তি পর্যন্ত বাংলাদেশের মানুষের ত্যাগ, আত্মবলিদান সারা পৃথিবীর কাছে বিস্ময়ের। স্বাধীনতা যুদ্ধের ক্ষতি সামলিয়ে যেভাবে বাংলাদেশ আজ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে উঠেছে, তাও সমগ্র পৃথিবীর কাছে এক উদাহরণ। স্বাধীনতার পরেও দেশের অন্দরে অনেক ঝড়-ঝাপটা গিয়েছে। সপরিবারে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর হত্যার ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটেছে। সব কিছু পেরিয়ে বাংলাদেশ আজ এক উন্নয়নশীল রাষ্ট্র। স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রক্রিয়ায় ভারত ছিল বাংলাদেশের পাশে। আজ বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তির সময়েও ভারত বন্ধুই রয়েছে বাংলাদেশের। অমল সরকার আলোচনায় বলেন, ২৫ মার্চের রাতে ঢাকার বুকে যে রক্তধারা বইয়ে দিয়েছিল পাক সেনা, সংগঠিত করেছিল ইতিহাসের জঘন্য গণহত্যা, মুছে দিতে চেয়েছিল বাঙালির প্রতিবাদ, প্রতিরোধের ভাষা, শিক্ষা, সংস্কৃতির যাবতীয় অর্জন, পরের নয় মাসেই তারা টের পেয়েছিল বাঙালির রক্তের তেজ। যাদের প্রতিটি রক্তকণায় ছিল মাতৃভূমি রক্ষার সংকল্প। দেশ-কাল নির্বিশেষে বাঙালি তো বটেই, বিশ্বের প্রতিটি মানুষ যে লড়াইকে কুর্নিশ করে। পঞ্চাশ বছর আগের সেই কালরাত্রিতে ঢাকায় এবং পরের নয় মাসে মাতৃভূমিকে পাক হানাদার বাহিনীর কবল মুক্ত করতে ত্রিশ লক্ষ বীর বাঙালির রক্তঋণ পরিশোধ এক অসাধ্য কাজ। বীর বাঙালির শ্রেষ্ঠ সন্তান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালির হৃদয়ে মুক্তির আলোকশিখা জ্বেলে দিয়ে 'স্বাধীনতা'-কে মুক্ত করেছিলেন। তাঁর স্বপ্নের বাংলাদেশ আজ তাঁরই কন্যার আঁচলে প্লস্নেহ, মমতায় বেড়ে উঠে বিশ্ব দরবারে স্বমহিমায় সমুজ্জ্বল। আজ বাংলাদেশ হল, এক বাবা ও মেয়ের কাহিনী। বাবা দেশ তৈরি করেছেন, আর মেয়ে দেশ গড়ে চলেছেন। অনুষ্ঠানে জহীর রায়হানের একটি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়। এটি দেখে উপস্থিত জনগণ আবেগাপ্লুত হয়ে পরেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন উপ-হাইকমিশনের মিনিস্টার (রাজনৈতিক) ও দূতালয় প্রধান বি এম জামাল হোসেন।

বাড়তি সুরক্ষাব্যবস্থা মুকুল রায়ের

কলকাতা, ২৫ মার্চ (হি. স.) : ভোটের মুখে দ্রুত বদলাচ্ছে সমীকরণ। শুভেন্দু অধিকারী বাড়তি কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা পাচ্ছিলেন বিজেপি-তে পা রেখেই। এবার বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফার ভোটের ঠিক আগেই মুকুল রায়ের নিরাপত্তা বাড়াল কেন্দ্র। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক সূত্রে জানা গিয়েছে, বিজেপির সর্বভারতীয় সহ সভাপতি মুকুল রায়ের নিরাপত্তা বাড়িয়ে তাঁকেও এবার থেকে 'জেড' শ্রেণির নিরপত্তা দেবে কেন্দ্র। প্রসঙ্গত, এতদিন পর্যন্ত 'ওয়াই প্লাস' শ্রেণির নিরাপত্তা পেতেন মুকুল। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক থেকে পাঠানো চিঠির নির্দেশ অনুসারে বৃহস্পতিবার থেকেই জেড শ্রেণির নিরাপত্তা পাবেন মুকুল। বিজেপি সূত্রের খবর, ২০ বছর পর বিধানসভা নির্বাচনের লড়াইয়ে নামতে চলেছেন মুকুল রায়। কৃষ্ণনগর দক্ষিণ থেকে তাঁকে প্রার্থী করেছে বিজেপি। সূত্রের খবর, প্রচারে মুকুল রায়ের ওপর হামলার আশঙ্কা করছেন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা। আর সেই কারণেই বাড়ানো হচ্ছে তাঁর নিরাপত্তা। উল্লেখ্য, রাজ্যে প্রথম দফার ভোটগ্রহণ পর্ব শুরু হতে চলেছে আগামী ২৭ মার্চ। এই পর্বে ৩০টি আসনের ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। আট দফার ভোটগ্রহণ পর্ব শেষ হতে চলেছে আগামী ২৯ এপ্রিল। ২ মে ঘোষিত হবে নির্বাচনের ফলাফল। নির্বাচন ঘিরে অশান্তি এড়াতেই পশ্চিমবঙ্গে আট দফায় ভোট গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচন কমিশন।
হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

বাম-আইএসএফের হামলায় তৃণমূল কর্মীর মৃত্যু রাজনৈতিক সংঘর্ষে বারুইপুরে উত্তেজনা

বারুইপুর ২৫ মার্চ (হি স)। বুধবার রাতে দক্ষিন ২৪ পরগনা জেলার বারুইপুর থানার বেলেগাছিতে রাজনৈতিক সংঘর্ষে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়। আহত হন আরও ৫ জন। এই ঘটনায় পুলিশ এখনও পর্যন্ত ৭জনকে গ্রেফতার করেছে। ঘটনার জেরে এলাকায় উত্তেজনা রয়েছে।
সূত্রের খবর, আব্বাস সিদ্দিকির দল আইএসএফ ও সিপিএম কর্মীদের বিরুদ্ধে একযোগে হামলা চালানোর ওঠে তৃণমূল কর্মীদের ওপর। ওইসময় তৃণমূলকর্মিরা প্রচার সেরে বাড়ি ফিরছিলেন। অভিযোগ, সেই সময় অতর্কিত ভাবে তাঁদের ওপর হামলা চালায় আইএসএফ ও সিপিএম কর্মীরা। ৬জন তৃণমূলকর্মী গুরুতর ভাবে আহত হন। তাঁদের প্রথমে বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে তাঁদের কলকাতায় নিয়ে যাওয়ার পথে বছর ষাটের তৃণমূল কর্মী রুহুল আমিন মিদ্যার মৃত্যু হয়।
তৃণমূলের ব্লক সভাপতি শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর অভিযোগ, ''বুধবার রাতে আইএসএফ, সিপিএম ও কংগ্রেস গোপনে বৈঠক করছিল স্থানীয় বেলেগাছি এলাকায়। সেই সময় তৃণমূলের কয়েকজন কর্মী সেই জায়গা থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। সেই সময় তৃণমূল কর্মীদের উপর সংযুক্ত মোর্চার সমর্থকরা অতর্কিতে হামলা চালায়। হামলায় আমাদের ৫ জন গুরুতর আহত হন। রুহুল আমিন মিদ্যা নামে এক তৃণমূল কর্মীকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে তাঁকে কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করার পথে মৃত্যু হয় তাঁর।''
যদিও তৃণমূলের বিরুদ্ধে পাল্টা অভিযোগ করেছেন বারুইপুর পূর্ব কেন্দ্রের সংযুক্ত মোর্চা সমর্থিত সিপিএম প্রার্থী স্বপন নস্কর। তাঁর অভিযোগ, ''বেলেগাছিতে সংযুক্ত মোর্চার এক কর্মীর বাড়িতে বৈঠক চলছিল। তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা সেখানে হামলা চালায়। হামলার ঘটনায় ৫ জন সংযুক্ত মোর্চার কর্মী আহত হন। যার মধ্যে ৩ জন নিখোঁজ। হামলার পরে তৃণমূলকর্মীরা পালাতে গেলে অন্ধকারে পড়ে গিয়ে বেশ কয়েকজন আহত হন।''
উল্লেখ্য, আসন্ন নির্বাচনে বাংলার সমস্ত বুথকেই স্পর্শকাতর বলে ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন। তাই সব বুথেই অতিরিক্ত নজরদারি চালানো হবে। এমন পরিস্থিতিতে ভোটের আগের এই চিত্র সাধারণ মানুষকে আতঙ্কিত করে তুলছে।
হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

বালির গাড়ি আটকে তোলাবাজি অভিযুক্ত থানাকর্মীকে হাতেনাতে ধৃত

পিংলা, ২৫ মার্চ (হি.স.) : বুধবার রাতে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার পিংলা বিধানসভা কেন্দ্রের জামনা এলাকায় বালির গাড়ি থেকে টাকা তোলার অভিযোগকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা দেখা দেয়। অভিযোগ, টাকা তুলতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়েছে থানার কর্মী। এই ঘটনায় পুলিশের গাড়ি ঘিরে বিক্ষোভ দেখান বিজেপির প্রার্থী ও দলীয় কর্মীরা।
বুধবার রাতে প্রচার সেরে বাড়ি ফেরার পথে পিংলার বিজেপি প্রার্থী অন্তরা ভট্টাচার্য। তাঁর দাবি, তিনি দেখেন বালি বোঝাই গাড়ির চালককে থানার এক কর্মী মারধর করছে। সেই সময় তিনি গাড়ি থেকে নেমে গাড়ির চালক ও পুলিশের সঙ্গে কথা বলেন। এরপরই বিজেপির কর্মী-সমর্থকরা পুলিশের গাড়ি ঘিরে বিক্ষোভ দেখান। পুলিশের গাড়িকে প্রায় দু'ঘণ্টা আটকে রাখা হয়।
ঘটনা প্রসঙ্গে অন্তরা ভট্টাচার্য বলেন, ''পিংলা থানার পুলিশ রোজ গাড়ি দাঁড় করিয়ে টাকা নেয়। আজকে ফেরার পথে দেখি পিংলা থানার বাপ্পা একজনের কলার ধরে লাথি ও ঘুষি মারছে। পাশে পুলিশের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। আমরা গাড়ি থেকে নেমে জিজ্ঞাসা করলাম, গাড়িচালককে কেন মারছে? তখন অন্যান্য গাড়ির চালকরা নেমে আসে। আমাদের দাবি, বাপ্পাকে এখানে নিয়ে আসতে হবে। গাড়ি চালকের পা ধরে ক্ষমা চাইতে হবে।''
গাড়িচালক শেখ গুজুউদ্দিন বলেন, ''সারেঙ্গা থেকে গাড়ি নিয়ে কাঁথি যাচ্ছিলাম। জামনা মোড়ের কাছে পুলিশ এসে দাঁড়াল দাঁড়াতে আমরা দুশো টাকা দিলাম। কিন্তু তারা ১০ হাজার টাকার দাবি করে। প্রায় এগারোটা থেকে আমরা এখানে দাঁড়িয়ে আছি। এখানকার পুলিশ কর্মীরা থানায় বাপ্পা বলে একজনকে ফোন করল। দুটো বাইকে ছ'জন পুলিশ এল। বাপ্পা এসে বলল, গাড়ি চালাতে গেলে মান্থলি দিতে হবে।'' টাকা দিতে অস্বীকার করায় বাপ্পা তাঁদের মারধর করে বলেও অভিযোগ। এমনকী, মিথ্যা মামলায় জেলে ভরারও হুমকি দিয়েছে। অন্তরার অভিযোগ, পিংলা পুলিশ টাকা তুলে তৃণমূলের ভোটের খরচ দিচ্ছে। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

কলকাতা প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক নিগ্রহ দোষী অধরা, ক্লাবে ৬-দফা সতর্কতার সিদ্ধান্ত

কলকাতা, ২৫ মার্চ (হি. স.) : কলকাতা প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক নিগ্রহের ব্যাপারে অভিযুক্ত এখনও অধরা। তবে তাকে ধরার জন্য পুলিশকে আরও সদর্থক ভূমিকা নিতে বলেছেন ক্লাব কর্তৃপক্ষ। 'অল ইন্ডিয়া একতা ফাউন্ডেশন'-এর সাংবাদিক সম্মেলনে ওই নিগ্রহের ঘটনা ঘটে। ওই সংস্থা দাবি করেছে, তারা অভিযুক্তকে চেনে না। সূত্রের খবর, অভিযুক্তকে দ্রুত আত্মসমর্পন করতে পুলিশ আয়োজক সংস্থার মাধ্যমে আবেদন করেছে। এই সঙ্গে ক্লাবে আজ থেকে ৬-দফা সতর্কতামূলক ব্যবস্থা রূপায়ণের সিদ্ধান্ত হয়েছে।
মঙ্গলবার দুপুরে কলকাতা প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে 'হিন্দুস্থান সমাচার'-এর সাংবাদিক ওম প্রকাশ সিং একটি প্রশ্ন করেন। ওই সময়ে পাশ থেকে একজন ঝাঁপিয়ে পড়ে ওমকে মারতে থাকে। আহত হন ওম। উপস্থিত ক্লাবকর্মী এবং অন্য কিছু সাংবাদিক ওমকে রক্ষা করে। হইচই শুরু হয়।
বুধবার দুপুরের পর অভিযোগকারী সাংবাদিক এবং ময়দান থানার তদন্তকারী অফিসারকে নিয়ে ক্লাবে একটি বৈঠক হয়। তাতে প্রয়োজনে সিসিটিভি ফুটেজ দেখে অভিযুক্তকে ধরার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ পুলিশকে আরও উদ্যোগী হতে বলেন। এর পর পৃথক বৈঠকে ক্লাবকর্তারা নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলো গ্রহণ করেছে।
১) সাংবাদিক সম্মেলনের জন্য ক্লাব ভাড়া করতে গেলে আয়োজক সংস্থাকে আবেদনপত্র পূরণের সময় তার রেজিস্ট্রেশন ও ঠিকানার প্রতিলিপি জমা দিতে হবে,
২) আয়োজক সংস্থার তরফে মঞ্চে তিন জন এবং দর্শকাসনে তিন জন থাকতে পারবেন। বিখ্যাত কোনও অতিথির ও বিশেষ ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষকে আগাম জানালে এই বিধি শিথিল করার কথা ভাবা হবে।
৩) ক্লাবে প্রবেশের সময় যে কোনও সদস্যর পরিচয়পত্র দেখতে চাওয়া হতে পারে।
৪) নজরদারি বাড়াতে মেন হলে প্রবেশপথে এক কর্মীকে মোতায়েন করা হবে।
৫) অযাচিত ঘটনার নিয়ন্ত্রণে ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন চলাকালীন মেন হলে দু'জন, পিছনের এসি ঘর এবং বাগানে এক জন করে কর্মী থাকবেন।
৬) সন্ধ্যায় কোনও ক্লাব-সদস্যর সঙ্গেই কোনও অতিথি আসতে পারবেন। ক্লাবের নির্ধিষ্ট খাতায় ওই অতিথির নাম-ফোন নম্বর লিখতে হবে।
ক্লাবের সভাপতি স্নেহাশিস সুর জানান, ''অবশ্যই মূল ঘটনাটি অনভিপ্রেত এবং দুঃখজনক। সাংবাদিকদের নিজেদের ক্লাবে এই অবস্থা হওয়া কাঙ্খিত নয়।সাংবাদিক সম্মেলনে সাংবাদিকদের প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর উদ্যোক্তাদের দেওয়া উচিত। দোষীকে ধরার জন্য পুলিশকে আমরা সব রকম আবেদন করেছি। ''হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

মহারাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি শাসনের দাবি জানালেন আরপিআই নেতা রামদাস আটবলে

নয়াদিল্লি, ২৫ মার্চ (হি.স.) : এবার মহারাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি শাসনের দাবি জানালেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা রিপাবলিকান পার্টি অফ ইন্ডিয়ার সভাপতি রামদাস আটবলে। বৃহস্পতিবার তিনি রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের সঙ্গে দেখা করে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করার দাবি জানালেন।
আরপিআই নেতা রামদাস আটবলে এদিন রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করার পর সাংবাদিকদের বলেন, মহারাষ্ট্রের বর্তমান অস্থির পরিস্থিতির কারণে রাষ্ট্রপতির কাছে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করার দাবি জানিয়েছি। তিনি অভিযোগ করে বলেন, রাজ্যের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অনিল দেশমুখ-র বিরুদ্ধে যে ভয়ঙ্কর অভিযোগ উঠেছে, তার ভিত্তিতে মামলা দায়ের হয়েছে। মহারাষ্ট্র সরকার তাঁর বিরুদ্ধে কোনো রকম ব্যবস্থা নেয়নি। আর এই মামলার নিরপেক্ষ তদন্তের জন্য রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হওয়া প্রয়োজন। কারণ এই সরকার থাকলে নিরপেক্ষ তদন্ত সম্ভব নয়। রাষ্ট্রপতি তাঁকে এ ব্যাপারে বিবেচনা করবেন বলে তাকে আশ্বস্ত করেছেন বলে তিনি জানিয়েছেন।
তিনি রাষ্ট্রপতিকে বলেন, প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার পরম বীর সিং রাজ্যের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অনিল দেশমুখ বিরুদ্ধে ১০০ কোটি টাকা তোলা ওঠানোর চাপ দিয়েছেন বলে অভিযোগ এবং এন্টিলিয়া কাণ্ডে গ্রেফতার শচীন বাজে সঙ্গে তার যুক্ত থাকার বিষয়টি অবগত করেন তিনি। এর পাশাপাশি বর্তমানে রাজ্যে করোনা সংক্রমণ বেড়ে যাওয়ায় কারণে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করারও দাবি তিনি জানিয়েছেন।

বারুইপুরে ভোটের আগেই রাজনৈতিক হিংসায় মৃত এক তৃণমূল কর্মী

বারুইপুর, ২৫ মার্চ (হি. স.) : রাজ্যে নির্বাচন শুরু হচ্ছে আগামী ২৭ মার্চ। আর দক্ষিণ ২৪ পরগনায় নির্বাচন শুরু হবে ১লা এপ্রিল। কিন্তু তার আগেই রাজনৈতিক সন্ত্রাসের বলি হলেন এক তৃণমূল কর্মী। নিহতের নাম রুলামিন মিদ্দে(৬০)। বুধবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুর পূর্ব বিধানসভার অন্তর্গত মধ্য বেলেগাছি এলাকায়। ঘটনায় আরও বেশ কয়েকজন তৃণমূল কর্মী গুরুতর জখম হয়েছেন। এই ঘটনায় অভিযোগের আঙুল উঠেছে আইএসএফ, সিপিএম সহ বিজেপি কর্মীদের দিকে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, বুধবার রাতে তৃণমূল কর্মীরা গ্রামে ঘুরে ঘুরে ভোটের প্রচার সারছিলেন, অভিযোগ সেই সময় একদল আইএসএফ ও সিপিএম কর্মীরা একত্রিত হয়ে তাঁদের উপর হামলা চালায়। ঘটনায় অন্তত পাঁচজন তৃণমূল কর্মী জখম হয়েছেন। ঘটনাকে কেন্দ্রে করে যথেষ্ট উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। রাতেই আহত তৃণমূল কর্মীদের উদ্ধার করে বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় চিকিৎসার জন্য। সেখানে রুলামিন মিদ্দে নামে এক তৃণমূল কর্মীর অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁকে কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানেই বৃহস্পতিবার সকালে মৃত্যু হয় এই বর্ষীয়ান তৃণমূল কর্মীর।
ঘটনায় সিপিএম, আইএসএফ জড়িত থাকার অভিযোগ তৃণমূল তুললেও সেই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন সিপিএম নেতৃত্ব। পাল্টা তাঁদের দাবি, সিপিএম, আইএসএফ কর্মীদের সভায় আচমকা হামলা চালায় তৃণমূলের লোকেরা। ঘটনায় বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন তাঁদের দলের। তিনজন আইএসএফ কর্মী এখনও পর্যন্ত নিখোঁজ বলে অভিযোগ বারুইপুর পূর্ব কেন্দ্রের সিপিএম প্রার্থী স্বপন নস্করের। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় যথেষ্ট উত্তেজনা রয়েছে। বসানো হয়েছে পুলিশ পিকেট। এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই নিহতের পরিবারের তরফ থেকে এই ঘটনায় মোট ১৫ জনের নামে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে বারুইপুর থানায়। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্তে নেমে পাঁচজনকে ইতিমধ্যেই গ্রেফতার করেছে বারুইপুর থানার পুলিশ।

ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু নির্মুল করতে দিদিকে হারানো প্রয়োজন, বাঘমুণ্ডির সভায় অমিত শাহ

বাঘমুণ্ডি, ২৫ মার্চ (হি. স.) : '''জঙ্গলমহলে নতুন এইমস তৈরি করবে বিজেপি। বাংলা থেকে ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া তখনই যাবে, যখন দিদি যাবে। ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু নির্মুল করতে দিদিকে হারানো প্রয়োজন।''' বৃহস্পতিবার পুরুলিয়ায় বাঘমুণ্ডিতে বিজেপি-র সভায় এই মন্তব্য করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সরাসরি তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ শানিয়ে শাহ রাজ্যে ম্যালেরিয়া কিংবা ডেঙ্গু হলে গোপন রাখার প্রবণতাকে কটাক্ষ করেন শাহ। মাঝে মাঝেই দেখা গিয়েছে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলে কিংবা মৃত্যু হলে সেটি সার্টিফিকেটে লিখতে পারতেন না চিকিৎসকেরা। সেই বিষয়কেই কটাক্ষ করে রাজ্যের স্বাস্থ্যব্যবস্থার সমালোচনা করেন অমিত শাহ। এরই সঙ্গে রাজ্যে বিনিয়োগকারীদের বিমুখ হওয়া নিয়েও তৃণমূল সরকারকে কটাক্ষ করতে ছাড়েননি তিনি।
এদিন পুরুলিয়ায় বাঘমুণ্ডিতে গিয়ে সভামঞ্চ থেকে অমিতবাবু জানিয়েছেন,''বাংলায় বাড়ছে বেকারত্ব। প্রথমে বামেদের আমলে শিল্প বন্ধ হয়েছে। তৃণমূল বিনিযোগকারীদের বাংলা থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। স্ক্যাম চাইলে দিদিকে ভোট দিন। স্কিম চাইলে নরেন্দ্র মোদীকে ভোট দিন। পুরুলিয়াকে রেলের সঙ্গে যুক্ত করার জন্য বিজেপি বদ্ধপরিকর।'' পুরুলিয়ার সভা থেকেও বাংলায় অনুপ্রবেশকারীদের প্রবেশ নিয়ে বর্তমান সরকারকে কটাক্ষ করেছেন অমিত শাহ।
এদিন তিনি জানিয়েছেন, খুঁজে অনুপ্রবেশকারীদের বাংলা থেকে বার করবে বিজেপি। এরই সঙ্গে দেশের মানুষদের জন্য কী কী উন্নয়ন করেছেন মোদী সরকার, তার কথাও বলেছেন অমিত শাহ। তিনি জানিয়েছেন,'''১২ কোটির বেশি গরিব মানুষকে গ্যাসের সিলিন্ডার দিয়েছে মোদী সরকার। ১১ কোটি মানুষের ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিয়েছে কেন্দ্রের সরকার। বিজেপি ক্ষমতায় এলে ১ বছরে কৃষকবন্ধুর আটকে থাকা ১৮ হাজার টাকা কৃষকের অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করবে।'' লক্ষ্য জঙ্গলমহল, তাই আদা-জল খেয়ে দলীয় প্রার্থীদের হয়ে প্রচারে ফাঁক রাখতে চাইছেন না কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। আজ আরও তিন জায়গায় সভা করার কথা তাঁর। ঝাড়গ্রামের সাঁকরাইল, পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুক ও বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরে সভা করবেন অমিত শাহ।

পাথরপ্রতিমার সভামঞ্চ থেকেই আইএসএফ-কে তোপ তৃণমূলনেত্রীর

কলকাতা, ২৫ মার্চ (হি. স.) : আব্বাস সিদ্দিকির আইএসএফকে আক্রমণ করে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করলেন বিজেপিই তৈরি করেছে এই দল। বৃহস্পতিবার দক্ষিণ ২৪ পরগণার পাথরপ্রতিমার সভা থেকে দলের নামোল্লেখ না করে এই দাবি করলেন তিনি। পাশাপাশি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে বললেন, ভাঙা পায়েই বিজেপিকে বোল্ড আউট করবেন তিনি।
এই প্রথম তোপ দাগেন আইএসএফকে। নাম না করে বলেন, ''হঠাৎ করে কোথা থেকে একটা দল তৈরি হয়ে গেল। বিজেপি টাকা দিয়ে ওদের ভোটে নামিয়েছে। বলেছে সংখ্যালঘু ভোট কাটাতে হবে।'' এরপরই বলেন, এসব করে কোনও লাভ হবে না। এদিনের সভা থেকে আমফানের ত্রাণে দুর্নীতির অভিযোগ প্রসঙ্গে মমতা বলেন, ''আমফানের দিন সারারাত আমি নবান্নে জেগেছিলাম। নবান্নটা কাঁপছিল। ভোর হতেই রাস্তায় নেমেছি। এত বড় কর্মযজ্ঞে কিছু ভুল হয়ে থাকতে পারে। কেউ হয়তো ৫০০ টাকা নিয়েছে। ওরা বলছে তৃণমূলের সবাই চোর!'' এরপর মেজাজ হারিয়ে তৃণমূল নেত্রী বলেন, ''আমি চোর? আমি ডাকাত? আমি খুনি? বিজেপি ডাকাতদের সর্দার।''
বিরোধীদের আক্রমণের পাশাপাশি এদিন ফের তৃণমূল সরকারের উন্নয়ন মূলক প্রকল্পগুলির কথা সকলের সামনে তুলে ধরেন তিনি। ফের জানান, একুশে তৃণমূল ক্ষমতায় এলে রেশন বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হবে। এছাড়াও একাধিক সাহায্য করা হবে আমজনতাকে। এদিনও তৃণমূল নেত্রীর চেহারায় আত্মবিশ্বাসের ছাপ স্পষ্ট। তাঁর কথায়, ''এই ভরা মাঠেও যদি ভোটের ফল না বুঝি, তাহলে রাজনীতি করা বৃথা।'' বিধানসভা নির্বাচন দোরগোড়ায়। ২৭ মার্চ থেকে শুরু বাংলার নির্বাচন। দ্বিতীয় দফা ১ এপ্রিল। ওই দিন মোট ৩০ টি আসনের নির্বাচন। তার মধ্যে রয়েছে পাথরপ্রতিমা। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

নাকাশিপাড়ার মানুষের ভালোবাসাই আমার সম্পদ

নদিয়া , ২৫ মার্চ,(হি. স.) : জেলার বহরমপুরের কৃষ্ণনাথ কলেজে পড়ার সময় সত্তরের দশকে রাজনীতিতে পা রাখি। বাবা সহ পরিবার কংগ্রেস ঘরানার। ছিল। স্বাভাবিকভাবেই ছাত্র পরিষদের সঙ্গে যুক্ত হই। সেই সময় ছাত্র পরিষদের সভাপতি ছিলেন সুব্রত মুখোপাধ্যায়। তাঁর নেতৃত্বেই আমরা নদিয়ায় কাজ শুরু করি। তারপর ১৯৮৭ সালে রাজীব গান্ধীর সময়ে যুব কংগ্রেসে আসি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তখন আমাদের যুব নেত্রী। আমি তখন রাজ্য সহ-সভাপতি। ১৯৯৮ সালের জেলার দুই লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যে কৃষ্ণনগরের দায়িত্ব ছিল। পরে জেলার কার্যকারী সভাপতি হই। পরবর্তীতে ১৯৮৭-১৯৯৬ সালে কংগ্রেসের প্রার্থী ছিলাম। পরবর্তীতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার গঠন না হলেও ২০০১ এবং ২০০৬ সালে বিরোধী দলের বিধায়ক ছিলাম। তারপর ২০১১ সালে সালে রাজ্যে পরিবর্তন আসে। সেই সময় থেকেই শাসকদলের বিধায়ক আছি। গত ২০ বছরে নদিয়ার নাকাশিপাড়া এলাকায় নানা রকমের উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে। স্কুল, কলেজ থেকে শুরু করে নদী সংস্কার, স্বাস্থ্য, সমস্ত ক্ষেত্রেই এলাকার মানুষকে যতটা পেরেছি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছি। তবে, রাজনীতি না করলেও আমার চলত। আমি সরকারি চাকরিও পেয়েছিলাম। কিন্তু ছাত্রাবস্থায় এলাকার বন্ধু-বান্ধব থেকে শুরু করে পরিচিতদের অনুপ্রেরণায় সমাজসেবার কাজে যুক্ত হয়ে পড়ি। যা পরবর্তীতে রাজনীতিতে থাকতে আমাকে বাধ্য করে। এখনও পর্যন্ত এলাকার পরিচিত সাধারণ মানুষ
সকলেই আমাকে খুব শ্রদ্ধা করেন। তাঁদের ভালোবাসাই সম্পদ। আমি এখনও নিজেকে যুবক বলে মনে করি।
তাই রাজনীতির পাশাপাশি বছরভর নানা রকম সমাজসেবামূলক কাজে নিজেকে যুক্ত রাখি। আগামী দিনেও মানুষের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রাখব।
প্রার্থী তালিকা ঘোষণার আগে থেকেই আমি এলাকার মানুষের কাছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের উন্নয়নমূলক
প্রকল্পগুলি নিয়ে প্রচার শুরু করি। একই সঙ্গে কেউ কোনও প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন কি না সে বিষয়ে খোঁজখবর নিয়েছি। বিশেষ করে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড এবং দুয়ারে সরকার প্রকল্পের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের সুবিধা
এলাকার মানুষজন পেয়েছেন। তবে ভোট ঘোষণা হওয়ায় দুয়ারের সরকার প্রকল্পে জমা পড়া প্রায় চল্লিশ শতাংশ
আবেদনের কাজ বন্ধ রয়েছে। ভোট পর্ব মিটে গেলে তার সম্পূর্ণ করে দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হবে। পাশাপাশি এলাকার নিকাশি ব্যবস্থা ও পুরসভা নির্মাণের প্রস্তাব ইতিমধ্যে সরকারের কাছে আমি জমা দিয়েছি। আগামীতে তা বাস্তবায়ন করতে পারব বলেও আমি একশো শতাংশ আশাবাদী।
কারণ, এলাকার সমস্ত স্তরের মানুষ আমাকে চেনেন, জানেন। প্রচারে তাঁদের থেকে ব্যাপক সাড়াও মিলছে। অনেকেই তা বলছেন চারবারের বিধায়ক হিসাবে আমি তাঁদের জন্য যা করেছি, তার নিরিখেই আমাকে পঞ্চম বার তারা ভোট দিয়ে বিধায়ক করবেন। শুধু তাই নয়, এবারের নির্বাচনের নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী তেমন উল্লেখযোগ্য কেউ নেই। কারণ গতবার বামেদের তরফে আমার বিরুদ্ধে যিনি লড়েছিলেন এবার প্রার্থী হতে না পেরে নির্দল হয়ে দাঁড়াবেন বলে শুনছি। একইসঙ্গে বিজেপির প্রার্থী গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রার্থী ছিলেন। সুতারং তাঁদের থেকে
আমার গ্রহণযোগ্যতা এলাকার মানুষের কাছে অনেক বেশি। আমি জয়ের ব্যাপারে চিন্তা করছি না। জয়ের ব্যবধান কতটা বাড়াতে পারব, তা নিয়েই চিন্তায় আছি।

দোল উৎসবের জোরদার প্রস্তুতি সর্বত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ মার্চ।। দোল উৎসব এবং হোলি উৎসব সমাগত প্রায়। হোলির রং নিয়ে প্রস্তুত দোকানীরাও। বাজারে রঙের যোগান থাকলেও ক্রেতাদের দেখা নেই।

আগামী রবিবার দোল পূর্ণিমা ।হিন্দু বাঙ্গালীদের বারো মাসে তেরো পার্বণ এর অন্যতম পার্বণ দোল উৎসব। চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী দোল পূর্ণিমার পরদিন হোলি উৎসবে মেতে ওঠেন দেশবাসী ।আমাদের রাজ্যেও হোলি উৎসবে প্রতিবছরই ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে মেতে ওঠেন জাতি উপজাতি সংখ্যালঘুসহ সকল অংশের মানুষজন ।হোলি উৎসবের রংয়ের যোগান দিতে রাজধানী আগরতলা শহরের প্রধান বাজার মহারাজগঞ্জ বাজারের ব্যবসায়ীরাও বাহারি রঙ নিয়ে বসেছেন। সব ধরনের রংয়ের যোগানদাতাদের দেখা নেই ।এ বিষয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে ব্যবসায়ীরা জানান করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত কারণে এ বছর হোলি উৎসব নিয়ে মানুষের মনে তেমন উৎসাহ-উদ্দীপনা নেই ।সাম্প্রতিককালে করোনা ভাইরাস সংক্রমণের দ্বিতীয় ঢেউ আছড়ে পড়ায় মানুষের মনে আতঙ্ক আরো বৃদ্ধি পেয়েছে ।প্রশাসনের তরফ থেকেও হোলি উৎসবে মাতোয়ারা না হওয়ার জন্য সাধারণ মানুষের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে। সে কারণেই মানুষ হোলি উৎসবে এবছর আনন্দে ততটা মাতোয়ারা হয়ে উঠবেন না বলেই ধারণা করা হচ্ছে। ব্যবসায়ীরা জানান বাহারি রং নিয়ে ক্রেতাদের আশায় বসে থেকে তারা রীতিমতো হতাশ। রং এর দাম তেমনটা পারেনি ।কিন্তু ক্রেতাদের রং ক্রয়ের প্রতি তেমন আগ্রহ নেই ।ব্যবসায়ীরা জানান দোল পূর্ণিমার জন্য অবশ্য অনেকে আবির সহ কিছু কিছু রং ক্রয় করছেন। তবে তা চাহিদার তুলনায় খুবই নগণ্য।

রাইমাভ্যালীতে কংগ্রেসের সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ২৫ মার্চ।। আসন্ন এডিসি নির্বাচনকে সামনে রেখে রাইমাভ্যালি কেন্দ্রে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রার্থী সুরেশ ত্রিপুরার সমর্থনে দলপতি পাড়ায় এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে প্রার্থী সুরেশ ত্রিপুরা ছাড়াও অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাইমাভ্যালি ব্লক যুব কংগ্রেস সভাপতি বাদল সরকার, সভাপতি ধরনি হালদার প্রমুখ। এদিনের সভায় বিজেপি এবং সিপিআইএম দল ত্যাগ করে ৫ পরিবারের ২৬ ভোটার কংগ্রেস দলে যোগদান করেন। দল ত্যাগীদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিয়ে দলে বরন করে নেন যুব কংগ্রেস সভাপতি বাদল সরকার। তিনি বলেন বিগত ২৫ বছরের বাম শাসন এবং বর্তমান বিজেপি আইপিএফটি জোট সরকারের তিন বছরের শাসনে এডিসি এলাকার কোন উন্নয়ন হয়নি। এডিসি এলাকার মানুষ এডিসির সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে এখন কংগ্রেসকে চাইছে। তাই প্রতিদিন কাতারে কাতারে মানুষ কংগ্রেসের হাত শক্ত করার জন্য কংগ্রেস দলে সামিল হচ্ছেন বলে তিনি জানান। আসন্ন এডিসি নির্বাচনে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রার্থীদের বিপুল ভোটে জয়ী করার আহবান জানান।

পানীয় জলের দাবীতে রাস্তা অবরোধ গন্ডাছড়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ২৫ মার্চ।। পানীয় জলের দাবিতে বৃহস্পতিবার গন্ডাছড়া-রইস্যাবাড়ি রাস্তা অবরোধে বসল পঞ্চরতন ভিলেজের দুর্যোধন পাড়ার মহিলারা। এদিন সকাল ছয়টা থেকে এলাকার মহিলারা জলের কলসী নিয়ে রাস্তা অবরোধে বসে।

অবরোধকারিদের বক্তব্য বাম রাম কোন সরকারের আমলেই তাদের পাড়ায় পানীয় জলের ব্যবস্থা করেনি। এমতাবস্থায় বিশেষ করে পাড়ার মহিলারা অনেক দুর দুরন্ত থেকে জল আনতে হচ্ছে। ঙ্গচছ দপ্তরের আধিকারিক থেকে শুরু করে শাসক দলের নেতা নেত্রীদের কাছে জানিয়েও কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। তাই আজ বাধ্য হয়ে পানীয় জলের দাবিতে রাস্তা অবরোধে বসে দুর্যোধন পাড়ার মহিলারা। অবশেষে দীর্ঘ তিন ঘন্টা রাস্তা অবরোধ থাকার পর দপ্তরের আধিকারিকদের আশ্বাসে রাস্তা অবরোধ তুলে নেয়। এদিকে রাস্তা অবরোধের ফলে রাস্তার দুই দিকে অসংখ্য যানবাহন আটকিয়ে পড়ে যাত্রী দুর্ভোগ চরম আকার ধারন করে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

তেলিয়ামুড়াতেও টিকাকরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৫ মার্চ।। করোনা অতিমারি প্রতিরোধে গোটা রাজ্যের ন্যায় তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে ভ্যাকসিন প্রক্রিয়ার বিশেষ ক্যাম্পিং শুরু হলো বৃহস্পতিবার । এদিন সকাল থেকেই তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালের অধীনে থাকা ৪৫ উর্দ্ধ বয়সের প্রবীণ নাগরিকদের মধ্যে ভ্যাকসিন প্রদান করা হয়। পরে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতাল সূত্রে জানা যায় করুনা অতিমারির প্রকোপ থেকে সাধারণ জনগণ যাতে করে রেহাই পায় এর জন্য তিন দিনব্যাপী বিশেষ ক্যাম্পিং শুরু হয় বৃহস্পতিবার ।এদিনে এই বিশেষ ক্যাম্পিং এ প্রবীণ নাগরিকদের মধ্যে এই এর ভ্যাক্সিনেশন করা হয়। পরে এ ব্যাপারে তেলিয়ামুড়া মহাকুমার স্বাস্থ্য আধিকারিক এর কাছে জানতে চাইলে তিনি জনসাধারণের অবগতির জন্য কিছুই জানাতে নারাজ।

শিক্ষামন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

বলেন, চাকমা ভাষার উন্নয়নে ২০১৮ সালে ১৬ সদস্য/সদস্যা বিশিষ্ট চাকমা ভাষা উন্নয়ন উপদেষ্টা কমিটি পুর্নগঠন করা হয়েছে। এই কমিটির চেয়ারম্যান হলেন বিধায়ক শম্ভুলাল চাকমা। বিশিষ্ট উপদেষ্টা হিসেবে রয়েছেন শিক্ষা ও আইনমন্ত্রী রতনলাল নাথ এবং সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা মন্ত্রী সান্তনা চাকমা। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, চাকমা ভাষায় শিক্ষাদানের বিষয়ে ২০০২ সালের ১৪ জন একটি নোটিফিকেশন জারি হয়। এই নোটিফিকেশনে উল্লেখ ছিল ৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চাকমা ভাষা পড়ানো হবে। এবং ২০০৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে এই বিদ্যালয়গুলিতে প্রথম শ্রেণীতে একটি বিষয় হিসেবে চাকমা ভাষা পড়ানো শুরু হয়। বর্তমানে চাকমা ভাষা একটি বিষয় হিসাবে ৮৭টি বিদ্যালয়ে চালু আছে এরমধ্যে ২৮টি বিদ্যালয়ে প্রথম থেকে প'ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ানো হচ্ছে এবং ৫৯টি বিদ্যালয়ে প্রথম থেকে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত চাকমা ভাষা পড়ানো হচ্ছে। চাকমা ভাষার উন্নয়নের জন্য সেমিনার ও কর্মশালা আয়োজন করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। তাছাড়া চাকমা ভাষাভাষী শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ওরিয়েন্টেশন ট্রেনিং-এরও পরিকল্পনা করা হয়েছে। চাকমা ভাষার ম্যাগাজিন 'সদরক'-এর সর্বশেষ সংখ্যা ২০১৯ সালের জন মাসে প্রকাশিত হয়েছিল এবং ২০২০-২১ বর্ষের ম্যাগাজিনের মুদ্রনের কাজ চলছে।

রাজনাথ সিং

● আটের পাতার পর

বলেন, আমরা কি করে বা বহিরাগত হলাম। আর ভারতীয় জনসংঘ তো এই বাংলাতেই তৈরি হয়েছিল ।এটা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির জন্মভূমি। আমাদের দলের প্রতিষ্ঠাতা তিনি। এর জবাব মানুষ নির্বাচনে দেবেন। বাংলায় একটা কথা আছে যত দোষ নন্দী ঘোষ। আসলে এখানে মোদি জি কে নন্দী ঘোষ বলা হয়েছে। কিন্তু মমতাজি আপনি যতই বলুন মোদিজীর সম্পর্কে নন্দিঘোষ, আসলে আপনি নন্দিঘোষ সেটা জনতা নির্বাচনে দেখিয়ে দেবে।

আয়ুষ্মান ভারত হতে দেয়নি। ভারতীয় জনতা পার্টি যা বলে তা করে দেখাবে সরকারএ এলে। আমরা জম্মু কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা তুলে দিয়েছি, মুসলিমদের তিন তালাক প্রথা তুলে দিয়েছি। আমরা সবাই ভারত মাতার সন্তান। রাজনীতি শুধু দেশ ও সমাজ গঠনের জন্য করতে হবে । অহংকার দিয়ে শাসন চলে না, গণতন্ত্রে সংবিধান মেনে শাসন চালাতে হয়। ভারতীয় জনতা পার্টির লোকেরা সেবক হিসেবে কাজ করবে। এজন্যই আপনাদের কাছে আমি বলতে চাই যেমন লোকসভাতে আপনারা ভোট দিয়ে আমাদের জিতিয়েছেন তেমনি এবারও আমাদের প্রার্থীদের ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করেন এবং তৃণমূল কে সাফ করুন।

মেবারের

● প্রথম পাতার পর

দেওয়ার আবেদন জানান। কিন্ত, বিরোধীরা এ-বিষয়ে কোন সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দিতে পারেননি। শুধু তাই নয়, এডিসি নির্বাচনের লক্ষ্যে বিজেপি-আইপিএফটি জোট সরকার-র নামে বিভ্রান্তি ছড়ানোর উদ্দেশ্যেই অসত্য খবর প্রচারিত করা হচ্ছে। এ-বিষয়ে বিরোধী-রা মুখে কুলুপ এটে ছিলেন। তাতে মনে হয়েছে দিনের শেষে বনমন্ত্রী-র জমি কেলেঙ্কারী ইস্যুতে বিরোধী-রা কোনঠাসা হয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

চিকিৎসক রয়েছেন ১৭ জন, আয়ুর্বেদ চিকিৎসক রয়েছেন ৪০ জন, দন্ত চিকিৎসক রয়েছেন ৫৩ জন, নার্স রয়েছেন ২,২১০ জন ও প্যারামেডিকেল কর্মী রয়েছেন ৩,১০৫ জন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর চিকিৎসকদের অবসরের পর তাদের চাকুরীতে পুনর্বহালের বয়সসীমা দুটি পর্যায়ে ৬৫ বছর পর্যন্ত করা হয়েছে। সকল ক্যাটাগরীর চিকিৎসকগণ এরফলে উপক'ত হবেন। রাজ্যে গত দুই বছর সময়ে মোট নিউরো সার্জারী করা হয়েছে ৩০০টি। এছাড়াও নিউরো সংক্রান্ত ১,৩০০ জন রোগী জিবি হাসপাতালে চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছেন।

বর্তমানে অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, অ্যাসিস্টেন্ট প্রফেসর, বেসিক টিচার মিলিয়ে মোট ৮২ জন ফ্যাকাল্টিকে উচ্চপদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আমবাসাতে একটি মেডিকেল কলেজ স্থাপনের জন্য সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। ১২০ কোটি টাকা ব্যয়ে অত্যাধুনিক প্রযুক্তিগত চিকিৎসা সুবিধা সম্পন্ন উত্তর-পূর্ব ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ ক্যান্সার হাসপাতাল অটল বিহারী রিজিওন্যাল ক্যান্সার হাসপাতাল চালু করা হয়েছে। রাজ্যে নতুন করে ২টি জেলা হাসপাতাল নির্মাণ করার পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে। এই জেলা হাসপাতালগুলি নির্মাণ করা হবে খোয়াই ও সিপাহীজলা জেলায়।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবা সুষ্ঠভাবে প্রদানের লক্ষ্যে ইতিমধ্যে অ্যালোপেথি চিকিৎসক নিয়োগ করার জন্য স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবায় নার্স নিয়োগ প্রক্রিয়া চলছে। ইতিমধ্যেই স্টাফ নার্স পদের রিক্রুটমেন্ট রুলস হয়ে গেছে। বর্তমানে ৭৫টি নার্স পদে নিয়োগের প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়নের জন্য বর্তমান সরকার ১২১ জন মেডিকেল অফিসার নিয়োগ করেছেন। তাছাড়া অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মী যেমন ৪৯৩ জন ফার্মাসিস্ট, ১৪৩ জন ল্যাবরেটরি টেকনেশিয়ান, ২৮ জন রেডিওগ্রাফার, ২১ জন অপথ্যালমিক অ্যাসিস্টেন্ট, ১৪ জন ইসিজি টেকনেশিয়ান পদে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। তাছাড়া এম পি ডব্লিউ পদে ৪৭ জনকে নিয়োগের প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

জওয়ান

● প্রথম পাতার পর

আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনা প্রসঙ্গে কাশ্মীরের আইজি বিজয়কুমার বলেন, "এক জওয়ানের মৃত্যু হয়েছে। বাকি দুজন গুরুতর জখম অবস্থা হাসপাতালে ভরতি।"পুলিশের দাবি, হামলা চালিয়েছে লস্কর-ই-তইবার জঙ্গিরা। আপাতত শ্রীনগরের লওয়াইপোরায় ঘটনাস্থলে পাঠান হয়েছে অতিরিক্ত বাহিনীকে। জঙ্গিদের খোজে এলাকাটি ঘিরে ফেলে তল্লাশি চালাচ্ছে তারা। এখনও পর্যন্ত হামলাকারীদের খোঁজ মেলেনি বলে জানিয়েছে পুলিশ।

বনধ

● প্রথম পাতার পর

মুখোমুখি হয়েছেন কৃষকরা। তিন কৃষি আইন বাতিল করতেই হবে, এ দাবিতে এখনও অনড় তাঁরা। তাঁদের ওই দাবির পরিবর্তে ১২-১৮ মাসের জন্য নয়া আইন স্থগিত রাখার প্রস্তাব দিয়েছিল সরকার। কিন্তু, তা মানতে নারাজ দেশের আন্দোলনকারী কৃষকরা। কৃষক নেতা রাকেশ তিকাইত হুঁশিয়ারির সুরে বলেছিলেন, "২ অক্টোবর পর্যন্ত সময়। তার মধ্যে আইন প্রত্যাহার না করা হলে কৃষকরা অন্য রাস্তা বেছে নেবেন।"

বিরোধীরা

● প্রথম পাতার পর

ইন্টেলিজেন্স সংস্থার কমিশনার এক রিপোর্টে জানিয়েছেন, বেশ কিছু গোপন টেলিফোনিক বার্তালাপ যেগুলো গত ২০ আগস্ট তৎকালীন মহারাষ্ট্রের পুলিশ প্রধানের কাছে পাঠানো হয়েছিল। আবার পরে ওই তথ্য গুলো মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পাঠানো হয়েছিল। এ সম্পর্কে কোনো পদক্ষেপ সে সময় নেওয়া হয়নি। ৬.৩ জিবি এই সম্পর্কিত তথ্য রয়েছে বলে বিজেপি নেতা দেবেন্দ্র ফড়নবিশ দাবি করেছেন। তিনি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সচিবের সঙ্গে দেখা করে এই তথ্যাদির কল রেকর্ডিং তুলে দিয়েছেন।

এদিকে ঘটনাকে কেন্দ্র করে হইচই শুরু হয়েছে মহারাষ্ট্রের রাজনীতিতে। ক্ষমতাসীন মহা বিকাশ আঘাড়ি জোটকে লাগাতার আক্রমণ করে চলেছে বিজেপি। অভিযোগ তোলেন, এনসিপি নেতা অনিল দেশমুখকে আড়াল করছেন উদ্ধব। পাল্টা শিবসেনার অভিযোগ, বিজেপিই সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত দল। ইস্যুটিকে রাজ্যসভায় উত্থাপন করার চেষ্টা করেন মন্ত্রী প্রকাশ জাভরেকর। যদিও তার অনুমতি দেননি চেয়ারম্যান।

আবার এদিনমহারাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি শাসনের দাবি জানালেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা রিপাবলিকান পার্টি অফ ইন্ডিয়ার সভাপতি রামদাস আটবলে। বৃহস্পতিবার তিনি রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের সঙ্গে দেখা করে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করার দাবি জানালেন।

আরপিআই নেতা রামদাস আটবলে এদিন রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করার পর সাংবাদিকদের বলেন, মহারাষ্ট্রের বর্তমান অস্থির পরিস্থিতির কারণে রাষ্ট্রপতির কাছে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করার দাবি জানিয়েছি। তিনি অভিযোগ করে বলেন, রাজ্যের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অনিল দেশমুখ-র বিরুদ্ধে যে ভয়ঙ্কর অভিযোগ উঠেছে, তার ভিত্তিতে মামলা দায়ের হয়েছে। মহারাষ্ট্র সরকার তাঁর বিরুদ্ধে কোনো রকম ব্যবস্থা নেয়নি। আর এই মামলার নিরপেক্ষ তদন্তের জন্য রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হওয়া প্রয়োজন। কারণ এই সরকার থাকলে নিরপেক্ষ তদন্ত সম্ভব নয়। রাষ্ট্রপতি তাঁকে এ ব্যাপারে বিবেচনা করবেন বলে তাকে আশ্বস্ত করেছেন বলে তিনি জানিয়েছেন।

তিনি রাষ্ট্রপতিকে বলেন, প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার পরম বীর সিং রাজ্যের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অনিল দেশমুখ বিরুদ্ধে ১০০ কোটি টাকা তোলা ওঠানোর চাপ দিয়েছেন বলে অভিযোগ এবং এন্টিলিয়া কাণ্ডে গ্রেফতার শচীন বাজে সঙ্গে তার যুক্ত থাকার বিষয়টি অবগত করেন তিনি। এর পাশাপাশি বর্তমানে রাজ্যে করোনা সংক্রমণ বেড়ে যাওয়ায় কারণে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করারও দাবি তিনি জানিয়েছেন।

এদিকে মহারাষ্ট্রে করোনা সংক্রমণ বেড়ে যাবার কারণে বিড় জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে আগামী ২৬ মার্চ থেকে ৪ এপ্রিল পর্যন্ত সম্পূর্ণ লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে। জেলাশাসক রবীন্দ্র যোগতাপ এ খবর জানিয়ে বলেন, জেলার অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকদের লকডাউনের বিধি-নিষেধ কঠোর ভাবে পালন করার নির্দেশ জারি করা হয়েছে। তিনি সাংবাদিকদের বলেন, গত দশদিনে এই জেলায় করোনা সংক্রমনের সংখ্যা বেড়েছে এই মুহূর্তে করোনা সংক্রমণ রুখতে লকডাউন করা ছাড়া বিকল্প উপায় ছিল না। তিনি আরও বলেন, এই লকডাউনে জেলার সমস্ত স্কুল-কলেজ বন্ধ থাকবে। একইসঙ্গে বেসরকারি দফতরের কাজ গুলো বাড়ি থেকে করার জন্য প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। জেলার সমস্ত হোটেল একই সঙ্গে বন্ধ রাখার নির্দেশ জারি করেছেন তিনি। কেবলমাত্র দুধ,ওষুধ এবং অত্যাবশ্যকীয় পণ্যগুলি এই লকডাউন এর বাইরে রাখা হয়েছে বলে তিনি জানান। সব মিলিয়ে এবার মহারাষ্ট্রের পরিস্থিতি কোন দিকে যায় সেটাই এখন দেখার অপেক্ষায় রাজ্যবাসী।

দন্ডাদেশ

● প্রথম পাতার পর

ঘটনার দুদিন আগে অর্থাৎ ২০১৬ সালের ১৬ জুলাই আজিরুদ্দিন স্ত্রীর অবৈধ সম্পর্কের কথা জানতে পারে। এনিয়ে তাদের মধ্যে ঝগড়া হবয়। এই ঘটনার দুদিন পরই স্ত্রী ও তার প্রেমিক আজিরুদ্দিনকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করে। এই ব্যাপারে কদমতলা থানায় সুরজ আলি ২০১৬ সালের ১৯ জুলাই একটি মামলা দায়ের করেন। মামলার নম্বর ৩৫/২০১৬। মামলা হয় আইপিসি'র ৩০২/ ৩০১/১৩০(বি)/ ৩৪ ধারা মোতাবেক। মামলাটির তদন্তকারী পুলিশ অফিসার ছিলেন পিযুষ কান্তি সাহা। সরকার পক্ষে মামলাটি পরিচালনা করেন আইনজীবী পার্থ পাল। মোট ১৩ জনের সাক্ষদান পর্ব শেষে বৃহস্পতিবার বিচারক মৃতের স্ত্রী নাছরিমা বেগম ও ফয়জুল জালালকে মৃত্যু দন্ডাদেশ দিয়েছেন।

বরাদ্দের প্রস্তাব গৃহীত বিধানসভায়

● প্রথম পাতার পর

কোটি টাকা। ২০২১-২২ আর্থিক বছরে এক্ষেত্রে বরাদ্দ ধরা হয়েছে ৬,৯৯৫ কোটি টাকা। বরাদ্দ বেড়েছে ১,৩৯৫ কোটি টাকা। সরকারি চাকরির সংখ্যা বেড়েছে। বেতন বেড়েছে। পেনশন বেড়েছে। অতিমারির মধ্যেও বিভিন্ন রাজ্য অন্যান্য ব্যয় কমিয়েছে। আমাদের রাজ্যে ২০২০-২১ অর্থবছরে অন্যান্য ব্যয় ছিলো ১,৩৪৮.৫৮ কোটি টাকা। ২০২১-২২ আর্থিক বছরের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে ২,৪১২.৩২ কোটি টাকা। মানে হলো বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে প্রায় ৭৯ শতাংশ। তথ্য দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, পর্যটন ক্ষেত্রে বরাদ্দ ছিলো ৭.১৪ কোটি টাকা। আগামী অর্থবছরের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে ১৫.৫০ কোটি টাকা। বরাদ্দ বেড়েছে ১১৭ শতাংশ। তেমনি শিক্ষাক্ষেত্রে ৯ শতাংশ, আই টি ক্ষেত্রে ৯৭ শতাংশ, স্বাস্থ্য পরিষেবা ক্ষেত্রে ৩৭ শতাংশ বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের অভ্যন্তরীণ গড় উৎপাদনও তুলনায় অনেক বেড়েছে। যেমন, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে জি এস ডি পি ছিলো ৪৩,৭১৫.৮০ কোটি টাকা। ২০২০-২১-এ জি এস ডি পি-এর পরিমাণ ৭০,৬৭৩.৪০ কোটি টাকা। বৃদ্ধির হার ৬১.৬০ শতাংশ। এজন্য কোনও কর চাপানো হয়নি। ভ্রষ্টাচার বন্ধ করে উন্নত পদ্ধতি প্রয়োগ করে তা বাড়ানো হয়েছে। এটাই তো উন্নয়নেরই মাপকাঠি। তিনি বলেন, বিমানবন্দর তৈরি, জাতীয় সড়ক তৈরি, সাবমে আই সি পি, লজিস্টিক হাব, ১৯টি নগর এলাকায় প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর প্রভ'তি ক্ষেত্রে ২৩,৪৫০ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে। আমাদের বাজেটের টাকার বাইরে কেন্দ্রের বিভিন্ন প্রকল্পে এই টাকা রাজ্যে ব্যয় হবে। গ্রামীণ রাস্তার উন্নয়নে ব্যয় হবে প্রায় ৩৬২ কোটি টাকা। এই রাস্তাগুলির কাজ শুরু হলেও শেষ হয়নি। পূর্বতন সরকার এই কাজগুলি করতে পারতো। কিন্তু উদ্যোগ নেয়নি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এডিসি এলাকায় ৩৭টি রাস্তা পেপার ব্লক বা সিমেন্ট ব্লক দিয়ে করা হচ্ছে। তাতে ব্যয় হবে ৯৬ কোটি টাকা। এসব তথ্য এবং কাজ প্রমাণ করে এই সরকার নতুন দিশার সরকার। আলোচনায় মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরাকে মডেল স্টেট হিসেবে গড়ে তোলার কথাও তুলে ধরেন। তিনি বলেন, রাজ্যের সরকার এন সি ই আর টি সিলেবাস চালু করেছে। পেরেন্ট টিচার্স মিটিং চালু করেছে। 'লক্ষ্য' প্রকল্প চালু করেছে। শিক্ষাক্ষেত্রে এগুলি নতুন ভাবনা। শিল্পক্ষেত্রে এস ই জেড, আই সি পি, লজিস্টিক হাব তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই ফেণী নদীর উপর মৈত্রী সেতুর উদ্বোধন করা হয়েছে। এগুলি সব চালু হলে আগামী কয়েক বছরে সাবমের আশেপাশে প্রায় আড়াই লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান হবে। ইতিমধ্যেই ১৭১টি পরিষেবা অনলাইন করা হয়েছে। ৩৬টি দপ্তর অনলাইন পরিষেবার আওতায় এসেছে। আগর প্ল্যান্টেশন বোর্ড তৈরি করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আগামী তিন বছরের মধ্যে আগরকে কেন্দ্র করে উত্তর জেলায় দুই হাজার কোটি টাকার বাণিজ্য হবে। 'আত্মা' প্রকল্পে ত্রিপুরা সহ উত্তর-পূর্বা'লে রাবার ক্ষেত্রে ১,১০০ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে। রেগার মাধ্যমে ড্রাগন ফল চাষের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মডেল রাজ্য তৈরি করার কথা বলতে গিয়ে তিনি ক'ষকদের কাছ থেকে ধান ক্রয় করা, টুডা-এর মাধ্যমে ফ্ল্যাট তৈরি, লাইট হাউস প্রজেক্ট, অটল জলধারা মিশনে বিনামূল্যে পানীয়জলের সংযোগ প্রভ'তির কথাও তুলে ধরেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গোমতী ডেয়ারির উৎপাদন ১৫ হাজার লিটার হয়ে গেছে। শুধু দুধই নয়, ডেয়ারি, দই, আইসক্রিম, সন্দেশও তৈরি করছে। বামুটিয়াতে ৪০ হাজার লিটার ক্ষমতা সম্পন্ন আরেকটি ডেয়ারি তৈরি হবে। বোধজংনগরে বেসরকারি উদ্যোগে একটি ডেয়ারি তৈরি হবে। রাজ্য সরকারের উদ্যোগে ৫০ হাজার বর্গাদারকে নাবার্ডের মাধ্যমে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মাননিধি যোজনায় ২৭২ কোটি টাকা ক'ষকদের অ্যাকাউন্টে গেছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকার ললিপপ দিয়ে রাজনীতি করে না। জনকল্যাণে বর্তমান সরকার গত তিন বছরে ৮৩৮টি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই সরকার জনজাতিদের রিসাকে আন্তর্জাতিক স্তরে পৌঁছে দিয়েছে। ২৩ বছরের পুরোনো ব-দের সমস্যার সমাধান করা হয়েছে। তাদের পুনর্বাসনের জন্য ৮০০ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে। রাজ্যে সমাজপতিদের জন্য ২ হাজার টাকা ভাতা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সবশেষে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আগামী আর্থিক বছরের জন্য যে বাজেট পেশ করা হয়েছে তা যুবকদের বাজেট, রোজগারের বাজেট, জব ক্রিয়েশনের বাজেট, জব ক্রিয়েটরের বাজেট। এই সবগুলি প্রমাণ করে এই বাজেট পজিটিভ বাজেট।

পরীক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে মধ্যশিক্ষা পর্ষদে বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ মার্চ।। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে বৃহস্পতিবার ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ভবনে ধলাই জেলার বিভিন্ন স্কুলের প্রধান শিক্ষকদের নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেছেন পর্ষদ সভাপতি ডক্টর ভবতোষ সাহা। এবছর মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা নতুন প্রেক্ষাপটে চালু হচ্ছে ।যেসব বিষয়ে ছাত্র সংখ্যা বেশি সেসব বিষয়ে দুই সেট প্রশ্নপত্র করা হবে ।প্রশ্নপত্র গুলি কিভাবে প্যাকেজ করা হবে এবং কাদের মধ্যে কোন প্রশ্ন পত্র দেওয়া হবে সেসব সংক্রান্ত বিষয় নিয়েমধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা বিভিন্ন স্কুলের প্রধান শিক্ষক, পরীক্ষা কেন্দ্রের ইনচার্জ দায়িত্বপ্রাপ্ত সঙ্গে বৈঠক করেছেন ।ইতিপূর্বে ৭ টি জেলার সমস্ত পরীক্ষা কেন্দ্রের ইনচার্জ এবং বিভিন্ন স্কুলের প্রধান শিক্ষকদের সঙ্গে বৈঠক করা হয়েছে। বাকি ছিল ধলাই জেলা ।বৃহস্পতিবার মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ভবনে ধলাই জেলার বিভিন্ন স্কুলের প্রধান শিক্ষকদের নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেন পর্ষদ সভাপতি ডক্টর ভবতোষ সাহা সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা ।এ বিষয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ সভাপতি বলেন এবছর যেহেতু নতুন প্রেক্ষাপট পরীক্ষা গ্রহণ করা হচ্ছে সেহেতু কোন ভুলভ্রান্তি যাতে না হয় সেজন্যই আগাম প্রস্তুতি হিসেবে এ ধরনের বৈঠক করা হচ্ছে। তিনি আরো জানান মাধ্যমিকের ম্যাথমেটিক্সে দুই সেট প্রশ্নপত্র হবে। ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ সভাপতি আশা ব্যক্ত করেছেন এ বছরও পরীক্ষা পর্ব অবাধ ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে ।এজন্য তিনি শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং অভিভাবকদের সহযোগিতা আহ্বান করেছেন।

ভোটকর্মীদের মহড়া তেলিয়ামুড়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৫ মার্চ।। আসন্ন ত্রিপুরার স্বশাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচনে ১১ মহারানী তেলিয়ামুড়া নির্বাচন কেন্দ্রে ৪৮ পোলিং স্টেশনে ভোট কর্মীদের দ্বিতীয় দফা চূড়ান্ত মকফল অনুষ্ঠিত হয় বৃহস্পতিবার তেলিয়ামুড়া চিত্রাঙ্গদা কলাকেন্দ্রে বৃহস্পতিবার ।এই দিনের মকফল অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ১১ মহারানী তেলিয়ামুড়া ভোট কেন্দ্রের অবজারভার উদয়ন সিনহা,তেলিয়ামুড়া মহকুমা শাসক তথা রিটানিং অফিসার ভাস্বর ভট্টাচার্য্য,ঙ্টঞ্জ প্রদীপ দেববর্মা এবং মুঙ্গিয়াকামী ব্লকের বিডিও জয়দেব দেববর্মা ও তেলিয়ামুড়া ব্লকের বিডিও শান্তনু বিকাশ দাস সহ অন্যান্যরা ।এই মকফল অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে রিটার্নিং অফিসার ভাস্বর ভট্টাচার্য জানান, ১১ মহারানী তেলিয়ামুড়া নির্বাচনী কেন্দ্রে ৪৮ টি পোলিং স্টেশন রয়েছে ।আর প্রতিটি পোলিং স্টেশনের জন্য পাঁচজন করে ভোট কর্মী থাকবে ।তাই ৪৮ টি পোলিং স্টেশনে ভোট কর্মীদের বৃহস্পতিবার চূড়ান্ত মকফল অনুষ্ঠিত করা হয়। তিনি এও জানান প্রতিটি পোলিং স্টেশনে একজন করে প্রিসাইডিং অফিসার এবং পাঁচজন করে ভোট কর্মী থাকবে ।এদিন এ মকফলের মাধ্যমে ভোট কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় কিভাবে ইভিএম মেশিন পরিচালনা করতে হয় ।তিনি এও জানান ১১ মহারানী তেলিয়ামুড়া নির্বাচনী কেন্দ্রে অবজারভারের দায়িত্ব পালন করবেন উদয়ন সিনহা।

হাতির তান্ডবে নাজেহাল মানুষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৫ মার্চ।। বন্য দাঁতাল হাতির উন্মত্ত তাণ্ডবে নাজেহাল হয়ে পড়ছে তেলিয়ামুড়া মহকুমার বনদপ্তরের অধীন চাকমাঘাটের হারাধন দাস পাড়ার সাধারণ জনগণরা। দীর্ঘদিন ধরেই বন্য দাঁতাল হাতির উন্মত্ত তাণ্ডব চলছে এই সকল এলাকার বিভিন্ন গ্রামে। অন্যান্য দিনের মতো আজও ফের একবার সন্ধ্যারাতে আনুমানিক ৫ টা নাগাদ আচমকাই বন্য এক দাঁতাল হাতির দল উন্মুত্ত তাণ্ডব চালায় চাকমাঘাটের হারাধন দাশ পাড়ার তপন দাসের বাড়িতে। বন্য হাতির এই উন্মত্ত তাণ্ডবের ফলে তপন দাসের বাড়িতে ক্ষয়ক্ষতি হয় বেশ কিছু অংশ ও বাড়ির বিশালাকৃতি কলাগাছ গুলো। এই তাণ্ডবের সময় বারবার বনদপ্তরে ফোন করলেও বনদপ্তর কর্মীদের পক্ষ থেকে কোন সদুত্তর পাওয়া যায় নি। এর ফলে বাধ্য হয়ে ওই গোটা এলাকার জনগণ একজোট হয়ে হাতির গন্তব্যস্থলে শব্দ বাজি ফাটাতে থাকে। যদিও এর ফলে হাতি সেখান থেকে ছুটে জঙ্গলের অন্যত্র পালিয়ে যায়। তবে নিত্যদিনই হাতির এইরকম উন্মত্ত আক্রমণ নিয়ে গভীর আতঙ্কে রয়েছে স্থানীয় গোটা এলাকাবাসীরা। আর আজ যদি গোটা এলাকাবাসি একত্রিত হয়ে না এগিয়ে আসতো তাহলে আজ সন্ধ্যায় চাকমাঘাটের তপন দাসের বাড়ির এক বিরাট ক্ষতি হয়ে যেত সেটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এখন দেখার বিষয় সংবাদ পরিবেশনের পর বনদপ্তরের আদৌও কোনো টনক নড়ে কিনা।

তৃণমূলও

● আটের পাতার পর

সেই সঙ্গে তীব্র আক্রমণ করেন রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসকে। বৃহস্পতিবার পুরুলিয়ার বাঘমুণ্ডির সভা থেকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেন, ''জঙ্গলমহলে নতুন এইমস তৈরি করবে বিজেপি। বাংলা থেকে ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া তখনই যাবে, যখন দিদি যাবে। ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু নির্মূল করতে দিদিকে হারানো প্রয়োজন।'' সরাসরি তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ শানিয়ে শাহ রাজ্যে ম্যালেরিয়া কিংবা ডেঙ্গু হলে গোপন রাখার প্রবণতাকে কটাক্ষ করেন শাহ। মাঝে মাঝেই দেখা গিয়েছে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলে কিংবা মৃত্যু হলে সেটি সার্টিফিকেটে লিখতে পারতেন না চিকিৎসকেরা। সেই বিষয়কেই কটাক্ষ করে রাজ্যের স্বাস্থ্যব্যবস্থার সমালোচনা করেন অমিত শাহ। এরই সঙ্গে রাজ্যে বিনিয়োগকারীদের বিমুখ হওয়া নিয়েও তৃণমূল সরকারকে কটাক্ষ করতে ছাড়েননি তিনি।

ক্রীড়াঙ্গন

শ্রেয়াসের ওয়ানডে সিরিজ শেষ

কাঁধের চোটে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজের বাকি দুই ম্যাচ থেকে ছিটকে গেছেন শ্রেয়াস আইয়ার। আইপিএলের প্রথম অংশেও ভারতীয় এই ব্যাটসম্যানের খেলা নিয়ে রয়েছে অনিশ্চয়তা। পুনেতে মঙ্গলবার প্রথম ওয়ানডেতে ইংল্যান্ডের ইনিংসের অষ্টম ওভারে জনি বেয়ারস্টোর একটি শট থামানোর চেষ্টায় বাঁ কাঁধে চোট পান শ্রেয়াস। মাঠেই যন্ত্রণায় কাতরাতে দেখা যায় তাকে। বেরিয়ে যান মাঠ থেকে। সঙ্গে সঙ্গেই স্ক্যানের জন্য পাঠানো হয় তাকে।ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড বিসিসিআই তখন জানিয়েছিল, শ্রেয়াসের বাঁ কাঁধের হাড় সরে গেছে। আনুষ্ঠানিকভাবে এখনও বিসিসিআই এই ব্যাটসম্যানের ছিটকে যাওয়ার কথা জানায়নি। তবে ইএসপিএনক্রিকইনফোর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, চোট থেকে সেরে উঠতে কয়েক সপ্তাহ লেগে যাবে তার। অস্ত্রোপচারও করানো লাগতে পারে। সেক্ষেত্রে তার ফিরতে লেগে যাবে কয়েক মাস। ২০২০ আইপিএল থেকে এই নিয়ে তিনবার বাঁ কাঁধে চোট পেলেন তিনি। ২৬ বছর বয়সী শ্রেয়াসের অনুপস্থিতিতে বাকি দুই ওয়ানডেতে ভারত হয়তো বেঞ্চের খেলোয়াড়দের পরখ করে দেখতে পারবে। চোটটা তার আইপিএল দল দিল্লি ক্যাপিটালসের জন্য বড় ধাক্কা হয়ে এসেছে। তিনি শুধু দলটির অধিনায়কই নন, টপ অর্ডারের গুরুত্বপূর্ণ ব্যাটসম্যানও। তার চোট ইংলিশ কাউন্টি দল ল্যাঙ্কাশায়ারের জন্য উদ্বেগের কারণ হতে পারে। এই গ্রীষ্মে ইংল্যান্ডের ঘরোয়া পঞ্চাশ ওভারের টুর্নামেন্ট রয়্যাল লন্ডন কাপে খেলার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন তিনি। আগামী ১৫ জুলাই ল্যাঙ্কাশায়ার দলের সঙ্গে যোগ দেওয়ার কথা তার। শ্রেয়াসের নেতৃত্বে গত আইপিএলের ফাইনালে খেলেছিল দিল্লি, যেখানে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের বিপক্ষে হেরেছিল তারা।

১৭ ইনিংসে ৫১৯ রান করে শ্রেয়াস ছিলেন টুর্নামেন্টের চতুর্থ সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক, দিল্লির হয়ে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। এবারের আইপিএলে দিল্লির প্রথম ম্যাচ আগামী ৯ এপ্রিল, চেন্নাই সুপার কিংসের বিপক্ষে।

প্রতিপক্ষের ভুলে কোনোমতে জিতল রোনালদোরা

প্রত্যাশিত জয়েই বিশ্বকাপ বাছাইয়ে পথচলা শুরু হয়েছে পর্তুগালের। তবে জয়ের ধরনটা মোটেও তাদের জন্য সুখকর নয়। শক্তির বিচারে অনেক পিছিয়ে থাকা আজারবাইজানের বিপক্ষে কিনা ইউরো চ্যাম্পিয়নদের জিততে হলো প্রতিপক্ষের আত্মঘাতী গোলে!এটি মূলত পর্তুগালের হোম ম্যাচ। তবে কোভিড-১৯ বিধিনিষেধের কারণে তা সরিয়ে নেওয়া হয় তুরিনে, ইউভেন্তুসের স্টেডিয়ামে। সেখানে বুধবার রাতে 'এ' গ্রুপের ম্যাচে ১-০ গোলে জিতেছে ফের্নান্দো সান্তোসের দল।ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে দুই দলের মধ্যে যেমন বিস্তর ফারাক, মাঠের লড়াইয়েও শুরু থেকে তারই দেখা মেলে। ১০৮তম স্থানে থাকা প্রতিপক্ষের ওপর শুরু থেকেই চাপ বাড়ায় র‍্যাঙ্কিংয়ে পঞ্চম পর্তুগাল। তবে ফিনিশিংয়ে ম্যাচজুড়ে ভুগেছে তারা ম্যাচের পরিসংখ্যানেও তা স্পষ্ট; গোলের উদ্দেশে মোট ২৯টি শট নেয় পর্তুগাল, যার ১৪টি লক্ষ্যে। কিন্তু জালের দেখা মেলেনি একবারও। অবশ্য তাদের অনেকগুলো প্রচেষ্টা দারুণ সব সেভে প্রতিহত করেন ম্যাচজুড়ে দুর্দান্ত খেলা আজারবাইজান গোলরক্ষক শাহরুদিন মোহাম্মদালিয়েভ।দশম মিনিটে এগিয়ে যাওয়ার প্রথম ভালো সুযোগ পায় ২০১৬ ইউরো চ্যাম্পিয়নরা। প্রথমে রুবেন নেভেসের জোরালো সোজাসুজি শট দ্বিতীয় প্রচেষ্টায় কোনোমতে ফেরান গোলরক্ষক। কয়েক সেকেন্ড পর জোয়াও কানসেলোর কোনাকুনি শট ঝাঁপিয়ে ফেরান মোহাম্মদালিয়েভ।খানিক পর ইউভেন্তুস তারকা রোনালদোর দারুণ ক্রস ভালো পজিশনে পেয়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট শট নেন দোমিনগোস দুয়ার্তে। ৩৬তম মিনিটে মিডফিল্ডার নেভেসের ডি-বক্সের বাইরে থেকে নেওয়া শটও ঝাঁপিয়ে ফেরান মোহাম্মদালিয়েভ।পরের মিনিটে প্রতিপক্ষের এগিয়ে যাওয়ায় নিজেদের দুর্ভাগা ভাবতেই পারে আজারবাইজান। নেভেসের ক্রস ঠেকাতে ঝাঁপিয়ে দুর্বল পাঞ্চ করেন গোলরক্ষক; কিন্তু বল পাশেই দাঁড়ানো মেদভেদেভের বুকে লেগে গড়িয়ে ঠিকানা খুঁজে নেয়।প্রথমার্ধে মাত্র ২৫ শতাংশ বল দখলে রাখা আজারবাইজান বিরতির আগে গোলের উদ্দেশে কোনো শটই নিতে পারেনি। দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম পাঁচ মিনিটে একটু ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেও পারেনি তারা। তবে প্রতিপক্ষকেও দেয়নি কোনো সুযোগ। ৬৭তম মিনিটে বের্নার্দো সিলভার শট ঝাঁপিয়ে ফেরান মোহাম্মদালিয়েভ। ১০ মিনিট পর ব্রুনো ফের্নান্দেসের বুলেট গতির শটে বল গোলরক্ষকের আঙুল ছুঁয়ে ক্রসবার ঘেঁষে বেরিয়ে যায়। ৮৫তম মিনিটে আবারও পর্তুগালকে হতাশ করেন ২৬ বছর বয়সী গোলরক্ষক। এবার আন্তর্জাতিক ফুটবলে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১০২ গোল করা রোনালদোর ফ্রি কিকে লাফিয়ে বল ক্রসবারের ওপর দিয়ে পাঠান তিনি। আর বদলি নামা জোয়াও ফেলিক্সের যোগ করা সময়ের প্রচেষ্টা পা দিয়ে ঠেকিয়ে ব্যবধান বাড়তে দেননি মোহাম্মদালিয়েভ। শেষ পর্যন্ত ম্যাচ হারলেও ফেভারিটদের বিপক্ষে এমন হাড্ডাহাড্ডি লড়াই করতে পেরে নিশ্চয়ই আরও আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠবে আজারবাইজান। অন্যদিকে, পর্তুগালের জন্য এটি সতর্কবার্তা। পারফরম্যান্সে উন্নতি করতে না পারলে সামনে ভুগতে হবে তাদের। পরের ম্যাচে আগামী শনিবার স্বাগতিক সার্বিয়ার বিপক্ষে খেলবে সান্তোসের দল।

জার্মানি দলে করোনাভাইরাসের হানা

বিশ্বকাপ বাছাই শুরুর আগে আরেক ধাক্কা খেল জার্মানি। দলটির এক ফুটবলারের শরীরে করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়েছে। এক বিবৃতিতে বৃহস্পতিবার দেশটির ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন জানায়, আইসল্যান্ড ম্যাচ সামনে রেখে বুধবার দলের সকল খেলোয়াড় ও স্টাফের কোভিড-১৯ পরীক্ষা করা হয়, এর মধ্যে একজনের ফল আসে পজিটিভ। আক্রান্ত খেলোয়াড়ের নাম প্রকাশ করা হয়নি। তার শরীরে কোনো উপসর্গ দেখা দেয়নি এবং তিনি আইসোলেশনে আছেন বলে জানানো হয়েছে। এর আগে চোটের কারণে ইওয়াখিম লুভের দল থেকে ছিটকে যান মিডফিল্ডার টনি ক্রুস। ২০২২ বিশ্বকাপ বাছাইয়ে 'জে' গ্রুপে নিজেদের প্রথম ম্যাচে বাংলাদেশ সময় বৃহস্পতিবার রাত পৌনে দুইটায় সফরকারী আইসল্যান্ডের মুখোমুখি হবে জার্মানি। আগামী রোববার তাদের প্রতিপক্ষ স্বাগতিক রোমানিয়া। এরপর বুধবার ২০১৪ সালের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা খেলবে সফরকারী নর্থ মেসিডোনিয়ার বিপক্ষে।

বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের রুখে দিল ইউক্রেন

বিশ্বকাপ বাছাইয়ে শুরুটা মোটেই ভালো হলো না ফ্রান্সের। অনেকটা সময় এগিয়ে থেকেও জিততে পারেনি তারা। ঘুরে দাঁড়িয়ে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের রুখে দিয়েছে ইউক্রেন।ফ্রান্সের জাতীয় স্টেডিয়ামে বুধবার রাতে 'ডি' গ্রুপের ম্যাচটি ১-১ গোলে ড্র হয়। অঁতোয়ান গ্রিজমানের গোলে স্বাগতিকরা এগিয়ে যাওয়ার পর তাদের আত্মঘাতী গোলে সমতায় ফেরে ইউক্রেন।দুই দলের সবশেষ দেখায় গত অক্টোবরে এই মাঠেই প্রীতি ম্যাচে ৭-১ গোলে জিতেছিল ফ্রান্স। এবার তেমন ছন্দেই দেখা যায়নি দিদিয়ে দেশমের দলকে। পুরো ম্যাচে গোলের উদ্দেশে তারা ১৮টি শট নিলেও লক্ষ্যে রাখতে পারে কেবল ৩টি। কিলিয়ান এমবাপে, অলিভিয়ে জিরুদ নষ্ট করেন সুযোগ।শুরু থেকে অধিকাংশ সময় বল দখলে এগিয়ে থাকা ফ্রান্স একাদশ মিনিটে প্রথম উল্লেখযোগ্য সুযোগ পায়। আদ্রিওঁ রাবিওর কাট ব্যাকে ছয় গজ বক্সের সামনে থেকে জিরুদের দুর্বল শট প্রতিপক্ষ ডিফেন্ডারের গায়ে লেগে ক্রসবারের ওপর দিয়ে যায়।১৯তম মিনিটে গ্রিজমানের চমৎকার গোলে এগিয়ে যায় ফ্রান্স। হেডে বল ঠিকমতো ক্লিয়ার করতে পারেননি ইউক্রেনের এক ডিফেন্ডার। বল পেয়ে জায়গা বানিয়ে ডি-বক্সের বাইরে থেকে বাঁ পায়ের কোনাকুনি শটে দূরের পোস্ট দিয়ে ঠিকানা খুঁজে নেন বার্সেলোনা ফরোয়ার্ড।জাতীয় দলের হয়ে গ্রিজমানের গোল হলো ৩৪টি। দেশটির সর্বোচ্চ গোলদাতাদের তালিকায় চারে থাকা দাভিদ ত্রেজেগেকে স্পর্শ করলেন তিনি। ওপরে আছেন মিশেল প্লাতিনি (৪১), জিরুদ (৪৪) ও থিয়েরি অঁরি (৫১)।পরের মিনিটে ভালো একটি সুযোগ পান এমবাপে। কিন্তু ডি-বক্সের ভেতর থেকে বল উড়িয়ে মারেন পিএসজির এই ফরোয়ার্ড। ৩২তম মিনিটে বাঁজামাঁ পাভার্দের ক্রসে ছয় গজ বক্সের সামনে থেকে হেড লক্ষ্যে রাখতে পারেননি জিরুদ। প্রথমার্ধের বাকি সময়ে আর উল্লেখযোগ্য সুযোগ তৈরি করতে পারেনি তারা।দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে ফ্রান্সের রক্ষণে চাপ বাড়ায় ইউক্রেন। ৫৭তম মিনিটে সমতায় ফেরে ইউরো বাছাইয়ে অপরাজিত থেকে নিজেদের গ্রুপে সেরা হওয়া দলটি। ডি-বক্সে সফরকারী মিডফিল্ডার সিদরচুককে শট নিতে দেখে নিজের বাঁ দিকে ঝাঁপিয়ে পড়েন গোলরক্ষক উগো লরিস। বল প্রেসনেল কিম্পেম্বের পায়ে লেগে দিক পাল্টে জালে জড়ায়।৬৪তম মিনিটে জিরুদ ও কিংসলে কোমানকে তুলে নিয়ে পল পগবা ও উসমান দেম্বেলেকে মাঠে নামান কোচ দেশম। তাতে অবশ্য দলের খেলার চিত্র বদলায়নি। বাকি সময়ে তেমন সুযোগই তৈরি করতে পারেনি তারা।নিজেদের পরের দুই ম্যাচে আগামী রোববার কাজাখস্তান এবং এর তিন দিন পর বসনিয়া ও হার্জেগোভিনার বিপক্ষে খেলবে ফ্রান্স।

সুযোগ হাতছাড়া হওয়ার হতাশা দেশমের

বিশ্বকাপ বাছাইয়ে শুরুটা ভালো হতে পারতো। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে ছন্দ হারিয়ে পুরো পয়েন্ট হাতছাড়া হওয়ায় হতাশ ফ্রান্স কোচ দিদিয়ে দেশম। প্রথমার্ধে যথেষ্ট সুযোগ পেয়েও ম্যাচ শেষ করে দিতে না পারায় আফসোস হচ্ছে বিশ্বকাপজয়ী এই কোচের। ২০২২ বিশ্বকাপ বাছাইয়ে ফ্রান্সের জাতীয় স্টেডিয়ামে বুধবার রাতে 'ডি' গ্রুপের ম্যাচে ইউক্রেনের বিপক্ষে ১-১ ড্র করে দেশমের দল। অঁতোয়ান গ্রিজমানের দারুণ গোলে এগিয়ে যাওয়ার পর আত্মঘাতী গোলে জয় হাতছাড়া হয় স্বাগতিকদের। প্রথমার্ধের পারফরম্যান্সে মনে হচ্ছিল ৩ পয়েন্টই পেতে যাচ্ছে ফ্রান্স। ম্যাচের ১৯তম মিনিটে বার্সেলোনা ফরোয়ার্ড গ্রিজমানের গোলে এগিয়ে যায় তারা। এরপর লক্ষ্যভ্রষ্ট শটে হতাশ করেন কিলিয়ান এমবাপে, লক্ষ্যভ্রষ্ট হেডে অলিভিয়ে জিরুদ। দ্বিতীয়ার্ধের দ্বাদশ মিনিটে ডি-বক্সে সফরকারী মিডফিল্ডার সিদরচুকের শট ডিফেন্ডার প্রেসনেল কিম্পেম্বের পায়ে লেগে দিক পাল্টে জালে জড়ালে হতাশা সঙ্গী হয় ফ্রান্সের। ম্যাচ শেষে দলের দ্বিতীয়ার্ধের বাজে পারফরম্যান্স নিয়ে হতাশা লুকাননি দেশম। বিশ্বকাপ বাছাইয়ে ফ্রান্সের শুরুটা হয়েছে ইউক্রেনের বিপক্ষে ১-১ ড্রয়ের হতাশায়।বিশ্বকাপ বাছাইয়ে ফ্রান্সের শুরুটা হয়েছে ইউক্রেনের বিপক্ষে ১-১ ড্রয়ের হতাশায়।"প্রথমার্ধেই আমাদের জয় নিশ্চিত করা উচিত ছিল। সেই সুযোগ আমাদের ছিল। দ্বিতীয়ার্ধে লড়াইটা আরও কঠিন হয়ে পড়ে।এসময় আমাদের খেলায় অবশ্যই ছন্দের ঘাটতি ছিল। যে গোল আমরা হজম করেছি তা এড়ানো যেত।" "আমি আমার দলের থেকে আক্রমণাত্মক ফুটবল দেখতে চেয়েছিলাম, কিন্তু এমনটি হয়নি। ম্যাচে আমরা খুব বেশি সুযোগ তৈরি করতে পারেনি। আমাদের আরও নিখুঁত হওয়ার দরকার ছিল, মুভমেন্ট বাড়াতে হত।" নিজেদের ভুল স্বীকার করে প্রতিপক্ষকেও প্রাপ্য সম্মান দিচ্ছেন খেলোয়াড় হিসেবেও বিশ্বকাপ জেতা দেশম। "আমরা অবশ্যই হতাশ, জিততে পারলে তা হতো সঠিক ফল। এতে প্রমাণ হয়, ইউক্রেন ভালো একটা দল।" ঘুরে দাঁড়ানোর লক্ষ্যে আগামী রোববার স্বাগতিক কাজাখস্তানের মুখোমুখি হবে ফ্রান্স। এরপর বুধবার স্বাগতিক বসনিয়া ও হার্জেগোভিনার বিপক্ষে খেলবে ২০১৮ সালের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা।"আমাদের সামনে যে দুটি ম্যাচ আছে তাও সহজ হবে নাদ্বিতীয়ার্ধে আমাদের উদ্যমের ঘাটতি ছিল। এই জায়গায় আমরা আরও উন্নতি করতে পারি।"

মাত্র ১৯ বছর বয়সে না ফেরার দেশে চলে গেলেন ইতালির তরুণ ফুটবলার দানিয়েল গুয়েবিনি। দেশটির সংবাদমাধ্যমের বরাত দিয়ে রয়টার্স জানায়, রোমে বুধবার রাতে গাড়ি দুর্ঘটনায় মারা যান ইতালির হয়ে অনূর্ধ-১৫ ও অনূর্ধ-১৬ পর্যায়ে খেলা এই ফুটবলার ফিওরেন্তিনা, তোরিনো ও স্পালের হয়ে খেলার পর গত জানুয়ারিতে সেরি আর দল লাৎসিওতে ফেরেন গুয়েরিনি। এখানেই শুরু করেছিলেন ক্যারিয়ার। রোমের ক্লাবটির যুব দলে খেলেছেন তিনি। তার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে বিবৃতি দিয়েছে লাৎসিও ও ফিওরেন্তিনা।

ORDER

Whereas, BA/B.Sc/B.Com (Hons) Sem-III and Sem-V Examination-2021 is likely scheduled to be held on 22-03-2021, 23-03-2021, 24-03-2021, 25-03-2021, 26-03-2021, 27-03-2021,10-04-2021,12-04-2021,13-04-2021,16-04-2021,17-04-2021,18-04-2021, 20-04-2021, 23-04-2021, 24-04-2021, 26-04-2021, at 10.00 AM to 5.00 PM at Ramthakur College, Agartala.

AND

Whereas, unrestricted formation of assembly of 5(Five) or more persons & use of Microphones, Amplifiers etc. within the areas mentioned in the schedule below are likely to create obstruction, annoyance & disturbance to the said Examination, students appearing for the Examination, Invigilators & Teachers.

AND

Whereas, I am satisfied that there are sufficient grounds for promulgation of prohibitory Order U/S 144 Cr. P.C. for the date mentioned above from 10.00 AM to 5.00 PM for the smooth and peaceful conduct of the ensuing B.A./ B.Sc/B,Com (Hons) Sem-III, and Sem-V Examination-2021 **at Ramthakur College, Agartala** within the periphery of 200 meters.

Therefore, in exercise of power conferred upon me under Section (1) & (2) of the Section 144 Cr. P.C. I, **Sri. Asim Saha, Sub-Divisional Magistrate, Sadar, West Tripura District** do hereby order that there shall be

1. No assembly of 5(Five) or more persons
2. Unauthorized use of Microphones & Amplifiers and any other devices to magnify the human voice in the area specified in the schedule here.
3. No collection of bricks & brick-bats.
4. No entry of unauthorized persons in the premises of the Examination Centre except the candidate with Admit Cards and professors/teachers/ invigilators issued by the concerned authorities.
5. No carrying or retaining of lethal weapon within 200 meters of the radius of the Examination Centre except security personals.

This order shall remain in force **w.e.f. 22.03.2021 to 27.03.2021 at 10.00 AM to 5.00 PM & from 10.04.2021** to **26.04.2021 at 10.00 AM to 5.00 PM to Ramthakur College, Agartala till the examination process is completed** within the radius of 200 meters from the Campus of the Examination Centre Any person or persons found violating this order shall be punishable U/S 188 of IPC, 1860.

Given under my signature & seal on this **22nd March, 2021.** Let this order be given wide pubiicity.

Sd/- (Asim Saha)
Sub-Divisional Magistrate
Sadar : West Tripura

ICA-D-1718/21

বৃহস্পতিবার আগরতলায় একটি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে কোভিড-১৯ টিকাকরণ। ছবি নিজস্ব।

শনিবার প্রথম দফার ভোটের আগে শেষ দিনের প্রচারে ঝড় তুলল বিজেপি, পিছিয়ে নেই তৃণমূলও

কলকাতা, ২৫ মার্চ (হি.স.) : পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনে প্রথম দফার ভোটগ্রহণ শনিবার। দুই মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম এবং পুরুলিয়ার ৩০ টি আসনে ভোট হবে ওই দিন। তার আগে আজ শেষ বেলার প্রচারে দিনভর তৎপর থাকল রাজনৈতিক দলগুলি। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে এই কেন্দ্রগুলিতে রীতিমতো দাপট দেখিয়েছিল বিজেপি। আজ শেষ প্রচার নিজেদের অবস্থান আরও পোক্ত করতে প্রার্থীদের পাশাপাশি তৎপর ছিলেন বিজেপির প্রথম সারির কেন্দ্রীয় নেতা তথা তারকা প্রচারকরা। বঙ্গের প্রথম দফার ভোটে দলীয় প্রার্থীর হয়ে প্রচারে ঝড় তুললেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ, সদ্য বিজেপিতে যোগ দেওয়া কিংবদন্তি অভিনেতা তথা মহাগুরু মিঠুন চক্রবর্তী, কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, ক্রিকেটার গৌতম গম্ভীর সহ অন্যান্য বিজেপি নেতারা। শেষ বেলার প্রচারে ঝড় তুলতে পিছিয়ে ছিল না রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসও। আজ দিনভর প্রচারে ঝাঁপালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, যুব তৃণমূল সভাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সহ অন্যান্যরা। নিজের নিজের শক্তি নিয়ে শেষ বেলায় প্রথম দফার ভোটের জন্য ভোটারদের মন জয়ে তৎপর ছিল অন্যান্য দলগুলিও। এদিকে আজ ভয় না পেয়ে, পক্ষপাতিত্ব না করে ভোট দেওয়ার আবেদন জানান রাজ্যের রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর।

পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনের জন্য গত কয়েক মাস ধরেই নিয়মিত বাংলা সফর করছেন। কিন্তু একদিনে ৪ সভা প্রথম। বৃহস্পতিবার ফের রাজ্যে ভোটের প্রচারে আসেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ। পরপর চারটি জনসভা করেন তিনি। পুরুলিয়াড় ঝাড়গ্রাম, তমলুক এবং বিষ্ণুপুর বিধানসভা এলাকায় জনসভা করেন শাহ। বিকেলে একটি সাংগঠনিক সভাও করেন তিনি। এদিনের সভা থেকে ভোটারদের মন জয় করতে তিনি যেমন একের পর এক প্রতিশ্রুতি দেন। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

এবার মুম্বই হাইকোর্টে আবেদন জানালেন পরম বীর সিং

মুম্বই, ২৫ মার্চ (হি.স.) : মুম্বই পুলিশের প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার প রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অনিল দেশমুখ-র বিরুদ্ধে সিবিআই তদন্তের দাবি জানিয়ে আবেদন জানালেন। ওই আবেদনে তিনি নিজের পদের বদলিকবেআইনি বলে দাবি করেছেন। তিনি আদালতের কাছে ফের পুলিশ কমিশনারে পদে তাঁকে ফিরিয়ে আনার জন্য প্রার্থনা জানিয়েছেন।

বৃহস্পতিবার ফের কমলো তেলের দাম

মুম্বাই, ২৫ মার্চ (হি. স.) : বিগত মাস দেড়েক অপরিশোধিত তেলের দাম ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে দেশজুড়ে পেট্রোল এবং ডিজেলের দামেও তার প্রভাব পড়ছে। তবে আন্তর্জাতিক বাজারে বেশ কিছুটা কমেছে অপরিশোধিত তেলের দর!

২৭ ফেব্রুয়ারির পর থেকে টানা ২৪ দিন অপরিবর্তিত থাকার পর বুধবার কমেছিল পেট্রোল এবং ডিজেলের দামেও। ফের এদিন দ্বিতীয়বার কমল পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম। দিল্লিতে এদিন পেট্রলের দাম লিটার প্রতি ৯০ টাকা ৭৮ পয়সা আর ডিজেল প্রতি লিটার ৮১ টাকা ১০ পয়সা। এদিন কলকাতায় পেট্রোলের দাম প্রতি লিটারে ৯০ টাকা ৯৮ পয়সা আর ডিজেল প্রতি লিটারে ৮৩ টাকা ৯৮ পয়সা। মুম্বইয়ে এদিন প্রতি লিটারে পেট্রোলের দাম ৯৭ টাকা ১৯ পয়সা আর ডিজেলের দাম ৮৮ টাকা ২০ পয়সা। চেন্নাইতে এদিন পেট্রোলের দাম ৯২ টাকা ৭৭ পয়সা আর ডিজেলের দাম ৮৬ টাকা ১০ পয়সা। চার মহানগর ছাড়াও বেঙ্গালুরুতে পেট্রোল প্রতি লিটারে ৯৩ টাকা ২৮ পয়সা আর ডিজেলের দাম প্রতি লিটারে ৮৫ টাকা ৯৯ পয়সা। এদিন হায়দরাবাদে এক লিটার পেট্রোলের দাম ৯৪ টাকা ৩৯ পয়সা আর ডিজেলের দাম ৮৮ টাকা ৪৫ পয়সা প্রতি লিটার। জয়পুরে পেট্রোল প্রতি লিটারে ৯৭ টাকা ৩১ পয়সা আর ডিজেলের দাম প্রতি লিটারে ৮৯ টাকা ৬০ পয়সা।

জঙ্গলমহলের আদিবাসীদের জন্য এক গুচ্ছ প্রতিশ্রুতি দিলেন অমিত শাহ

ঝাড়গ্রাম, ২৫ মার্চ (হি. স.) : জঙ্গলমহলের আদিবাসীদের জন্য এক গুচ্ছ প্রতিশ্রুতি দিলেন দেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ। বৃহস্পতিবার সাঁকরাইল ব্লকের রগড়াতে ঝাড়্গাম জেলার বিজেপি প্রার্থীদের হয়ে নির্বাচনী জনসভায় এসেছিলেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী। তিনি বলেন বিজেপি ক্ষমতায় এলে বাস, ট্রেনের ভাড়া লাগবেনা আদিবাসীদের। আদিবাসী বাড়ির ছেলে মেয়েদের ডাক্তারি, ইনজিনিয়রিং, উচ্চ শিক্ষার ক্ষত্রে নরেন্দ্র মোদী সরকার বিনা মূল্যে শিক্ষার ব্যবস্থা করবে। পাঁচ টাকা মূল্যে মিলবে খাবার।

তিনি আরও বলেন ’ দিদি আদিবাসীদের উন্নয়ন করেনি।নিজের ভাইপোর উন্নয়ন করেছে।’ এদিন রগড়া মাঠে অমিত শাহর সভা ঘিরে ছিল মানুষের ব্যাপক উৎসাহ।এদিন সভায় ঝাড়গ্রামের প্রার্থী সুখময় শতপথি, গোপীবল্লভপুর বিধানসভার প্রার্থী সঞ্জিত মাহাতো, বিনপুরের প্রার্থী পালাহান সোরেনের প্রাচারে ছিল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর জনসভা। এই জনসভাতে ওড়িশা, খাড়খন্ড, বান্দোয়ান সহ বিভিন্ন জায়গা থেকে বইরে থেকে লোকজন নিয়ে আসা হয়েছিল বলে অভিযোগ।

এদিন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ঝাড়গ্রাম জেলার জন্য নানা প্যাকেজ ঘোষনা করেন।তিনি বলেন, ’আপনারা শুনে রাখুন বিজেপির প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি সমস্ত কৃষকদের জন্য এককালীন বছরে ১৮ হাজার টাকা একাউন্টে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। এলাকার সমস্ত কৃষক ১০ হাজার টাকা করে বছরে ভাতা পাবেন। মধ্যবিত্ত ,ভূমিহীন সবারই ছেলে মেয়ের পড়াশোনার খরচ দেবে মোদী সরকার। জঙ্গলমহল তথা ঝাড়গ্রাম এলাকায় ৫ টাকার বিনিময়ে ভালো খাবার দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে সরকার। দুই টাকা কেজির চাল আমাদের সরকার দিচ্ছে, তা আপনারা তৃণমূলের গুন্ডারা তা খেয়ে নিচ্ছে। তাই এবারে বিজেপির সব প্রার্থীদের জেতাতে হবে। জেতাবেন তো। মোদীজির হাত শক্ত করবেন তো।এছাড়াও তিনি বলেন প্রত্যেক গরীব বাড়ির একজন করে রোজগারের ব্যবস্থা করে দেয়া হবে। দিদি বাংলাকে ম্যালেরিয়া ডেঙ্গুর রাজ্য বানিয়ে রেখেছে।দিদির ম্যালেরিয়া,ডেঙ্গুর সাথে দোস্তী আছে। আমরা ক্ষমতায় এলে এক মাসের মধ্যে ম্যালেরিয়া ডেঙ্গু উৎখাত করব। আদিবাসীদের চিকিৎসার জন্য ঝাড়গাম এইমস তৈরি করা হবে। এই দিদি সরকার আদিবাসীদের সার্টিফিকেট করে দেওয়ার জন্য কাঠমানি খেত। আমরা তা অনলাইনে করে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি। যাতে কাটমানি না খেতে পারে। আদিবাসীদের সার্বিক বিকাশের এই এলকায় ৩০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। আমফান বুলবুল ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য মোদী সরকার এ রাজ্যকে টাকা দিয়েছিলেন। টাকা আপনারা পাননি। তৃণমূলের গুন্ডা তার কাটমানি খেয়ে নিয়েছে। দিদি খেলা হবে বলে আদিবাসীদের ভয় দেখাচ্ছেন। ভয় পাবেন না। বাংলার মানুষ জানে এখানকার ছোট বাচ্চারা ছোটবেলা থেকেই খেলছে। ভোটের দিন দিদির গুন্ডাকে ভয় পাবেন না। সকাল সকাল নিজের ভোট টা দিয়ে আসবেন। দিদির গুণ্ডারা আমাদের একটি চুলও বাঁকাতে পারবে না। এরাজ্যে আমাদের ১৩০ জনের বেশি দিদির গুণ্ডা দ্বারা খুন হয়েছেন।নেতুরাতে আমাদের কর্মী তারক সাউ তৃণমূলের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসায় ছিলেন।আমরা তাকে কটক নিয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারিনি। আজকে তিনি মারা গিয়েছেন। এছাড়াও তিনি বলেন সমস্ত আদিবাসীদের জন্য বাসে ট্রেনে এরপর থেকে আর টিকিট দিতে হবে না। আদিবাসীদের পরিবারের উচ্চশিক্ষার জন্য ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার ছাত্রদের পড়াশোনার ক্ষেত্রে টাকা পয়সা দিতে হবে না তার ব্যবস্থা করেছে এই বিজেপি সরকার।পাঁচ লক্ষ টাকা চিকিৎসা খরচ দেওয়া হবে। এখানে আদিবাসী মনিষী, সংগ্রামী মানুষদের জন্য সংগ্রহশালা হবে এখানে।বিজেপি ক্ষমতায় এলে দূনীতিবাজদের জেলের পিছনে পাঠানো হবে।কৃষক পরিবারের ছেলে মেয়েদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করা হবে।সুবর্নরেখা নদীর উপর রামেশ্বর পর্যন্ত বাঁধ তৈরি হবে।আদিবাসী,মুন্ডা,ভূমিজ সহ অন্যান্যদের জন্য আলাদ বোর্ড তৈরি করে বিকাশ হবে।দিদি বাংলাকে এগোতে দেয় না বাধা দেয়।’

এদিন সভা থেকে মূলত আদিবাসীদের জন্য এক গুচ্ছ উন্নয়ন প্রকল্প ঘোষনা করেন অমিত শাহ। এদিন সভায় সভায় উপস্থিত ছিলেন ঝাড়গ্রামের বিজেপি সাংসদ কুনার হেমরম, জেলা বিজেপির সভাপতি তুফান মাহাতো, জেলা সাধারণ সম্পাদক অবনি ঘোষ, রাজ্য যুব মোর্চার নেতা অনুরণ সেনাপতি সহ প্রমুখ।

আরএসএসকে আর পরিবার বলা যায় ঃ রাহুল গান্ধী

নয়াদিল্লি, ২৫ মার্চ (হি.স.) : আরএসএসকে আর পরিবার বলা যায় না। এমনটাই মনে করেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। তাঁর মতে সেখানে না আছে কোনও মহিলা। না আছে বর্ষীয়ানদের প্রতি সম্মান। তাই আরএসএসকে সংঘ পরিবার বলার কোনও অর্থই নেই। বৃহস্পতিবার সকালে এক টুইটে এভাবেই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘকে আক্রমণ করলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী ।

বৃহস্পতিবার সকালে এক টুইটবার্তায় তিনি লেখেন, আমি বিশ্বাস করি যে আরএসএস এবং সম্পর্কিত সংস্থাকে সংঘ পরিবার হিসাবে আখ্যায়িত করা ঠিক নয় - পরিবারে মহিলারা থাকেন, বয়স্কদের প্রতি শ্রদ্ধা, মমত্ববোধ এবং স্নেহভাব থাকে- যা আরএসএসে নেই। এখন আরএসএসকে সংঘ পরিবার বলে সম্বোধন করব না! গতকাল সন্ধ্যাতেও সংঘ পরিবারের প্রতি আক্রমণাত্মক টুইট করতে দেখা গিয়েছিল তাঁকে। আসলে সম্প্রতি উত্তরপ্রদেশে ট্রেন থেকে খ্রিস্টান সন্ন্যাসিনীদের নামিয়ে দেওয়ার ঘটনায় সংঘ পরিবারের প্রোপাগান্ডার কুপ্রভাবকেই দায়ী করেছেন তিনি।

রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্কের বেসরকারিকরণ নিয়ে আরবিআইয়ের গভর্নরের সঙ্গে আলোচনা

নয়াদিল্লি, ২৫ মার্চ (হি.স.) : রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্কের বেসরকারিকরণ নিয়ে আরও এক ধাপ এগল কেন্দ্রীয় সরকার। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার গভর্নরের সঙ্গে আলোচনা শুরু হল। এমনটাই জানালেন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার গভর্নর শশীকান্ত দাস। তিনি জানান, আমরা রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্কের বেসরকারিকরণের বিষয়ে সরকারের সাথে আলোচনা করছি। আরবিআই-এর গভর্নরের মতে, একটি সুস্থ ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র এবং শক্তিশালী মূলধনের ভিত্তি ও নীতি প্রশাসনের অগ্রাধিকার হওয়া উচিত।

তিনি বলেন, ‘আরবিআই-এর আগামী ২০২২ অর্থবর্ষে অর্থনৈতিক বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা যাতে নিম্নমুখী না হয়, সেই দিকে নজর দিচ্ছে। ২০২২ অর্থবর্ষে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া ১০.৫ শতাংশ জিডিপি বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে। ভারতের আর্থিক স্থিতিকে উন্নত করতে আরবিআই সবরকমের নীতিকে প্রয়োজনে হাতিয়ার করবে বলে জানান শশীকান্ত। তিনি বলেন যে, গ্রাহকদের আরও ভালোভাবে পরিষেবা দেওয়ার জন্য প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। মূলত, অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন, ১ ফেব্রুয়ারি ২০২১-২২ এর বাজেট উপস্থাপনের সময় দুটি সরকারি ব্যাংক এবং একটি সাধারণ বীমা সংস্থার বেসরকারীকরণের প্রস্তাব করেছিলেন।

মানহানির মামলায় আলিয়া ভাট ও সঞ্জয় লীলা বনশালিকে আদালতে হাজিরার নির্দেশ

মুম্বাই, ২৫ মার্চ (হি. স.) : মানহানির মামলায় আলিয়া ভাট ও সঞ্জয় লীলা বনশালিকে আদালতে হাজিরার নির্দেশ দিল মুম্বইয়ের অতিরিক্ত প্রধান মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত। সঞ্জয় লীলা বনশালির আগামী ছবি ”গাঙ্গুবাই কাঠিয়াওয়ারি” সংক্রান্ত মামলায় আদালতে আগামী ২১ মে-এর মধ্যে হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আলিয়া ও সঞ্জয় ছাড়াও এই ছবির বাকি দুই চিত্রনাট্যকারকেও হাজিরার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। আলিয়া, সঞ্জয়দের বিরুদ্ধে মানহানির মামলাটি করেছেন গাঙ্গুবাই-এর দত্তক পুত্র বাবু রাবজি শাহ। সঞ্জয় লীলা বনশালি লেখক হুসেন জায়দির ”মাফিয়া কুইনস অফ মুম্বই”-এর বই-এর অবলম্বনে নির্মিত হয়েছে এই সিনেমাটি। এর আগে হুসেন জায়দির বইটি বাজারে বিক্রির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করার জন্য আদালতে মামলা করেন বাবু রাবজি শাহ। কিন্তু তাঁর সেই দাবি নস্যাত করে দেয় আদালত। কারণ হিসেবে শাহকে জানানো হয় বইটি ২০১১ সালে মুক্তি পেয়েছে আর মামলাটি ২০২০ সালে করায় নিষেধাজ্ঞা জারি করা সম্ভব নয়। যদিও শাহ আদালতের কাছে গাঙ্গুবাই-এর দত্তক পুত্র হওয়ার প্রমাণ দেননি।

আদালতের হাজিরার নির্দেশিকার পাল্টা পরিচালক ও প্রযোজনা সংস্থার তরফে পাল্টা দাবি করা হয়েছে মামলাকারী শাহ-এর সঙ্গে গাঙ্গুবাই-এর বাড়ির বাকি সদস্যরা অন্যমত পোষণ করেছে। যদিও আদালতে শাহ জানিয়েছেন, এই ছবিতে তার মায়ের চরিত্র হননের চেষ্টা করা হয়েছে, মায়ের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কাটাছেঁড়া করার কোনও অধিকার নেই। এর আগে এই ছবির বিরুদ্ধে মুম্বইয়ের এক বিধায়ক থানায় মামলা করেন। কারণ হিসেবে তিনি জানান, কাঠিওয়াড়ির নাম ছবিতে ব্যবহারব করে ওই শহরের নাম খারাপ করা হচ্ছে। বর্তমানে কাঠিয়াওয়াড়ি ভিন্ন শহর, আগের মত পরিস্থিতি নেই। তাই পুরানো ঘটনার সঙ্গে বর্তমানের পরিস্থিতি মেলালে ভুল হবে। অবিলম্বে ছবির নাম থেকে কাঠিয়াওয়াড়ি নামটি বাদ দিতে হবে।

স্বাধীনতার ৫০ তম বার্ষিকীর প্রাক্কালে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার

ঢাকা, ২৫ মার্চ (হি.স.) : বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫০ তম বার্ষিকীর প্রাক্কালে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় দিলেন। জাতির উদ্দেশে ভাষণে তিনি বলেন, আগামীতে বাংলাদেশকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার জন্য স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে দেশের সকল নাগরিককে নতুন করে শপথ নিতে হবে। শপথ নিতে হবে কেউ যেন বাংলাদেশের মানুষের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে না পারে।

তিনি আরও বলেন, দেশের গণতান্ত্রিক এবং উন্নয়নের যাত্রাকে অব্যাহত রাখতে হবে। তাই সকল ভেদাভেদ ভুলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আমরা বাংলাদেশকে জাতির পিতা স্বপ্নে উন্নত ও সমৃদ্ধ অসম্প্রদায়িক সোনার বাংলা হিসেবে গড়ে তোলার আহ্বান জানান তিনি।

প্রধানমন্ত্রী তার ভাষণে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে আরও বলেন, আমরা স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন করছি। তবে এই উদযাপন যেন শুধু আনুষ্ঠানিকতা সর্বস্ব না হয়। জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী সামনে রেখে আমাদের দেশকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার নতুন শপথ নিতে হবে। তিনি ভাষণের শুরুতেই দেশবাসীকে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান।

[illegible]

বাকুড়া, ২৫ মার্চ (হি.স.) : এই বাংলায় মা ও আজ সুরক্ষিত নয় মাটিও সুরক্ষিত নয় মানুষ ও সুরক্ষিত নয় বলে মন্তব্য করেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। আজ বাঁকুড়া জেলার তালডাংরা বিধানসভার সিমলাপাল হাই স্কুল ময়দানে এক নির্বাচনী জনসভায় ভাষন দিতে গিয়ে বলেন, আপনারা আপনাদের এলাকায় ডঃ সুভাষ সরকার এর মতন লোককে সাংসদ হিসাবে নির্বাচিত করেছেন , যিনি আপনাদের অভাব অভিযোগ সংসদে সঠিকভাবে তুলে ধরেন। তেমনি তালডাংরা বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী শ্যামল সরকারকে পদ্মফুলে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করার আহ্বান জানান।

এই নির্বাচনী জনসভায় লোক সমাগম দেখে অভিভূত হয়ে বলেন, আমিও মাথানত করে আপনারদের স্বাগত জানাচ্ছি। তিনি বলেন, আমি আমার অন্তর থেকে পশ্চিমবঙ্গ কে বাঁচাবার জন্য এখানে এসেছি। না বামফ্রন্ট সরকার, না তৃণমূল সরকার, দু”দলের সরকারই বাংলাকে বরবাদ করেছে। যে বাংলায় ঋষি অরবিন্দ জন্মেছেন, চৈতন্যদেব জন্মেছেন, স্বামী বিবেকানন্দ জন্মেছেন , রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব জন্মেছেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জন্মেছেন, সেজন্য, এই জায়গাটা এক মহান জায়গা।

তিনি তৃণমূল সরকারের মা-মাটি-মানুষ স্লোগানের প্রসঙ্গ তুলে বলেন এখানে মা ও সুরক্ষিত নয় মাটি ও সুরক্ষিত নয় মানুষ ও সুরক্ষিত নয়. এখানে শুধু হিংসা। গত ২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের ৪২টি আসনের মধ্যে ১৮ জন বিজেপি সাংসদ নির্বাচিত হয়েছেন। আর ২০২১এর বিধানসভাতেও পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে ২০০ টিরও বেশি আসন নিয়ে। আর এখানে সৌরভ গাঙ্গুলীর মতো জনপ্রিয় খেলোয়াড় ভারতের ক্রিকেট দলের অধিনায়ক হয়েছিলেন। যিনি ছক্কা মারতে পারদর্শী ছিলেন, আর সেই রকমই ভারতীয় জনতা পার্টি কে ভোট দিয়ে বিজেপি সরকার গঠন কে তিনি ছক্কা মারার সঙ্গে তুলনা করেন।

ভারতীয় জনতা পার্টি ছাড়া আর অন্য কোন পার্টি এত উন্নয়ন করেনি সারাদেশে. যা ভারত ছাড়িয়ে আজকে বিদেশএও চর্চার বিষয়। তাছাড়া তৃণমূল সরকারের তোলাবাজি কাটমানি এবং ভ্রষ্টাচার সবকিছুকে ছাড়িয়ে গেছে. আমাদের সরকার এলে কারোর এরকম হিম্মত হবে না।

এখানে বোমা তৈরীর কারখানা তৈরি হয়। এইগুলো টিএমসি লোকেরা করছে কারণ ভারতীয় জনতা পার্টি র লোকেদের উপর ফেলার জন্য, মনোবল ভেঙে দেওয়ার জন্য। কিন্তু তিনি টিএমসির লোক দিকে হুমকি দিয়ে বলেন, আমরা কোনভাবেই ঘাবড়ে যাওয়ার লোক নই। আমাদের এখানে দেড়শ থেকে দুইশ জন কার্যকর্তা মারা গেছেন। এটার জন্য কে দায়ী?

তালডাংরা মানুষের কারিগরি এবং চিত্রকলা প্রশংসা করেন। তিনি এখানে মানুষের মাটির মূর্তি তৈরির প্রশংসা করেন। এবং তিনি বলেন আমাদের সরকার এখানে প্রতিষ্ঠিত হলে আমরা তাদের তৈরি জিনিস বিদেশে রপ্তানী করার ব্যবস্থা করব। তিনি আরো বলেন, তৃণমূল সরকার তো বলেছিল আপনাদের এখানে শিলাবতী নদীর উপর ব্রিজ তৈরি করে দেবে? দেয়নি। আমাদের সরকার এলেই আমরা এটা করব। এবং যদি আমাদের কেউ এটা না করে সেজন্য সুভাষ সরকার এবং এই বিধানসভার প্রার্থী শ্যামল সরকার কে এই বিষয়ে তাকে যেন অবগত করা হয় সে বিষয়ে বলেন, তিনি জানলেই তখন যে বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী হবে তাকে তিনি প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে দেবেন এই শিলাবতী নদীর উপর ব্রিজ করে দেবার জন্য। আমাদের সরকার হচ্ছে, সুশাসনের জন্য এবং উন্নয়নের জন্য। এই জন্যই আপনারা আমাদেরকে ভোট দেবেন। তাদের ’ বহিরাগত’ প্রসঙ্গে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।